পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 58 Wednesday, 28 January, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৫৮ সংখ্যা ❋ ১৪ মাঘ ১৪৩২, বুধবার, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

ভারত-ইউরোপ ঐতিহাসিক চুক্তি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারিঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মঙ্গলবার বলেন, সদ্য চূড়ান্ত হওয়া ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি দুই পক্ষেরই আইনের শাসন রক্ষার দায়বদ্ধতাকে শক্তিশালী করবে। সরাসরি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম উচ্চারণ না করে আমেরিকার দিকেই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়েছেন মোদি, এরকমটাই মনে করা হচ্ছে। মোদির এই বক্তব্যটি এমন এক সময়ে, যখন বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন করে আর্থিক, বাণিজ্য ও সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং একাধিক দেশের উপর মার্কিন শুল্ক-যুদ্ধ নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। এদিকে, একই দিনে মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট ইউরোপীয় ইউনিয়নকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, ''ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করে ইউরোপ কার্যত নিজের বিরুদ্ধেই যুদ্ধের অর্থ জোগাচ্ছে।'' বেসেন্ট বলেন, ''আমরা ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছি রুশ তেল কেনার জন্য। অথচ ইউরোপ ভারতকে সঙ্গে নিয়ে বাণিজ্য চুক্তি করল। ইউরোপ নিজের বিরুদ্ধেই যুদ্ধের অর্থ জোগাচ্ছে।'' ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করার দিকে এগোতেই প্রধানমন্ত্রী মোদি এই চুক্তিকে বিশ্ব অর্থনীতির জন্য একটি বড় মাইলফলক বলে বর্ণনা করেছেন। মোদির কথায়, এই বিশাল চুক্তি বিশ্বের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় ২৫ শতাংশ জুড়ে রয়েছে এবং এটি উৎপাদন ক্ষেত্র ও পরিষেবা শিল্পকে নতুন গতি দেবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে চলেছে। বিশ্বজুড়ে মানুষ একে 'মাদার অফ অল ডিলস' বলে আলোচনা করছেন। এই চুক্তি ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের পাশাপাশি ইউরোপীয় দেশগুলির লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য বিপুল সুযোগ তৈরি করবে।'' তিনি আরও জানান, এই চুক্তির ফলে ভারতের বস্ত্রশিল্প, রত্ন ও গয়না শিল্প এবং চামড়া শিল্প বিশেষভাবে লাভবান হবে। মোদির মতে, ভারত-ইইউ বাণিজ্য চুক্তি বিশ্বের দুই বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে সহযোগিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন, ''এই চুক্তি বিশ্ব জিডিপির প্রায় ২৫ শতাংশ এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের প্রতিনিধিত্ব করে। এটি শুধু বাণিজ্য নয়, গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের প্রতিও আমাদের যৌথ প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করবে।'' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ''এই চুক্তি সাম্প্রতিক ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য চুক্তির পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে এবং ভারতের শিল্পোৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে।'' ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কোস্তা জানিয়েছেন, এই চুক্তি বিশ্ব বাণিজ্যে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক বার্তা পাঠাচ্ছে।

ওদের ওপর কিছু হলে রেল অবরোধ হয়ে যায়!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারিঃ তিনি বনধের বিরোধী-এ কথা নতুন নয়। কিন্তু নবান্ন সভাঘর থেকে এ বার তা আরও স্পষ্ট করে বলার পাশাপাশি শিল্পপতিদের সতর্কও করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জনজাতি ও সংরক্ষিত গোষ্ঠীর দাবিদাওয়া উপেক্ষা করলে তার প্রভাব যে শিল্পের উপরেই পড়তে পারে, সেই বার্তাই দিলেন তিনি। মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘর থেকে ওয়াটগঞ্জের দইঘাটে নতুন শ্মশানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং নবনির্মিত সিরিটি মহাশ্মশানের ভার্চুয়াল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বাম আমলে ৭৫ লক্ষ কর্মদিবস নষ্ট হয়েছিল।'' তাঁর দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর একদিনও কর্মদিবস নষ্ট করতে দেওয়া হয়নি। এখন বাংলায় আর বনধ হয় না। তাই শিল্পের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে শিল্পপতিদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মনে করান, রাজ্যে ৩০ শতাংশের একটি গোষ্ঠী রয়েছে, যাঁদের সঙ্গে সংঘাতে গেলে পরিস্থিতি জটিল হতে পারে। তাঁর কথায়, ''ঝগড়া হলে রাস্তা বন্ধ হবে, কোম্পানি বন্ধ হবে। আমাদের বাঁচা মুশকিল হয়ে যাবে। ৬ শতাংশ এসটি, ২৬ শতাংশ এসসি-ট্রাইবালদের ওপর কিছু হলে রেল অবরোধ হয়ে যায়।'' তাই সকলকে শান্তিতে থাকার এবং একে অপরের বিষয়ে নাক না গলানোর পরামর্শ দেন তিনি। তবে স্পষ্ট করে দেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ছ'টি করিডর তৈরির কথাও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''যাঁরা বলছেন বাংলা থেকে শিল্প চলে যাচ্ছে, তাঁরা

শিল্পপতিদের সতর্ক করলেন মমতা, 'বনধ নয়, শান্তিই শিল্পের শর্ত'

''আমি বনধের বিরোধী। আমি বনধ করতে দেব না।'' মুখ্যমন্ত্রীর মতে, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জোরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ ভুল বলছেন। হাওড়া থেকে দুর্গাপুর গেলে রাস্তার দু'ধারে দেখবেন কত উন্নয়ন হয়েছে, কত শিল্প সংস্থা এসেছে।'' শিল্পপতিদের আশ্বস্ত করে

হচ্ছে। পুরুলিয়ার মতো জেলাতেও বদলের ছবি এখন চোখে পড়ার মতো। শিল্প প্রসঙ্গে মমতার দাবি, এখন শিল্পপতিদের গন্তব্য বাংলা। রাজ্যে একের পর এক কারখানা হচ্ছে, বহু শিল্প সংস্থা এখানে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছে। মমতা বলেন, কোনও সমস্যা হলে মুখ্যসচিব, শিল্পসচিব, হিডকো-সবাই আছেন। তিনিও আছেন। ''জীবনে শান্তি থাকলে, মাথা ঠান্ডা থাকলে, পরিবার ঠিক থাকলে ব্যবসা বাড়বে। পরবর্তী প্রজন্মকে তৈরি করতে হবে'',-পরামর্শ তাঁর। ধর্মীয় বিভাজন প্রসঙ্গেও কড়া অবস্থান নেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ''আজ যারা হিন্দু-মুসলমান করছে, আমরা ভারতীয়। এখানে মাইনরিটি আছে, জনজাতি আছে। কেউ কারও বিষয়ে যেন ইন্টারফেয়ার না করে। কেউ কেউ দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করে। শান্তি রক্ষা করাই আমার কাজ।'' রাজ্যে সহাবস্থান ও নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, ''বাংলা শিল্পপতিদের জন্য নিরাপদ জায়গা দেবে।'' নবান্ন সভাঘরের বৈঠক থেকেই মুখ্যমন্ত্রী জানান, মানুষের সুবিধার জন্য রাজ্যে একাধিক প্রকল্প চলছে। শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির নির্মাণ হচ্ছে-২৪টি শিবলিঙ্গ ও বৃহৎ শিবমূর্তি থাকবে সেখানে। পাশাপাশি জগন্নাথ মন্দিরের কথাও তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, মন্দির-মসজিদ-যে যে জায়গায় অনুরোধ এসেছে, সেখানে কাজ করা হয়েছে। বগলামুখী মন্দিরে এখন নিয়মিত পুজো হচ্ছে বলেও জানান তিনি। শেষে মানুষের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, ''আপনাদের এলাকায় আরও উন্নতির দরকার হলে আমাকে জানাবেন। আমি নিশ্চয়ই করে দেব। আপনারা আমাকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। আমি সেই কাজ আপনাদের জন্য করেছি। আরও অনেক কাজ হবে-একটু অপেক্ষা করুন।''

মমতাকে পাশে রেখে অখিলেশ বললেন

'এসআইআর আসলে এনআরসিরই অন্য রূপ, বাংলায় দিদিই জিতবেন'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারিঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মঙ্গলবার সাক্ষাৎ করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। সাক্ষাতের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, অখিলেশ যাদবের কাজের প্রশংসা করেন তিনি। মমতার কথায়, ''অখিলেশ দারুণ কাজ করছে। ওর আগামীর জন্য শুভকামনা রইল।'' এর পরেই বিজেপিকে আক্রমণ করেন অভিযোগ করেন, মহারাষ্ট্রে ইডি, সিবিআই, আয়কর দফতরকে কাজে লাগিয়ে জয় পেয়েছে বিজেপি। বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী ঐক্যের বার্তাই এ দিনের সাক্ষাৎ থেকে উঠে এল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। বস্তুত, সোমবার সস্ত্রীক কলকাতায় পৌঁছন অখিলেশ যাদব। মঙ্গলবার অর্থাৎ আজ শহরে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক বিতর্ক টেনে তিনি কটাক্ষ করেন কেন্দ্রীয় শাসক দলকে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে আইপ্যাক-ইডি অভিযানের পেনড্রাইভ বিতর্ক থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা। অখিলেশের মন্তব্য, বিজেপি এখনও পেনড্রাইভের 'পিইন' ভুলতে পারেনি আর বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইডিকে পরাস্ত

অখিলেশ যাদব। তাঁর অভিযোগ, বিজেপির বিরুদ্ধে কার্যত একাই লড়াই করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''বিজেপি নানা ভাবে সমস্যা তৈরি করছে। বাংলায় এসআইআর চালু করা হয়েছে। বেশি মানুষ যাতে ভোট দিতে পারেন, সেই লক্ষ্য না রেখে সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করা হচ্ছে।'' অখিলেশের দাবি, এসআইআর আসলে এনআরসিরই অন্য রূপ। তাঁর কথায়, ''এত দিন ভোট চুরির অভিযোগ তোলা হচ্ছিল। কিন্তু দিদি ডিজিটাল ভোট চুরি রুখে দিয়েছেন।'' পাশাপাশি মহারাষ্ট্রের প্রসঙ্গ টেনে তিনি যোগ দেওয়ার কথা তাঁর। সেই উপলক্ষেই এই সফর। তাঁর আগমন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছিলই, এই সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর কোনও বৈঠক হয় কি না। সেই জল্পনা সত্যি করে দিয়ে মঙ্গলবার সকালেই নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন অখিলেশ। সোমবার কলকাতা বিমানবন্দরে নামার পরপরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন অখিলেশ যাদব। চিরাচরিত ভঙ্গিতেই বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান তিনি। সাম্প্রতিক করেছেন, এই বাস্তবতা মেনে নিতে পারছে না গেরুয়া শিবির। এই প্রসঙ্গ টেনেই তিনি বাংলার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজের মত স্পষ্ট করে দেন। অখিলেশ যাদবের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির পরাজয় এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। তাঁর কথায়, ''বিজেপি নিজেই জানে যে তারা এই রাজ্যে জিততে পারবে না। তাই এখন তাদের একমাত্র লক্ষ্য, সম্মানের সঙ্গে হার স্বীকার করা।'' অখিলেশের মন্তব্যে স্পষ্ট, বাংলার ভোটের অঙ্কে বিজেপির ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি কোনও সংশয় দেখছেন না।

টাকা পেয়েও কাঁটাতারের জন্য জমি দিচ্ছে না রাজ্য! সময় বেঁধে দিল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারিঃ রাজ্য জমি দিচ্ছে না বলে বাংলাদেশ সীমান্তের একটা বড় অংশে কাঁটাতার লাগানো যাচ্ছে না, এমন অভিযোগ দীর্ঘ সময় ধরেই সামনে এসেছে। এবার এক প্রাক্তন সেনাকর্মীর করা মামলায় বড় নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। জমি কেন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য রাজ্যকে সময় বেঁধে দিল আদালত। প্রায় ১৮০ কিমি জমির জন্য টাকা দিয়েছে কেন্দ্র। আগামী মার্চ মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে সেই জমি হস্তান্তরের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আজ মঙ্গলবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথী সেনের ডিভিশন বেঞ্চে ছিল মামলার শুনানি। প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, ''রাজ্য কেন জমি অধিগ্রহণ করছে না নিজস্ব অধিকার বলে? জমি অধিগ্রহণ আইনের ৪০ নম্বর ধারা অনুযায়ী জোর করে জমি অধিগ্রহণ কেন করা হবে না? এটা জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন।'' বিচারপতি পার্থসারথী সেন বলেন, ''আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছি, যে রাজ্য আন্তর্জাতিক সীমানার অংশীদার, তারা নিজেরা উদ্যোগ নিচ্ছে না?'' যে জমি অধিগ্রহণের টাকা দিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র, অধিগ্রহণও হয়ে গিয়েছে, কিন্তু টাকা হস্তান্তর করা হয়নি, সেই জমি যত দ্রুত সম্ভব হস্তান্তর করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এ ক্ষেত্রে এসআইআর প্রক্রিয়ার অজুহাত দেওয়া চলবে না বলেও পর্যবেক্ষণ প্রধান বিচারপতির। জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে এখনও রাজ্য ক্যাবিনেটের অনুমোদন মেলেনি। সেই

বিষয়ে জাতীয় নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে আইন অনুযায়ী জরুরি ভিত্তিতে সীমান্তের জমি অধিগ্রহণ করা যায় কি না, সে বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের বক্তব্যের উপর মামলার শুনানি করবে আদালত। সব পক্ষকে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ২ এপ্রিল ফের শুনানি এই মামলার। অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী জানান, জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় যেহেতু এখানে জড়িয়ে রয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে জেলা কালেকটর সরাসরি আইন অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। মামলাকারীর পক্ষের আইনজীবী জানান, ২০১৩ সালের আইনের ৪০ ধারায় সেই সুযোগ রয়েছে। যেখানে জাতীয় নিরাপত্তা জড়িত, সেখানে জরুরি ভিত্তিতে জমি অধিগ্রহণ করতে এই আইন প্রয়োগ করা যায়। ২০১৬ থেকে কীভাবে ড্রাগের পাচার চলেছে তাও উল্লেখ করা হয় মামলায়। এডিশনাল সলিসিটর জেনারেল বলেন, ''একাধিকবার রাজ্যকে জানানো হয়েছে। তারপরও রাজ্য ক্যাবিনেট কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছয়নি।'' রাজ্যের আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, জোর করে জমি অধিগ্রহণ রাজ্যের বিরোধী। তাই এক্ষেত্রে সেকশন ৪০ লাগু করা হবে না। অত্যন্ত জরুরি পরিস্থিতি ছাড়া সেকশন ৪০ প্রয়োগ করা যায় না। রাজ্য জানায় যে সমস্ত জমির পেমেন্ট দেওয়া হয়ে গিয়েছে, সেই সব জমি ২০২৬-এর মার্চের মধ্যে সেই হস্তান্তরের কাজ সম্পন্ন করা হয়ে যাবে। দু-একটি জেলার ক্ষেত্রে এক-দু মাস সময় বেশি লাগতে পারে। এদিন রাজ্য জানায়, দক্ষিণ দিনাজপুরে মে মাসে, জলপাইগুড়িতে জুন মাসে ও মুর্শিদাবাদেও জুন মাসে জমি হস্তান্তর করা হবে।

আনন্দপুরকাণ্ডে শুভেন্দুর 'ম্যান মেড' তত্ত্ব, সরকারকে দায়ী করলেন বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারিঃ আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ড নিয়ে কাটাছেঁড়ার শেষ নেই। কেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটলেও দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু এত বড় ঘটনায় হাজির হলেন না? তাঁর বদলে সেখানে পৌঁছলেন বিদ্যুত মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস? এই নিয়ে প্রশ্ন চলছেই। এবার এই অগ্নিকাণ্ডে 'ম্যান মেড ট্রাজেডি'-র তত্ত্ব খাড়া করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, এটা কোনও দুর্ঘটনা নয়, এই সরকারের গাফিলতির ফল। অগ্নিকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিলেন বিরোধী দলনেতা। বিরোধী দলনেতার কথায়, 'এটা কোনও দুর্ঘটনা নয়। এই সরকারের গাফিলতির ফল। পূর্ব কলকাতার জলভূমির চরিত্র বদলে ফেলা হচ্ছে। রাজ্যে কারখানা বলে কিছু নেই। বেআইনি নির্মাণ রুখতে ব্যর্থ এই সরকার।' শুভেন্দু লিখেছেন, 'আনন্দপুরের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারানো নিরীহ শ্রমিকদের পরিবারগুলোর প্রতি আমি গভীর শোক ও আন্তরিক সমবেদনা জানাই। এখনও পর্যন্ত আট জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় ২০ জনেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন এবং অনেকের পরিচয় এখনও শনাক্ত করা যায়নি।'' বিরোধী দলনেতা নিজে নন্দীগ্রামের বিধায়ক। আর এই অগ্নিকাণ্ডে মৃত ও নিখোঁজের অধিকাংশই পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের বাসিন্দা। তিনি বলেন, ''নিহতদের অধিকাংশই ছিলেন অত্যন্ত তরুণ এবং তাঁদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তাঁদের বড় অংশই পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বাসিন্দা।'' তিনি আরও বলেন, 'এটি কোনও সাধারণ দুর্ঘটনা নয়। এটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের দীর্ঘদিনের গাফিলতি, অযোগ্যতা এবং শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ ব্যর্থতার সরাসরি পরিণতি। প্রশাসনিক নজরদারির অভাবের ফলেই নিয়ম-কানুন উপেক্ষিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত এমন ভয়াবহ প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।' তিনি আরও লেখেন, 'আনন্দপুরের নাজিরাবাদ এলাকায় এই মানবসৃষ্ট বিপর্যয় ঘটেছে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি অঞ্চলে, যেখানে বেআইনিভাবে জমির চরিত্র পরিবর্তন করে গত কয়েক বছরে একের পর এক অবৈধ শিল্প ইউনিট গড়ে উঠেছে। এই ইউনিটগুলি কোনও ধরনের নিয়ম-নীতি বা নিরাপত্তা মানদণ্ড না মেনেই সম্পূর্ণ অবাধে পরিচালিত হচ্ছিল।' শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, 'দাহ্য পদার্থে ভর্তি তালাবদ্ধ গুদামের ভেতরে মানুষ আটকে পড়েছিলেন। সেখানে কোনও জরুরি বেরনোর পথ ছিল না, সংকীর্ণ গলির কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হয়েছে এবং ছিল না কোনও অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা।

প্রশ্ন উঠছে-এটা কীভাবে সম্ভব হল? কলকাতার একেবারে উপকণ্ঠে, এত বিপজ্জনক গুদামে কীভাবে শ্রমিকদের রাত কাটাতে বাধ্য করা হল, অথচ কেউ কিছু জানল না?' শুভেন্দুর কথায়, '৩০ ঘণ্টারও বেশি সময় পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। যাঁর বাড়ি ওই এলাকা থেকে মাত্র এক ঘণ্টার দূরত্বে। অথচ তিনি নির্লজ্জভাবে প্রশ্ন তোলেন, কেন মানুষ গুদামের ভেতরে ছিল। লজ্জাজনক! প্রশ্ন তোলার বদলে তাঁর প্রশাসনের উচিত ছিল এর উত্তর দেওয়া। এই ঘটনার সম্পূর্ণ দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের উদাসীনতা, দুর্নীতি ও অপশাসনের ওপরই বর্তায়। এএমআরআই হাসপাতাল থেকে বড়বাজার, আর এবার আনন্দপুর-একটির পর একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে, অথচ কোনও শিক্ষা নেওয়া হচ্ছে না, কোনও দায়ও স্বীকার করা হচ্ছে না।' শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আমি বারবার বলেছি, এটি পশ্চিমবঙ্গে 'নো গভর্নমেন্ট'-এর প্রমাণ। যে সরকার অগ্নি নিরাপত্তা বিধি কার্যকর করতে পারে না, বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করতে পারে না কিংবা দুর্যোগের সময়ে সংবেদনশীলভাবে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়, সেই সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোনও নৈতিক অধিকার নেই।' অপরদিকে মন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, ''আমি নিজে খুব স্তম্ভিত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও খুব স্তম্ভিত। যাঁদের জন্য এই ঘটনা ঘটেছে তাঁরা তাঁদের দায় এড়াতে পারে না। আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। কেউ দোষী হলে তাঁকে শাস্তি পেতেই হবে।''

পা বাড়ালেই পোড়া হাড়! আনন্দপুরের জতুগৃহে নিখোঁজ অন্তত ২৫! মৃতদেহ নিয়ে শঙ্কায় পরিজনেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারিঃ আনন্দপুরের নাজিরাবাদের অগ্নিদগ্ধ কারখানায় মৃত্যুর হিসাব এখনও ধোঁয়াশায়। স্থানীয়দের দাবি, ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ২৫ জন নিখোঁজ। সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত তিনটি দেহ উদ্ধার করা গিয়েছে। কিন্তু অসমর্থিত সূত্রের দাবি, মৃতের সংখ্যা ৮। আরও অন্তত ১৭ জন নিখোঁজ। আশঙ্কা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে, নিখোঁজদের অনেকেরই হয়তো আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে। সেই আশঙ্কাকে আরও ভয়াল করে তুলছে উদ্ধারকারীদের অভিজ্ঞতা। অগ্নিদগ্ধ গোডাউনে উদ্ধারকাজ চালাতে গিয়ে দমকল কর্মীদের অনেকের পায়ে ঠেকছে পোড়া হাড়ের টুকরো! এক দমকলকর্মীর গলায় চাপা শিউরে ওঠা আতঙ্ক, এখনও উদ্ধারকাজ চলছে। পা ফেললেই কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগছে, দেখলে বোঝা যাচ্ছে, ওগুলো পোড়া হাড়। গোডাউনের ভিতরে এত তাপমাত্রা ছিল যে লোহার বিম পর্যন্ত গলে গিয়েছে। সেখানে চামড়া বা শরীর যে ছাই হয়ে যাবে, সেটাই স্বাভাবিক। এই পরিস্থিতিতে নিখোঁজদের দেহ আদৌ উদ্ধার করা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়েই তৈরি হচ্ছে গভীর সংশয়। এদিকে উদ্ধারকাজ দেরিতে শুরু হওয়া নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন স্থানীয়রা। তাঁদের প্রশ্ন, সময় থাকলেও কেন রাতেই উদ্ধার শুরু করা হল না? এই প্রসঙ্গে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর ব্যাখ্যা, এখানে যে নির্মাণ ছিল, তা কেটে কেটে অনেক জায়গায় ঢুকতে হয়েছে। পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল ছিল। রাতে গোডাউনের ভিতরে উত্তাপ ছিল অত্যধিক। সেই কারণেই রাতের বেলা উদ্ধারকাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় সূত্রে আগুন লাগার মুহূর্তের বর্ণনা আরও আতঙ্কজনক। রবিবার রাত দেড়টা। চারপাশ নিস্তব্ধ। আচমকাই আগুন লাগে পাশের একটি ডেকরেটার্স সংস্থার গুদামে। গুদামের গা ঘেঁষেই ছিল মোমো তৈরির কারখানা। মুহূর্তের মধ্যেই

আগুন ছড়িয়ে পড়ে সেখানে। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে তেল, গ্যাস ও বিপুল পরিমাণ দাহ্য সামগ্রী। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল। শুরু হয় প্রাণপণ লড়াই। কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে, আগুন ততই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। সোমবার দমকল আধিকারিকরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই গোডাউনে কোনও অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না। মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে এসে সেই কথাই কার্যত স্বীকার করেন দমকলমন্ত্রী। দগ্ধ গোডাউনের চারপাশ ঘুরে দেখার পাশাপাশি তিনি দমকলের ডিজি-র সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করা হবে এবং ফরেন্সিক তদন্তসহ সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। তবে সংশ্লিষ্ট গোডাউনের ফায়ার অডিট হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি। অডিট না হয়ে থাকলে কেন তা হয়নি, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। এই প্রসঙ্গেই সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নে কিছুটা বিরক্ত হতে দেখা যায় দমকলমন্ত্রীকে। জানা গিয়েছে, আগুনে ভস্মীভূত গোডাউনটি বহু বছর আগে তৈরি হয়েছিল এবং সেখানে কার্যকর অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। এমন পরিস্থিতিতে ফায়ার অডিট না হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলে মন্ত্রী কার্যত সংবাদমাধ্যমের ওপরই ক্ষুব্ধ হন। সুজিত বসুর বক্তব্য, কলকাতায় বহু পুরনো কারখানা ও গোডাউন রয়েছে, যার মধ্যে অনেকেই নিয়ম মেনে লাইসেন্স নিয়ে কাজ করছে, আবার অনেকে বেআইনিভাবেও পরিচালিত হচ্ছে। এই গোডাউনের ক্ষেত্রে ঠিক কী ধরনের কাগজপত্র ছিল, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে বেআইনি কিছু ধরা পড়লে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। আনন্দপুরের ঘটনায় তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ঘটনাস্থলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার কোনও চিহ্ন দমকল কর্মীরা পাননি। ফায়ার অডিট হয়েছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা হবে। এদিকে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, উদ্ধার হওয়া দেহ ও কঙ্কালগুলির পরিচয় নিশ্চিত করতে ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে। সম্ভাব্য নিহতদের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার ফলের সঙ্গে মিলিয়ে শনাক্তকরণের কাজ চলবে। সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই পরিবারগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে। ঘটনাস্থলে রাজনৈতিক উত্তেজনাও চোখে পড়ে। পরিদর্শনের সময় দমকলমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে 'গো-ব্যাক' স্লোগান ওঠে বিজেপির তরফে। তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পাল্টা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দার বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির মতো পরিস্থিতিও তৈরি হয় বলে অভিযোগ। সব মিলিয়ে নাজিরাবাদের অগ্নিকাণ্ড শুধুমাত্র একটি দুর্ঘটনা নয়, বরং শহরের পুরনো কারখানা ও গোডাউনগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল বলে মত বিভিন্ন মহলের।

কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার নিয়ে সংসদে আলোচনা প্রয়োজন, দাবি তৃণমূলের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারিঃ আইপ্যাক আঁচ এবার পড়তে চলেছে সংসদেও। বাজেট অধিবেশনে নির্বাচনমুখী রাজ্যে কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার নিয়ে আলোচনার দাবি জানাল তৃণমূল। একইসঙ্গে ফের এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবি তোলা হয়েছে। যে ভাবে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, সেই বিষয় সংসদে তুলে ধরতেই আলোচনা চায় তৃণমূল। সর্বদল বৈঠকে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করলেন লোকসভা এবং রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায় এবং সাগরিকা ঘোষ। জানা যাচ্ছে, এছাড়াও কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ইস্যু হতে চলেছে তৃণমূলের অন্যতম হাতিয়ার। অধিবেশনে বিরোধীদের পর্যাপ্ত সময় দিয়ে বলার সুযোগ দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। যদিও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরন রিজিজু জানিয়ে দিয়েছেন, বাজেট অধিবেশনে মূল ফোকাস থাকবে বাজেটের উপরই। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি, তৃণমূলের ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাক ও তার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিল ইডি। তবে অফিস এবং প্রতীকের বাড়ি দু'জায়গাতেই পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইডি অভিযোগ করে, মুখ্যমন্ত্রী তদন্তের সঙ্গে জড়িত যাবতীয় তথ্য নিয়ে চলে এসেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির অভিযোগ, তারা হাওয়ালা সংক্রান্ত নানা বিধ তদন্তের জন্যই এসেছিল সেখানে। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই তদন্ত সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য নিয়ে চলে গিয়েছেন।

মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভারতের ৭৭ তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া,২৭ জানুয়ারিঃ বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের অন্তর্গত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বণিতাদের নিয়ে যথেষ্ট উসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ভারতের ৭৭ তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হচ্ছে।গত ২৬ শে জানুয়ারি সকাল সাতটায় জাতীয় পতাকা ও বিপ্লবীদের ফটো সহযোগে প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দের নেতৃত্বে প্রভাত ফেরী অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। প্রভাত ফেরী অনুষ্ঠানের শেষে বিদ্যালয় ফিরে এসে শহিদ বেদীর সামনে সকলে বৃত্তাকারে দাঁড়ালেন। এরপর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা দেবলীনা ঘোষাল মহাশয়া শহিদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। তারপর সহকারী শিক্ষক মাননীয় পার্থ মালগোপ মহাশয় শহিদ বেদীতে মাল্যদান করেন। সব শেষে সমবেত কন্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান যে, ২৬ শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস- ভারতের অন্যতম জাতীয় দিবস। প্রতিবছর ছাত্রছাত্রীদের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়।আজকের দিনে মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাইল্ড ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের কন্ঠে শোনা গেল-হাসিতে হাসিতে দেশের লাগি গলায় যারা পরিলেন ফাঁসি,বীর শহীদদের আত্ম বলিদানদেশকে করিল স্বাধীন।আমরা তাঁদের স্মরণ করি,আমরা ছাত্র-ছাত্রী।

জয়নগর-১ নং বি.ড়িও অফিসে ভোটার দিবস উদ্‌যাপন করেন

কে.কে.সাহা,দঃ ২৪ পরগণা ২৭ জানুয়ারিঃ দক্ষিণ পরগনা দেজালর জয়নগর-১ বি.ড়ি.ও অফিস প্রাঙ্গনে গত রবিবার অনুষ্ঠিত হল জাতীয় ভোটার দিবস। উপস্থিত ছিলেন জয়নগর-১ বি.ড়ি.ও। শুভদ্বীপ দাস, জয়েন্ট বিডিও বিদ্যুৎ খাঁ, নিমাই বিশ্বাস, সুবল দাস সহ আরও অনেকে। সাংস্কৃতিক মনোরম গান, আবৃত্তি,নাচ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গত রবিবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত চলেছিল।

এসআইআর শুনানিতে ডাক, পথ অবরোধ শিলিগুড়ির তিনবাতি মোড়ে

শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি ঃ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) এর শুনানির ডাক পেয়ে ক্ষোভে পথ অবরোধ করলেন স্থানীয়দের একাংশ। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির তিনবাতি মোড়ে পথ অবরোধে সামিল হন ফুলবাড়ি এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পথ অবরোধ তুলে দেয়। তৃণমূলের পতাকা হাতে নিয়ে এখানে চলে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ। স্থানীয়দের অভিযোগ, এসআইআর সংক্রান্ত নানা জটিলতা ও প্রশাসনিক অসহযোগিতার কারণে সাধারণ মানুষকে অযথা হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। সেই ক্ষোভ থেকেই তাঁরা অবরোধের পথ বেছে নেন জানিয়েছেন তাঁরা। হঠাৎ এই বিক্ষোভ শুরু হওয়ায় রাস্তায় আটকে পড়ে যানবাহন, ফলে পথচলতি মানুষ বিপাকে পড়নে বলে জানান।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

পরিশোধন ক্ষমতার দিক থেকে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয়ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ জানুয়ারি ঃ পরিশোধন ক্ষমতার দিক থেকে আমরা বিশ্বে দ্বিতীয়, এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে তিনি বলেন যে, শীঘ্রই বিশ্বের এক নম্বরে উঠে আসবে ভারত। মঙ্গলবার ভার্চুয়ালি ইন্ডিয়া এনার্জি ইউকে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, গত সোমবার, ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যাকে সকল চুক্তির জননী হিসেবে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হয়। এই যুগান্তকারী চুক্তি ভারতের ১.৪ বিলিয়ন মানুষ এবং ইইউ জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য উল্লেখযোগ্য সুযোগ তৈরি করে। অর্থনীতির বাইরে, এই চুক্তি গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনের প্রতি আমাদের যৌথ প্রতিশ্রুতিকেও পুনর্ব্যক্ত করে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইইউর সঙ্গে এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি

ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংস্থার (ইএফটিএ) সদস্যদের সঙ্গে বিদ্যমান চুক্তিগুলির পরিপূরক হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের তেল পরিশোধন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য, বর্তমানে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এবং শীঘ্রই শীর্ষস্থান দখল করতে চলেছে। আমাদের বর্তমান তেল পরিশোধন ক্ষমতা প্রায় ২৬০ এমএমটিপিএ এবং আমরা এটি ৩০০ এমএমটিপিএ-তে উন্নীত করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছি। এই উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা বিনিয়োগ কারীদের জন্য একটি বড় সুবিধা। অন্যদিকে ইন্ডিয়া এনার্জি উইক দ্রুত বৈশ্বিক মঞ্চ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, ইন্ডিয়া এনার্জি উইক দ্রুত জ্বালানি ক্ষেত্রে সংলাপ ও পদক্ষেপের জন্য একটি বৈশ্বিক মঞ্চ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এখন ভারত জ্বালানি শিল্পের জন্য প্রচুর সুযোগের ভূমি। বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি হিসেবে, আমাদের জ্বালানি পণ্যের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও ভারত বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটাতে সেরা কিছু সুযোগ প্রদান করে।প্রধানমন্ত্রী মোদী মঙ্গলবার ভার্চুয়ালি ভারত এনার্জি উইক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। তিনি এও বলেন, আমরা এখন পেট্রোলিয়াম পণ্যের শীর্ষ রফতানিকারকদের মধ্যে রয়েছি, বিশ্বব্যাপী ১৫০ টিরও বেশি দেশে সরবরাহ করি। এই ক্ষমতা ভারতকে জ্বালানি চাহিদার জন্য একটি মূল্যবান অংশীদার হিসাবে স্থান দেয়। অতএব, ভারত এনার্জি উইক এই ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতা অন্বেষণের জন্য আদর্শ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ভারত বৈশ্বিক চাহিদা মেটাতেও চমৎকার সুযোগ প্রদান করে। এখন আমরা বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি পেট্রোলিয়াম পণ্য রফতানিকারক দেশের মধ্যে রয়েছি। আমাদের রফতানি ১৫০ টিরও বেশি দেশে বিস্তৃত ভারতের এই ক্ষমতাগুলি অনেক কাজে লাগবে। অতএব, এনার্জি উইকেএএই প্ল্যাটফর্মটি আমাদের অংশীদারিত্ব অন্বেষণ করার জন্য উপযুক্ত জায়গা।

ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মন্তব্য করার কোনও অধিকার পাকিস্তানের নেইঃপি হরিশ

নিউইয়র্ক, ২৭ জানুয়ারি ঃ ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মন্তব্য করার কোনও অধিকার পাকিস্তানের নেই, রাষ্ট্রসঙ্ঘে জানিয়ে দিলেন পি হরিশ। রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পারভাতানেনি হরিশ বলেছেন, আমি এখন নিরাপত্তা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য পাকিস্তানের প্রতিনিধির মন্তব্যের জবাব দিচ্ছি, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আমার দেশ ও আমার জনগণের ক্ষতি করা। তিনি গত বছরের মে মাসে পরিচালিত 'অপারেশন সিঁদুর' সম্পর্কে একটি মিথ্যা এবং স্বার্থপর বিবরণ দিয়েছেন। ৯ মে পর্যন্ত পাকিস্তান ভারতকে আরও হামলার হুমকি দিচ্ছিল। কিন্তু, ১০ মে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী সরাসরি আমাদের সামরিক বাহিনীকে ফোন করে যুদ্ধ বন্ধ করার

জন্য অনুরোধ করে। ভারতীয় অভিযানের ফলে পাকিস্তানের একাধিক বিমান ঘাঁটির যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, যার মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত রানওয়ে এবং পুড়ে যাওয়া হ্যাঙ্গারের ছবিও রয়েছে, তা এখন সর্বজনবিদিত।পি হরিশ আরও বলেন, আমরা পাকিস্তানের প্রতিনিধির কাছ থেকে 'নতুন স্বাভাবিক পরিস্থিতি' সম্পর্কে কথা শুনেছি। আমি আবারও পুনর্ব্যক্ত করতে চাই, সন্ত্রাসবাদকে কখনোই স্বাভাবিক করা যায় না, যেমনটা পাকিস্তান করতে চায়। রাষ্ট্রীয় নীতির হাতিয়ার হিসেবে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদের ক্রমাগত ব্যবহার সহ্য করাটা স্বাভাবিক নয়। এই পবিত্র কক্ষটি পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদকে বৈধতা দেওয়ার একটি ফোরামে পরিণত হতে পারে না। ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মন্তব্য করার কোনও অধিকার পাকিস্তানের নেই। জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটি ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং সর্বদা থাকবে। ভারত ৬৫ বছর আগে সদিচ্ছা, সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বের চেতনায় সিন্ধু জল চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। সাড়ে ছয় দশক ধরে পাকিস্তান ভারতের উপর তিনটি যুদ্ধ চাপিয়ে এবং হাজার হাজার সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে এই চুক্তির চেতনা লঙ্ঘন করেছে। পাকিস্তান-পৃষ্ঠপোষক সন্ত্রাসী হামলায় হাজার হাজার ভারতীয় প্রাণ হারিয়েছে। ভারত অবশেষে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে, যতক্ষণ না সন্ত্রাসবাদের বৈশ্বিক কেন্দ্রবিন্দু পাকিস্তান বিশ্বাসযোগ্যভাবে এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে আন্তঃসীমান্ত এবং অন্যান্য সকল প্রকার সন্ত্রাসবাদের প্রতি তার সমর্থন বন্ধ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই চুক্তি স্থগিত রাখা হবে। পাকিস্তানকে আইনের শাসন সম্পর্কে আত্মবিশ্লেষণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বলে খবর সূত্র জানা গিয়েছে।

ফ্রান্সের প্রথম হিন্দু মন্দির নির্মাণে ভারত থেকে পৌঁছল প্রথম পাথর

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ২৭ জানুয়ারিঃ ফ্রান্স ও ভারতের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের ইতিহাসে আজ তৈরি হল এক মাইলস্টোন। বুসি-সাঁ-জর্জে যে নতুন হিন্দু মন্দির তৈরি হতে চলেছে, তার জন্য ভারত থেকে প্রথম পাথরপৌঁছল প্যারিসে। এই পাথরেই ফ্রান্সে প্রথম হিন্দু মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হবে। প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন হয়ে উঠবে এই মন্দির। ভারত থেকে এই পাথর পাঠিয়েছে বিএপিএস স্বামীনারায়ণ সংস্থা। ভারত থেকে পাঠানো ওই পাথরগুলি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। এগুলি শতাব্দীপ্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন। ভারতের দক্ষ শিল্পীদের হাতে খোদাই করা হয়েছে এগুলি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা প্রাচীন শিল্পকলার ব্যবহার রয়েছে ওই সব পাথরে। ফ্রান্সে শিল্পী ও ফরাসি শিল্পীরা একসঙ্গে কাজ করবেন। নোতর-দাম ক্যাথিড্রাল পুনরুদ্ধার প্রকল্পে যারা যুক্ত ছিলেন সেই কারিগররাও কাজ করবেন এবার। এই মন্দির প্রকল্পের উদ্দেশ্য বৃহত্তর। উপাসনার পাশাপাশি সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে চর্চার সুযোগ তৈরি হবে। ভারত ও ফ্রান্সের বন্ধুত্বের এক স্থায়ী প্রতীক হিসেবে থাকবে ওই মন্দির। এদিনের অনুষ্ঠানে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এই প্রকল্পের তাৎপর্য বর্ণনা করেন। মন্দির নির্মাণ প্রকল্পের সিইও এবং বিএপিএস ইউকে ও ইউরোপের ট্রাস্টি সঞ্জয় কারা বলেন, ''ভারত থেকে আসা প্রথম পাথর এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। প্রতিটি পাথরই ঐতিহ্য বহন করছে। পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতার মাধ্যমে ভারতীয় ঐতিহ্য ও ফরাসি শিল্পের মিলন ঘটছে। মহন্ত স্বামী মহারাজের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, এই প্রকল্পের অংশ হতে পেরে আমি গর্বিত। এটি এমন একটি মন্দির হয়ে উঠবে, যা শুধু উপাসনালয় নয়, বরং সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সম্প্রীতির কেন্দ্র হিসেবে বৃহত্তর কাজ করবে।''

বিধানসভার আসন্ন অধিবেশনের দিনক্ষন পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭জানুয়ারিঃএস আই আর আবহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির দিল্লি সফরের জেরে বিধানসভার আসন্ন অধিবেশনের দিনক্ষন পরিবর্তন করা হয়েছে। আগে আগামী ৩১ জানুয়ারি থেকে অধিবেশন শুরুর কর্মসূচী ঠিক থাকলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। বিধানসভার সচিবালয় সূত্রে জানা গিয়েছে আগামী শনিবারের পরিবর্তে অধিবেশন শুরু হবে আগামী তেসরা ফেব্রুয়ারি। যেহেতু এই বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন, তাই রাজ্য সরকার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে পারবে না। পরিবর্তে ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করা হবে। পরিবর্তিত সময়সূচি অনুযায়ী, তেসরা ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। প্রথা মেনে প্রথম দিন শোকপ্রস্তাব পাঠের পর অধিবেশন মুলতবি হয়ে যাবে। এর পরের দিন, অর্থাৎ চৌঠা ফেব্রুয়ারি শবে বরাতের জন্য বিধানসভা ছুটি থাকবে। পাঁচই ফেবয়ারি রাজ্য সরকারের তরফে বিধানসভায় ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করা হবে।পরদিন ৬ ফেব্রুয়ারি অধিবেশনের কাজ চলবে এবং বাজেটের ওপর আলোচনা হতে পারে। এরপর সাত ও আট ফেব্রুয়ারি শনি ও রবিবারের সাপ্তাহিক ছুটি থাকবে। সবশেষে ৯ ফেব্রুয়ারি অধিবেশনের শেষদিন হতে পারে বলে খবর সূত্রে জানানো হয়েছে।

নবনির্মিত সিরিটি মহাশ্মশানের ভার্চুয়াল উদ্বোধন

কলকাতা,২৭জানুয়ারিঃ পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও ধর্মঘট বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যে রাজ্যে শিল্পের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জানিয়েছেন। নবান্ন সভাঘর থেকে তিনি ওয়াটগঞ্জের দইঘাটে নতুন একটি শ্মশানের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন এবং নবনির্মিত সিরিটি মহাশ্মশানের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন। ধর্মঘট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাজ্যে এখন আর কোন কর্মদিবস নষ্ট হয় না বলে তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিল্পপতিদের জানিয়েছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছেন। রাজ্য সরকারের এই নীতিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হয়েছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানান।

'আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই, আমাদের আরও কাজ করে যেতে হবে।' সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে হাওড়া জেলার উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে মন্তব্য জেলাশাসকের

সৌমেন আদক,হাওড়া,২৭ জানুয়ারিঃ'আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই, আমাদের আরও কাজ করে যেতে হবে।' সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে হাওড়া জেলার উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে মন্তব্য জেলাশাসকের। গত সোমবার হাওড়ার শিবপুর পুলিশ লাইন ময়দানে দেশের ৭৭তম সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে ওই মন্তব্য করেন হাওড়ার জেলাশাসক ড. পি দীপাপপ্রিয়া। এদিন তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সমবেত বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ ও হাওড়াবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। কুচকাওয়াজে বিভিন্ন দপ্তরের সুসজ্জিত ট্যাবলো প্রদর্শিত হয়। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গান ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের সুপার সুবিমল পাল সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন কুচকাওয়াজের পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কুচকাওয়াজে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খতিয়ান তুলে ধরে বেশ কয়েকটি সুদৃশ্য ট্যাবলো অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী সহ বিভিন্ন দফতরের ট্যাবলো কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে এদিন অংশ নেয়। এদিন হাওড়ার জেলাশাসক ড. পি দীপাপপ্রিয়া বলেন, 'সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে আমাদের জেলাও উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, শিক্ষাশ্রী, সবুজ সাথী, লক্ষীর ভান্ডার, খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী প্রমুখ সরকারি প্রকল্পের রূপায়ণে এই জেলা নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে। মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য

রয়েছে কন্যাশ্রী প্রকল্প, সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে ঐক্যশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে স্কলারশিপের ব্যবস্থা। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে সবুজসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে সাইকেল বিতরণ। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে ট্যাব প্রদান। শুধু তাই নয়, আর্থিকভাবে অনগ্রসর মহিলাদের জন্য ২০২১ সাল থেকে শুরু হয়েছে লক্ষীর ভাণ্ডার প্রকল্প যেখানে ১,০০০ টাকা মাসিক অনুদান প্রদান করা হয়।' এদিন জেলার উন্নয়নের কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরে জেলাশাসক বলেন, '(১) সম্প্রতি হাওড়ার শর সদনে আয়োজিত সিনার্জীতে আগামী ২ বছরের মধ্যে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পে প্রায় দশ হাজার তিনশ সাতান্ন কোটি কুড়ি লক্ষ (১০,৩৫৮.২০ কোটি) টাকার বিনিয়োগ হতে চলেছে। এর ফলে প্রায় একান্ন হাজার সাতশ চব্বিশ (৫১,৭২৪) জনের কর্ম সংস্থান হতে চলেছে এই জেলায়। চলতি আর্থিক বছরে এম. এস. এমই ক্ষেত্রে ইতি মধ্যেই আট হাজার ছয়শ ষাট কোটি ছাপান্ন লক্ষ (৮৬৬০.৫৬) টাকা ঋণ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। জেলায় অনেক বড়ো, ছোট ও মাঝারি শিল্প তৈরি হয়েছে। যার মাধ্যমে জেলার প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়া আরও ১৪টি প্রোজেক্ট এর কাজ জেলা জুড়ে চলছে, যার মাধ্যমে আগামী দিনে আরও প্রচুর সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হতে চলেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বালিটিকুরি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উলুবেড়িয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রিজেক্ট এস.এম.ই ইত্যাদি। (২) বাংলার বাড়ি প্রকল্পে প্রথম পর্যায় জেলার ২২,৫৯৫ টি পরিবারকে টাকা দেওয়া হয়েছে। খরচ হয়েছে মোট ২৬৮.০২৬ কোটি টাকা। শুধু তাই নয় গীতাঞ্জলি প্রকল্পেও এই জেলার ১৩১২৮ টি পরিবার বাড়ি পেয়েছে। (৩) গ্রাম ও শহরে সাক নির্মাণের জন্য পথশ্রী রাস্তাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে, গ্রামীণ এলাকায় ৯২৪ কিলোমিটার ও শহরাঞ্চলে ২৩৫ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪১টি রাস্তা প্লাস্টিক বর্জের মাধ্যমে তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জেলা জুড়ে প্রায় ২০০০ কিলোমিটার রাজ্য সড়ক, গ্রামীণ ও অন্যান্য রাস্তা নির্মাণ হয়েছে। (৪) শহর ও গ্রামীণ এলাকা মিলে প্রায় এক হাজার ছয়শ (১৬০০)টি আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবির হাওড়া জেলায় হয়েছে। এই শিবিরের মাধ্যমে ২৯,০৪১টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। (৫) জল স্বপ্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ৫৯. ৬৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৯২.৭৫ শতাংশ মানুষের কাছে ইতিমধ্যেই নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছে গেছে। (৬) জেলায় চলতি অর্থবর্ষে আট হাজার পাঁচশ ছিয়ানব্বই (৮,৫৯৬) জনকে জাতিগত সার্টিফিকেট প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। উৎকর্ষ বাংলার মাধ্যমে প্রচুর সংখ্যক যুবক যুবতীদের শিল্পক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। মেয়েদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে আনন্দধারা প্রকল্পে ঋণ দিয়ে নানারকম ব্যবসা করার জন্য উসাহ দেওয়া হচ্ছে। এই জেলার উল্লেখযোগ্য হস্তশিল্পগুলি হল জরি, এমব্রয়েডরি, বাটিক্ ফেব্রিক পেন্টিং, কাঁথা স্টিচ, ফ্যাশন জুয়েলারি ইত্যাদি। এইগুলোর মান উন্নয়নের জন্য সরকারি স্তরে বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে বিভিন্ন মেলায় হস্তশিল্পীদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়াও আর্টিজেন ফিনান্সিয়াল বেনিফিটস কিমের মাধ্যমে হস্তশিল্পীদের বিভিন্ন প্রকার টুল কিটস কেনার অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। পর্যটন ক্ষেত্রেও এই জেলা পিছিয়ে নেই। গড়চুমুক পুরনো বাংলোর দ্বিতল নির্মাণ, আনন্দ নিকেতন কীর্তি শালার উন্নতিকরণ, ৫৮ গেট থেকে গড়চুমুক নিউ বাংলো পর্যন্ত রাস্তার উন্নতি করণ ইত্যাদি নানা প্রকার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। আমাদের আরও কাজ করে যেতে হবে এই কথা তিনি বলেন আজকের এই অনুষ্ঠানের দিনে।

বুধে শুরু বাজেট অধিবেশন, মঙ্গলে সর্বদলীয় বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি ঃ বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। তার আগে মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা প্রমুখ সর্বদলীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, বুধবার, ২৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট আগামী ১ ফেব্রুয়ারি পেশ করা হবে, যা এবার রবিবার প।ছে। সংসদের বাজেট অধিবেশন এই মাসের ২৮ তারিখ থেকে শুরু হবে এবং ২ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে।এবার দুই পর্বে হবে সংসদের বাজেট অধিবেশন। বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্ব ২৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এবং দ্বিতীয় পর্ব ৯ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ২ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে খবর সূত্র জানা গিয়েছেআজ।

দেশজুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘট, এটিএম পরিষেবা বন্ধে গ্রাহক ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি ঃ প্রতি সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজের নিয়ম চালু করার দাবিতে মঙ্গলবার দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক ধর্মঘট। এটিএম পরিষেবা বন্ধে গ্রাহকরা ভোগান্তির মুখে পড়েছেন। যেহেতু এটিএমগুলির কর্মীরাও ধর্মঘটে শামিল হয়েছেন। মঙ্গলবার সারা দেশেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘট চলছে। যার ফলে ব্যাঙ্কিং পরিষেবায় বড়সড় ব্যাঘাত ঘটেছে।'ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন'-এর ডাকা এই ধর্মঘটের মূল দাবি হল সপ্তাহে ৫ দিন কাজের দিন চালু করা। এদিন সকাল থেকেই একাধিক ব্যাঙ্কের

সামনে কর্মীদের ধর্না দেন। সপ্তাহে ৫ দিন কর্মদিবসের দাবিতে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের সর্বাত্মক প্রভাব দেখা গিয়েছে বাঁকুড়ায়। বন্ধ সমস্ত ব্যাঙ্কের দরজা, বন্ধ এটিএম, স্টেট ব্যাঙ্কের সামনে বিক্ষোভ অবস্থানে বসেন কর্মী-আধিকারিকরা। রাজ্যের অন্যত্রও ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের প্রভাব দেখা গিয়েছে।

সামাজিক মাধ্যম থেকে এক সপ্তাহের বিরতি নিলেন করণ জোহর

মুম্বই, ২৭ জানুয়ারি ঃ বলিউডের পরিচালক ও প্রযোজক করণ জোহর সামাজিক মাধ্যমে তাঁর সক্রিয় উপস্থিতির জন্য পরিচিত। সেই তিনিই হঠাই গত সোমবার রাতে নিলেন এক অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত। জানালেন, এক সপ্তাহের জন্য ডিজিটাল জগত থেকে বিরতি নিচ্ছেন। সেটাও জানিয়েছেন সামাজিক মাধ্যমেই।করণ জোহর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন, ''ডিজিটাল ডিটক্স এক সপ্তাহের জন্য! কোনও অনর্থক স্ক্রলিং নয়, কোনও বার্তার উত্তর নয়, কোনও পোস্ট নয়! এই সময় ইউনিভার্স আমাকে ধৈর্য রাখার শক্তি দিক!''করণ জোহরের এই হালকা মেজাজের ঘোষণা সামাজিক মাধ্যমে তোলপাড় ফেলে দিয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে সক্রিয় থাকা এই চলচ্চিত্র পরিচালক-প্রযোজক প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত ভাগ করে নিতেন অনুগামীদের সঙ্গে-নিজের নতুন প্রকল্প থেকে ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত, সবই।যদিও এই বিরতি মাত্র এক সপ্তাহের জন্য। তাঁর অনুরাগীরা এই সিদ্ধান্তে অবাক হলেও আশ্বস্ত কারণ, করণের সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমের সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ যে তিনি খুব শীঘ্রই আবার ফিরে আসবেন বলেন জানা গিয়েছে।

যমুনায় মিশছে বিষাক্ত জল, রাতের অন্ধকারে শিল্প-বর্জ্য ফেলার অভিযোগ

পানিপত, ২৭ জানুয়ারি ঃ যমুনা নদীর জল ক্রমেই ভয়াবহ দূষণের মুখে পড়ছে। হরিয়ানা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, রাজ্যের নয়টি জেলা দিয়ে প্রবাহিত ১১টি নিকাশির মাধ্যমে রাসায়নিকযুক্ত বর্জ্য জল সরাসরি যমুনায় মেশানো হচ্ছে। এর মধ্যে পানিপতের নিকাশি নম্বর-২ সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছেছে, যা সরাসরি ভূগর্ভস্থ জলকেও দূষিত করছে।পর্ষদের তদন্তে নালা নম্বর-২-এর ধারে ৫১টি অবৈধ নিষ্কাশন পয়েন্ট চিহ্নিত হয়েছে, যেখান দিয়ে বিভিন্ন কারখানা থেকে রাসায়নিক বর্জ্য নালায় ফেলা হচ্ছে। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ট্র্যাক্টর ও ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে এই বর্জ্য জল ছাড়ছে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি। এই নিকাশিটি রসলাপুর এবং সানাউলি হয়ে সরাসরি যমুনা নদীতে

মিশেছে।এই দূষণের প্রভাব আশপাশের গ্রামগুলিতে স্পষ্ট। হ্যান্ডপাম্প ও নলকূপ থেকে রঙিন জল বেরোচ্ছে, যা আর পানযোগ্য নয়।মঙ্গলবার দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের পানিপত শাখার এক আধিকারিক জানান, চিহ্নিত ৫১টি অবৈধ পয়েন্ট স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হবে। পাশাপাশি, এই অবৈধ নিষ্কাশনে সহায়তাকারীদের শনাক্ত করা হবে। রাতের নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে এবং বর্জ্য ফেলা ট্যাঙ্কারগুলির বিরুদ্ধে কঠোর জরিমানা আরোপ করা হবে।

২০৩০ সালের ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনাল স্পেনে অনুষ্ঠিত হবেঃআরএফইএফ সভাপতি লুজান

বার্সিলোনা, ২৭ জানুয়ারিঃ রয়্যাল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি সোমবার জানিয়েছেন, ২০৩০ বিশ্বকাপের ফাইনাল স্পেন আয়োজন করবে।স্পেন, পর্তুগাল এবং মরক্কো যৌথভাবে আয়োজিত টুর্নামেন্টের নির্ণায়ক ম্যাচটি কোথায় আয়োজনের পরিকল্পনা করছে তা ফিফা এখনও জানায় নি। তবে রাফায়েল লুজান একটি সাংবাদিক সম্মেলন সাংবাদিকদের বলেছেন যে শিরোপা ম্যাচটি স্পেনে হবে, যদিও তিনি কোনও শহর বা ভেন্যুতে খেলা হবে তা নির্দিষ্ট করেননি।স্পেন বিশ্বকাপের নেতৃত্ব দেবে এবং ফাইনাল এখানেই অনুষ্ঠিত হবে, লুজান গত সোমবার বলেছেন, বিস্তারিত কিছু না বলে।রিয়াল মাদ্রিদের সম্প্রতি সংস্কার করা সান্তিয়াগো বার্নাব্যু স্টেডিয়ামকে স্প্যানিশ মিডিয়া দীর্ঘদিন ধরে ফাইনালের ভেন্যু হিসেবে প্রচার করে আসছে, কিন্তু সম্প্রতি এমন খবর প্রকাশিত হয়েছে যে মরক্কো এই ম্যাচটি আয়োজন করতে পারে।মরক্কো আশা করছিল যে

২০২৮ সালে পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর ১,১৫,০০০ ধারণক্ষমতা সম্পন্ন বিশ্বের বৃহত্তম ফুটবল স্টেডিয়ামে ফাইনাল করবে।কিন্তু এই মাসে আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসের একটি বিশৃঙ্খল ফাইনাল মরক্কোর উপর খারাপ প্রভাব ফেলে এবং এর ফলে দেশটি বিশ্বকাপ ফাইনাল আয়োজনের সুযোগ হারাতে পারে।বার্সেলোনা তাদের ক্যাম্প ন্যু স্টেডিয়ামটিও সংস্কার করেছে এবং ফাইনালের জন্যও দরপত্র আহ্বান করতে পারে।২০৩০ বিশ্বকাপে ল্যাটিন আমেরিকার দেশ উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা এবং প্যারাগুয়েও টুর্নামেন্টের শতবর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে একটি করে ম্যাচ আয়োজন করবে বলে জানান।

রাশিফল

মেষঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি উৎসাহ এবং নতুন শক্তিতে ভরপুর একটি দিন হতে চলেছে। আপনি আপনার সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন ধারণার উপর কাজ করতে পারেন। আপনার লক্ষ্যের প্রতি দৃঢ় থাকুন এবং কঠোর পরিশ্রম করুন, সাফল্য আপনার কাছাকাছিই রয়েছে। অর্থের উন্নতি।
বৃষঃ আপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। বিপরীত লিঙ্গের কোনও নেটিভের সহায়তায় আজ আপনি ব্যবসা বা চাকরিতে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। আপনি আপনার ঘরের পরিবেশে কোন পরিবর্তন করার আগে অন্যদের সম্মতি পেয়েছেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন।
মিথুনঃজাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চমৎকার দিন হবে। আপনার চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য এটিই সঠিক সময়। আপনি দ্রুত নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে এবং নতুন সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হবেন।
কর্কট রাশি ঃআপনার ব্যাধি অসুখীর কারণ হতে পারে। পরিবারে সুখ ফিরিয়ে আনতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা অতিক্রম করার চেষ্টা করুন। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি হবে।
সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি আত্মবিশ্বাস এবং শক্তিতে ভরপুর একটি দিন হবে। শুভদিন।
কন্যা ঃ অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। আপনি যদি ছাত্র হন এবং বিদেশে পড়াশোনা করতে চান তবে ঘরে বসে আর্থিক সঙ্কট আপনাকে আজ বিরক্ত করতে পারে। বিবাহের যোগ
তুলাঃ জাতক জাতিকারা মানসিক এবং আবেগগত ভাবে শক্তিশালী অনুভব করবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হবে, যা আপনার কাজকে আরও সহজ করে তুলবে। আপনার চিন্তাভাবনায় স্বচ্ছতা থাকবে, যা আপনাকে।
বৃশ্চিকঃ আপনার রসালো বোধ কাউকে এই দক্ষতা বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করবে কারণ আপনি তাকে বোঝাতে সক্ষম হবেন যে সুখ দখল করার জিনিস নয় এটি আমাদের ভেতরে থাকে। শুভদিন।
ধনুঃ জাতক জাতিকারা ইতিবাচক শক্তি এবং নতুন সুযোগের সন্ধান পাবেন। এই দিন আপনি আপনার ধারণা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার একটি দুর্দান্ত সুযোগ পাবেন।
মকরঃনিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু একই সময়ে এটিকে ভয়, ঘৃণা, হিংসা এবং প্রতিশোধের মত নেতিবাচক অনুভূতিগুলি ছাড়তে প্রস্তুত করে। সংসারে শান্তি আসবে।
কুম্ভঃ জাতক জাতিকাদের জন্য ইতিবাচক শক্তিতে ভরপুর দিন হবে। আপনার চিন্তাভাবনায় স্বচ্ছতা ও সৃজনশীলতা থাকবে, যা আপনাকে আপনার পরিকল্পনা গুলোকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। বিদেশ যাত্রা শুভ।
মীনঃ সন্ধ্যাবেলায় একটু আরাম করুন। অতীতে যে সমস্ত লোকেরা তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেছিল তারা আজ সেই বিনিয়োগ থেকে উপকৃত হতে পারে। পারিবারিক দিক সুখী এবং স্বচ্ছ ন্দ বলে মনে হচ্ছে না। অতীতের সুখস্মৃতি আপনাকে ব্যস্ত করে রাখবে। কর্মক্ষেত্রে এই দিনটা আপনার হতে চলেছে! সন্তান হতে পারে আজ।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আরও কমে গেল শীতের আমেজ। মঙ্গলবার সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের প্রভাব উধাও হয়ে যায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী সাত দিনে পশ্চিমবঙ্গের কোথাও তাপমাত্রায় বড়সড় হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে কিছু কিছু জেলায় কুয়াশার সম্ভাবনা থাকবে।মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৪ ডিগ্রি বেশি। আগামী কয়েকদিন কুয়াশা থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে। উত্তরবঙ্গে কুয়াশার দাপট চলবে আগামী চার দিন। উত্তরের সব জেলাতেই কম-বেশি কুয়াশা থাকবে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত রাতে ও ভোরেই মৃদু ঠান্ডা অনুভূত হবে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৯ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪২ শতকরা হতে পারে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫২মিনিট এবং ১০রাত ৫০টা। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫০মনিট এবং রাত ০২টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ২১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২২মনিটে হতে পারে।

কলকাতা | **মহানগরের খবর**

আধ্যাত্মিকতা ও আধুনিকতার অনন্য মহীরুহ, কর্মযোগী শ্রী ডঃ প্রকাশনাথ স্বামীজী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি ঃ ভারতের আধ্যাত্মিক মানচিত্রে কর্ণাটকের আদিচুঞ্চনগিরি মঠ এক অতি পরিচিত নাম। কিন্তু এই মঠের ঐতিহ্যকে কেবল আধ্যাত্মিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে শিক্ষা এবং আধুনিক সমাজসেবার এক মহীরুহে পরিণত করার পেছনে যাঁর অবদান অনস্বীকার্য, তিনি হলেন শ্রী ডঃ প্রকাশনাথ স্বামীজী। কেবল গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী নন, তিনি একাধারে একজন দক্ষ প্রশাসক, শিক্ষাবিদ এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে পারদর্শী এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন যেন ' এক জীবন্ত উদাহরণ। ১৯৬৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কর্ণাটকের ভদ্রাবতীর নিকটবর্তী এক পুণ্যভূমিতে এক সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্ম নেন শেখরাপ্পা (স্বামীজীর পূর্বাশ্রমের নাম)। ছোটবেলা থেকেই তাঁর দুচোখে ছিল আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা। গ্রামের মন্দির এবং শাস্ত্রীয় আলোচনার প্রতি তাঁর প্রবল টানই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, তিনি কোনো বৃহত্তর লক্ষ্যের জন্য পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায় যখন তিনি আদিচুঞ্চনগিরি মঠের তকালীন পরমপূজ্য প্রধান শ্রী শ্রী ডঃ বালগঙ্গাধরনাথ মহাস্বামীজীর সংস্পর্শে আসেন। গুরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নাম পান 'প্রকাশনাথ'। গুরু বালগঙ্গাধরনাথ বুঝেছিলেন, এই তরুণ শিষ্যের মধ্যে কেবল ধ্যানের প্রতিভা নয়, সমাজ গড়ার সাংগঠনিক ক্ষমতাও রয়েছে।

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, অন্ধকার দূর করার একমাত্র পথ হলো শিক্ষার আলো। গ্রামীণ ভারতের নিরক্ষরতা দূর করতে তিনি কোমরে বেঁধে নামেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে আদিচুঞ্চনগিরি শিক্ষা ট্রাস্ট আজ কেবল কর্ণাটকে নয়, সারা বিশ্বে পরিচিত। প্রায় ১ লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থী আজ স্বামীজীর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা গ্রহণ করছে। বেঙ্গালুরুর উপকণ্ঠে গড়ে ওঠা 'বিজিএস হেলথ অ্যান্ড এডুকেশন সিটি' স্বামীজীর এক কালজয়ী সৃষ্টি। এখানে নার্সারি থেকে শুরু করে উচ্চতর মেডিকেল গবেষণা-সবই এক ছাদের নিচে পাওয়া যায়। এই ক্যাম্পাসের বিশেষত্ব হলো, এখানে কেবল পড়াশোনা নয়, বরং নৈতিক চরিত্র গঠন এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্বামীজী বলতেন, এমন শিক্ষা কিসের কাজে লাগবে, যা মানুষকে সহানুভূতিশীল করে তোলে না? প্রকাশনাথ স্বামীজীর জীবনের একটি অধ্যায় শুনলে আজও মানুষ বিস্মিত হয়। তিনি তাঁর গুরুর প্রতি এতটাই নিবেদিত ছিলেন যে, গুরুর দেশব্যাপী সেবাযাত্রা যেন সহজ ও দ্রুত হয়, সেজন্য তিনি নিজে প্রশিক্ষণ নিয়ে একজন হেলিকপ্টার পাইলট হন। গেরুয়া বসন পরে আকাশে ডানা মেলা স্বামীজীর সেই রূপ আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সনাতন আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব সমন্বয়ের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, আধ্যাত্মিকতা মানে আধুনিকতা থেকে পিছিয়ে থাকা নয়, বরং আধুনিকতাকে কল্যাণের কাজে লাগানো। স্বামীজী কেবল স্কুল-কলেজ বানিয়েই ক্ষান্ত হননি। গরিব মানুষের চিকিৎসার কথা ভেবে তিনি গড়ে তোলেন 'বিজিএস গ্লোবাল হসপিটাল'। এটি আজ দক্ষিণ ভারতের অন্যতম সেরা মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতাল। এখানে অত্যন্ত সাশ্রয়ী মূল্যে জটিল অস্ত্রোপচার থেকে শুরু করে অঙ্গ প্রতিস্থাপন পর্যন্ত করা হয়। অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট বা অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে স্বামীজীর সচেতনতামূলক কাজ আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসিত হয়েছে। স্বামীজীর এই কর্মকাণ্ড কেবল ভারতে নয়, বিদেশের মাটিতেও সমাদৃত। শিক্ষা ও সমাজসেবায় অসামান্য অবদানের জন্য তিনি দক্ষিণ আমেরিকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট লাভ করেন। এছাড়া বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা তাঁকে 'ভিশনারি লিডার' বা দূরদর্শী নেতার সম্মানে ভূষিত করেছে। কিন্তু এসব পুরস্কারের চেয়েও মানুষের ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতাকেই তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি মনে করতেন। আজ শ্রী ডঃ প্রকাশনাথ স্বামীজী আমাদের সামনে এক বিশাল উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। তাঁর গড়া প্রতিটি হাসপাতাল, প্রতিটি স্কুল এবং তার প্রতিটি উপদেশ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, মানুষের জন্য করা কাজই আসল ইবাদত বা পূজা। কর্ণাটকের ভদ্রাবতীর সেই ছোট্ট বালক থেকে আজকের এক বিশ্বনন্দিত কর্মযোগী সন্ন্যাসী-স্বামীজীর এই যাত্রা ভারতের ইতিহাসের এক অমূল্য অংশ। তাঁর জীবন আমাদের শেখায় যে, আধ্যাত্মিকতা কেবল মন্দিরের কোণে বসে জপ করা নয়, বরং মানুষের চোখের জল মোছানোর নামই হলো প্রকৃত ধর্ম। সমাজ সংস্কারক হিসেবে তিনি আমাদের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই, আমাদের আরও কাজ করে যেতে হবে' প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে মন্তব্য জেলাশাসকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৭ জানুয়ারি ঃ 'আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই, আমাদের আরও কাজ করে যেতে হবে।' সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে হাওড়া জেলার উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে মন্তব্য জেলাশাসকের। সোমবার হাওড়ার শিবপুর পুলিশ লাইন ময়দানে দেশের ৭৭তম সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে ওই মন্তব্য করেন হাওড়ার জেলাশাসক ড. পি দীপাপপ্রিয়া। এদিন তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সমবেত বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ ও হাওড়াবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। কুচকাওয়াজে বিভিন্ন দপ্তরের সুসজ্জিত ট্যাবলো প্রদর্শিত হয়। এছা।াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গান ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের সুপার সুবিমল পাল সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন কুচকাওয়াজের পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কুচকাওয়াজে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খতিয়ান তুলে ধরে বেশ কয়েকটি সুদৃশ্য ট্যাবলো অংশগ্রহণ করে। এছা।াও দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী সহ বিভিন্ন দফতরের ট্যাবলো কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে এদিন অংশ নেয়। এদিন হাও।ার জেলাশাসক ড. পি দীপাপপ্রিয়া বলেন, 'সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে আমাদের জেলাও উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, শিক্ষাশ্রী, সবুজ সাথী, লক্ষীর ভান্ডার, খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী প্রমুখ সরকারি প্রকল্পের রূপায়ণে এই জেলা নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে। মেয়েদের প।াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য রয়েছে কন্যাশ্রী প্রকল্প, সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে ঐক্যশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে স্কলারশিপের ব্যবস্থা। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে সবুজসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে সাইকেল বিতরণ। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে ট্যাব প্রদান। শুধু তাই নয়, আর্থিকভাবে অনগ্রসর মহিলাদের জন্য ২০২১ সাল থেকে শুরু হয়েছে লক্ষীর ভাণ্ডার প্রকল্প যেখানে ১,০০০ টাকা মাসিক অনুদান প্রদান করা হয়।' এদিন জেলার উন্নয়নের কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরে জেলাশাসক বলেন, '(১) সম্প্রতি হাওড়ার শর সদনে আয়োজিত সিনার্জীতে আগামী ২ বছরের মধ্যে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পে প্রায় দশ হাজার তিনশ সাতান্ন কোটি কুড়ি লক্ষ (১০,৩৫৮.২০ কোটি) টাকার বিনিয়োগ হতে চলেছে। এর ফলে প্রায় একান্ন হাজার সাতশ চব্বিশ (৫১,৭২৪) জনের কর্ম সংস্থান হতে চলেছে এই জেলায়। চলতি আর্থিক বছরে এম. এস. এমই ক্ষেত্রে ইতি মধ্যেই আট হাজার ছয়শ ষাট কোটি ছাপান্ন লক্ষ (৮৬৬০.৫৬) টাকা ঋণ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। জেলায় অনেক বড়ো, ছোট ও মাঝারি শিল্প তৈরি হয়েছে। যার মাধ্যমে জেলার প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়া আরও ১৪টি প্রোজেক্ট এর কাজ জেলা জুড়ে চলছে, যার মাধ্যমে আগামী দিনে আরও প্রচুর সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হতে চলেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বালিটিকুরি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উলুবেড়িয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রিজেক্ট এস.এম.ই ইত্যাদি। (২) বাংলার বাড়ি প্রকল্পে প্রথম পর্যায় জেলার ২২,৫৯৫ টি পরিবারকে টাকা দেওয়া হয়েছে। খরচ হয়েছে মোট ২৬৮.০২৬ কোটি টাকা। শুধু তাই নয় গীতাঞ্জলি প্রকল্পেও এই জেলার ১৩১২৮ টি পরিবার বাড়ি পেয়েছে। (৩) গ্রাম ও শহরে স।াক নির্মাণের জন্য পথশ্রী রাস্তাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে, গ্রামীণ এলাকায় ৯২৪ কিলোমিটার ও শহরাঞ্চলে ২৩৫ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪১টি রাস্তা প্লাস্টিক বর্জের মাধ্যমে তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জেলা জুড়ে প্রায় ২০০০ কিলোমিটার রাজ্য সড়ক, গ্রামীণ ও অন্যান্য রাস্তা নির্মাণ হয়েছে। (৪) শহর ও গ্রামীণ এলাকা মিলে প্রায় এক হাজার ছয়শ (১৬০০)টি আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবির হাওড়া জেলায় হয়েছে। এই শিবিরের মাধ্যমে ২৯,০৪১টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। (৫) জল স্বপ্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ৫৯. ৬৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৯২.৭৫ শতাংশ মানুষের কাছে ইতিমধ্যেই নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছে গেছে। (৬) জেলায় চলতি অর্থবর্ষে আট হাজার পাঁচশ ছিয়ানব্বই (৮,৫৯৬) জনকে জাতিগত সার্টিফিকেট প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। উকর্ষ বাংলার মাধ্যমে

প্রচুর সংখ্যক যুবক যুবতীদের শিল্পক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। মেয়েদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে আনঃদধারা প্রকল্পে ঋণ দিয়ে নানারকম ব্যবসা করার জন্য উসাহ দেওয়া হচ্ছে। এই জেলার উল্লেখযোগ্য হস্তশিল্পগুলি হল জরি, এমব্রয়েডরি, বাটিক্ ফেব্রিক পেন্টিং, কাঁথা স্টিচ, ফ্যাশন জুয়েলারি ইত্যাদি। এইগুলোর মান উন্নয়নের জন্য সরকারি স্তরে বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে বিভিন্ন মেলায় হস্তশিল্পীদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছা।াও আর্টিজেন ফিনান্সিয়াল বেনিফিটস কিমের মাধ্যমে হস্তশিল্পীদের বিভিন্ন প্রকার টুল কিটস কেনার অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। পর্যটন ক্ষেত্রেও এই জেলা পিছিয়ে নেই। গড়চুমুক পুরনো বাংলোর দ্বিতল নির্মাণ, আনঃদ নিকেতন কীর্তি শালার উন্নতিকরণ, ৫৮ গেট থেকে গ।চুমুক নিউ বাংলো পর্যন্ত রাস্তার উন্নতিকরণ ইত্যাদি নানা প্রকার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। আমাদের আরও কাজ করে যেতে হবে।'

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকায় হয়রান হয়ে হুগলিতে ইস্তফা পত্র জমা দিচ্ছেন বি এল ও-রা

নিজস্ব সংবাদদাততা,, হুগলি,২৭ জানুয়ারি ঃ নির্বাচন কমিশনের একের পর এক নির্দেশিকায় হয়রান হয়ে হুগলির বিভিন্ন ব্লকের বি এল ওরা কাজ করতে না চেয়ে ইস্তফা পত্র জমা দিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই হুগলির ধনিয়াখালি ব্লকের বি,এল,ও,দের একটা অংশ ইস্তফা পত্র জমা দিয়েছিলেন বিডিও অফিসে। এবার তারই রেশ ধরে হুগলির চন্ডীতলা এক নম্বর ব্লকের মসাট বিডিও অফিসে প্রায় ৭৫ জন বি এল ও কাজ করতে না চেয়ে ইস্তফা পত্র জমা দেন ব্লক কার্যালয়। এ প্রসঙ্গে বি,এল,ও,রা জানান নির্বাচন কমিশনের একের পর এক নতুন নতুন নির্দেশিকায় আমরা জেরবার। সামান্য নামের ভুলের জন্য ভোটারদের নোটিশ ধরাতে হচ্ছে, শুধু একবার নয় বারে বারে এই নোটিশ আসছে এবং আমাদের তা ভোটারদের কাছে পৌঁছে দিতে হচ্ছে। আমরা অন ডিউটিতে কাজ করছি। ফলে আমাদের দুদিক সামলাতে গিয়ে আমাদের স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো শিকে উঠেছে শুধু তাই নয় নির্বাচন কমিশনের সঠিক নির্দেশিকা না থাকার ফলে আমরা ভোটারদের সঠিক তথ্য দিতে পারছি না, ফলে ভোটাররা আমাদের উপর ক্ষুব্ধ হচ্ছে আমরাও আতঙ্কে রয়েছি। তাই আমরা কাছ থেকে অব্যাহতি চাইছি। বি,এল,ও,দের বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হচ্ছে বলে ব্লক কর্তারা জানান বলে সোনা গিয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-X, KMC** invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :

(1) NIT No. : X/100/APAS/274/2/2025-2026 (3rd Call) Name of work : **Maintenance of asph. Rd. at 27, 13E B.G. Lane in Ward No. 100, Br.-X (APAS Scheme ID - APAS/01/152/274/0003)**; Estimated Cost : ₹ **1,33,600.85 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**.

(2) NIT No. : X/100/039/2025-2026 (3rd Call) Name of work : **Construction of fencing near Southern side of the Mukul Bose School Play Ground in Ward No. 100, Br.-X**; Estimated Value : ₹ **3,99,879.05 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**.

(3) NIT No. : X/100/APAS/270/1/2025-2026 (3rd Call) Name of work : **Improvement of passage near C/15, C/20, C/18 L.N. Colony etc. in Ward No. 100, Br.-X (APAS Scheme ID - APAS/01/152/270/0008)**; Estimated Cost : ₹ **1,81,248.26 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.

(4) NIT No. : X/100/APAS/272/2/2025-2026 (3rd Call) Name of work : **Maintenance of asph. Rd. at 5/1, 15/A B.G. Road etc. in Ward No. 100, Br.-X (APAS Scheme ID - APAS/01/152/272/0002)**; Estimated Cost : ₹ **1,35,635.93 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**.

(5) NIT No. : X/100/APAS/272/1/2025-2026 (3rd Call) Name of work : **Repairing of passage near 10, 11 B.G. Road etc. in Ward No. 100, Br.-X (APAS Scheme ID - APAS/01/152/272/0001)**; Estimated Cost : ₹ **1,36,316.35 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**.

(6) NIT No. : X/094/048/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Desilting of underground sewerage along with mending of sewerage system at Dorjipara Uttaran etc. in Ward No. 094, Br.-X (Scheme ID - APAS/01/152/2/0003)**; Estimated Cost : ₹ **1,29,267.84 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 1 to 6)**.

(7) NIT No. : X/094/055/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Repairing of all footpath at 20/4, 18/1 N.S.C. Bose Road etc. (Graham Land Area) in Ward No. 094, Br.-X (Scheme ID - APAS/01/152/15/0002)**; Estimated Cost : ₹ **4,76,264.39 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

(8) NIT No. : X/094/061/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Maintenance of sewerage system along with desilting at premises 36/3, 41, 32 PGM Shah etc. in Ward No. 094, Br.-X (Scheme ID - APAS/01/152/23/0003)**; Estimated Cost : ₹ **4,84,894.45 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

(9) NIT No. : X/094/042/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Maintenance of asphaltum road from premises No. 60/7/1 H.P.D. Ln. to 60/10/1 H.P.D. Ln. etc. in Ward No. 094, Br.-X (Scheme ID - APAS/01/152/27/0004)**; Estimated Cost : ₹ **1,66,299.78 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,500.00**; Period of completion : **45 Days (For Sl. No. 7 to 9)**.

(10) NIT No. : X/093/227/2025-2026/APAS Name of work : **Mending of cement concrete passages near 52 Gobindapur Road etc. in Ward No. 093, Br.-X (Scheme ID - APAS/01/160/227/0002)**; Estimated Cost : ₹ **4,98,624.50 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(11) NIT No. : X/095/047/2025-2026/APAS (3rd Call) Name of work : **Maintenance of asphaltum road near 1/19, 1/12, 1/5 Gandhi Colony etc. in Ward No. 095, Br.-X (Scheme ID - APAS/01/152/49/0001)**; Estimated Cost : ₹ **2,42,665.82 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,855.00**.

(12) NIT No. : X/096/32/2025-2026/APAS (3rd Call) Name of work : **Maintenance of asphaltum road near G/17 to G/13 Bapujinagar in Ward No. 096, Br.-X, APAS ID - APAS/01/150/248/0001)**; Estimated Cost : ₹ **2,89,598.49 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,800.00**.

(13) NIT No. : EEC/093/220/25-26/APAS/2nd Call Name of work : **Levelling of asphaltum road surface near 164/D/1, 164/A/2, 164/12/2 etc. Lake Gardens in Ward No. 093, Br.-X (Scheme ID - APAS/01/160/220/0001)**; Estimated Cost : ₹ **2,43,234.44 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,900.00**.

(14) NIT No. : EEC/093/233/25-26/APAS/2nd Call Name of work : **Improvement of asphaltum road near 20B, 25, 28/1B etc. Gariahat Road (West) in Ward No. 093, Br.-X (Scheme ID - APAS/01/160/233/0002)**; Estimated Cost : ₹ **1,49,601.42 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**.

(15) NIT No. : X/093/266/2025-2026/APAS Name of work : **Improvement of asphaltum road near C/15, B47 etc. Katju Nagar in Ward No. 093, Br.-X (Scheme ID - APAS/01/160/266/0004)**; Estimated Cost : ₹ **1,50,562.26 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,200.00**.

(16) NIT No. : X/093/264/25-26/APAS/2nd Call Name of work : **Levelling of asphaltum road surface near 5A, 7H, 5/1/5B etc. Jadavpur North Road in Ward No. 093, Br.-X (Scheme ID - APAS/01/160/264/0002)**; Estimated Cost : ₹ **1,76,465.82 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,600.00**.

(17) NIT No. : X/093/266/25-26/C/APAS/2nd Name of work : **Mending of passage near Prem. No. A/1, B/12, A/17, A/6 etc. Katju Nagar in Ward No. 093, Br.-X (Scheme ID - APAS/01/160/266/0002)**; Estimated Cost : ₹ **1,95,939.62 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.

(18) NIT No. : EEC/093/262/25-26/APAS/2nd Name of work : **Improvement of asphaltum road near 157/M, 156 etc. P.G.H. Shah Road in Ward No. 093, Br.-X (Scheme ID - APAS/01/160/262/0003)**; Estimated Cost : ₹ **1,54,478.92 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,100.00**; Time of completion : **45 Days (For Sl. No. 11 to 18)**.

(19) NIT No. : X/092/074/25-26/APAS/2nd Name of work : **Levelling of road surface near premises No. 1/48, 1/1 Sahid Nagar Road etc. in Ward No. 092, Br.-X (Scheme ID - APAS/01/149/220/0002)**; Estimated Cost : ₹ **2,17,087.63 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,400.00**.

(20) NIT No. : X/092/077/25-26/APAS/2nd Name of work : **Levelling of road surface near premises No. 55, 10/1B A.T. Chatterjee Road etc. in Ward No. 092, Br.-X (Scheme ID - APAS/01/149/187/0002)**; Estimated Cost : ₹ **3,60,058.12 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,200.00**.

(21) NIT No. : X/092/100/2025-2026/APAS Name of work : **Levelling of road surface near premises No. 60/B Babubagan Lane etc. in Ward No. 092, Br.-X (Scheme ID - APAS/01/149/194/0003)**; Estimated Cost : ₹ **2,78,672.30 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,600.00**.

(22) NIT No. : X/092/096/2025-2026/APAS Name of work : **Levelling of road surface near premises No. 27A, 32, 34, Maharaja Tagore Road etc. in Ward No. 092, Br.-X (Scheme ID - APAS/01/149/193/0003)**; Estimated Cost : ₹ **3,69,767.91 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,400.00**; Time of completion : **50 Days (For Sl. No. 19 to 22)**.

(23) NIT No. : BX/091/184/27/25-26/APAS Name of work : **Maintenance of road surface with allied work near Pre. No. 51/2/1E, 51/2C N.K. Ghoshal Road etc. in Ward No. 091 under Br.-X (ID - APAS/01/149/184/0002)**; Estimated Cost : ₹ **2,55,728.63 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,200.00**.

(24) NIT No. : BX/091/180/26/25-26/APAS Name of work : **Maintenance of road surface with allied work at 1/15, 1/38, 1/49 Jahura Bazar Lane etc. in Ward No. 091 under Br.-X (ID - APAS/01/149/180/0002)**; Estimated Cost : ₹ **4,37,088.57 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**.

(25) NIT No. : BX/091/156/24/25-26/APAS Name of work : **Maintenance of road surface at 22, 23 Baikuntha Ghosh Road etc. in Ward No. 091 under Br.-X (ID - APAS/01/149/156/0005)**; Estimated Cost : ₹ **3,66,057.59 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,400.00**; Time of completion : **35 Days (For Sl. No. 23 to 25)**; Last date and time of submission of bid : **04.02.2026 - 5 pm (For Sl. No. 1 to 25)**; Date and time of opening of bid : **06.02.2026 - 5 pm (For Sl. No. 1 to 25)**; The bid forms and other details are available on and from **28.01.2026 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 25)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 9), https://etender.nic.in (For Sl. No. 10 to 22), https://tenders.wb.gov.in (For Sl. No. 23 to 25)**.

2071/25-26

নদীর দূষণ এবং তার পরিবেশগত প্রভাব খতিয়ে দেখতে একটি বিস্তারিত সমীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি ঃ পরিবেশের ক্ষতি না করে জলপথ পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে নদীর দূষণ এবং তার পরিবেশগত প্রভাব খতিয়ে দেখতে একটি বিস্তারিত সমীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের পরিবহন দপ্তর। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সমীক্ষার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা সংস্থা নিয়োগ করা হবে। নদীকেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রকল্পগুলির ফলে পরিবেশের উপর কতটা চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, তা বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করাই এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। বিশেষ করে কলকাতা ও তার সংলগ্ন এলাকায় গত কয়েক বছরে নদীকে ঘিরে একাধিক পরিকাঠামো, লজিস্টিক ও জলপথ পরিবহন প্রকল্প গড়ে উঠেছে। বন্দর সম্প্রসারণ, জেটি নির্মাণ, কার্গো পরিবহন, নৌযান চলাচল বৃদ্ধি এবং নদীতীরবর্তী উন্নযন্ কর্মকাণ্ডের ফলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ, জলমান এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রভাব পড়ছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতেই পরিবহন দপ্তর এই সমীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সমীক্ষার আওতায় নদীর জলের গুণমান, দূষণের মাত্রা, জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর প্রভাব, নদীর স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্রে পরিবর্তন এবং নদীতীরবর্তী অঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য খতিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি নদীতীরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জীবন-জীবিকা, বিশেষ করে মৎস্যজীবী, নৌকাচালক ও নদীনির্ভর অন্যান্য পেশার উপর উন্নয়ন প্রকল্পগুলির প্রভাবও বিশ্লেষণ করা হবে। নদীভাঙন, পলি জমা, তীর ক্ষয. এবং নাব্যতা সংক্রান্ত সমস্যাগুলিও এই সমীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পরিবহন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সমীক্ষাটি শুধুমাত্র পরিবেশগত দিকেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এর সামাজিক প্রভাবও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে। নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রায় কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে, তাদের আর্থিক নিরাপত্তা ও সামাজিক কাঠামো কতটা প্রভাবিত হযেছে, তা বিস্তারিতভাবে নথিভুক্ত করা হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় বাসিন্দা, পরিবেশবিদ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মতামতও নেওয়া হবে। এই সমীক্ষা রিপোর্টের ভিত্তিতেই একটি সমন্বিত পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করার লক্ষ্য নিয়েছে দপ্তর। ভবিষ্যতে জলপথ পরিবহন সম্প্রসারণের সময় যাতে পরিবেশের ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা যায় এবং স্থানীয় মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করাই এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। পরিবহন দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, উন্নয়ন যেমন জরুরি, তেমনই পরিবেশ ও সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সমীক্ষা আমাদের ভবিষ্য নীতিনির্ধারণে পথ দেখাবে। প্রসঙ্গত, পরিবেশবান্ধব ও জ্বালানি সাশ্রয়ী পরিবহন মাধ্যম হিসেবে জলপথ পরিবহনকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। তবে সেই উন্নয়ন যেন নদীর স্বাভাবিক চরিত্র ও পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট না করে, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

প্রজাতন্ত্র দিবস ভারতের অন্যতম জাতীয় দিবস

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃ ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট। অনেক বিপ্লবীর লড়াই, সংগ্রাম ও আত্মবলিদান। শেষে দেশভাগ। তারপর স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের জন্ম। পলাশীর যুদ্ধ থেকে ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত ভারতবর্ষ। ফলে একদিকে ছিল মুক্তির আনন্দ। অন্যদিকে দেশ ভাগের যন্ত্রণা। নতুন রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের সামনে তখন অনেক সমস্যা। বানানো হয .স্বাধীন ভারতের জন্য সংবিধান। ভারতের ইতিহাসে ২৬ শে জানুযা.রির গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৩০ সালের ২৬ শে জানুয়ারি দিনটিকে কংগ্রেস স্বাধীনতা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত ২৬ শে জানুযা.রি দিনটি স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করা হত। বিপ্লবীরা স্বাধীনতা দিবস পালন করে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করত। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করল। ঐতিহ্যময় ২৬ শে জানুয়ারির গৌরব ধরে রাখতে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে নভেম্বর ভারতীয় গণপরিষদে ভারতীয় সংবিধান গ্রহণ করে। পরের বছরে ২৬ শে জানুযা.রি স্বাধীন ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়। স্বাধীনতার প্রায় আড়াই বছর পর তৈরি হল দেশের সংবিধান। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ২৬ শে জানুয়ারি থেকে ভারতকে সাধারণতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। ছিল স্বাধীনতা দিবস। হল প্রজাতন্ত্র দিবস। আজও দেশ ও জাতি ২৬ শে জানুয়ারি কে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে পালন করে থাকে। ভারতীয় সংবিধানের একটি প্রস্তাবনা রয়েছে। প্রস্তাবনা কে সংবিধানের বিবেক বলা হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলা হয়েছে। ভারতের শাসনব্যবস্থায় বংশানুক্রমিক কোন রাজা বা রানীর স্থান নেই। ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছেন রাষ্ট্রপতি। তিনি ভারতের জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় শাসনতন্ত্রের উৎস হল ভারতীয় জনগণ। প্রজারা ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থার আধার। তাই ভারত একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ১৯৫০ সাল থেকে প্রতিবছর প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হয়। ২৬ শে জানুয়ারি দিনটি ভারতের অন্যতম জাতীয় দিবস। প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন টি ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের দিন সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ভারতীয় রিপাবলিকের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ আমাদের অধিকার চেয়ে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে চিন্তা করতে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত মহান ব্যক্তিত্ব শান্তি, প্রেম, একতা ও সমতার বার্তা দিয়েছেন। রাজধানী নয়া দিল্লির রাজপথে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপিত হয়। বিশাল সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে সম্মানিত করা হয়।

পুরীর হোটেল বুকিংয়ে সাইবার জালিয়াতি,কলকাতা সাইবার পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার এক ওয়েব ডেভেলপার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি ঃ পুরীর হোটেল বুকিংয়ের জনপ্রিয় ওয়েবসাইটের ক্লোন তৈরি করে পর্যটকদের ঠকানোর অভিযোগে পুনের এক ওয়েব ডেভেলপারকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা সাইবার অপরাধ দমন শাখা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তের নাম হুজাইফা শাব্বির দারবার (৪১), যিনি পেশায় ওয়েব ডেভেলপার। অভিযুক্ত ও তাঁর সহযোগীরা ওয়েব ডেভেলপিংয়ের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ভুয়ো ওয়েবসাইট বানিয়ে পর্যটকদের ফাঁদে ফেলেছিলেন। অনলাইন সার্চে পুরী হোটেল বুকিং লিখলেই প্রদর্শিত হতো puri-hotelkolkatabookingoffice.com নামে ক্লোন ওয়েবসাইট। সেখানে ক্লিক করলেই ভুক্তভোগীরা তাদের টাকার ফাঁদে প।াতেন। পুলিশের অভিযোগ, ইতিমধ্যেই ৮৩ জন ভুক্তভোগীর কাছ থেকে প্রতারকরা মোট ১৩,৬০,৮০৩ টাকা হাতিয়েছে। একাধিক থানায় ইতিমধ্যেই হোটেল বুকিং নিয়ে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্তে কলকাতা সাইবার পুলিশ বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও ডোমেন পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাকে নোটিশ পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে। GoDaddy.com-এ নথিভুক্ত ভুয়ো ওয়েবসাইটের সঙ্গে যুক্ত একটি ইমেল আইডি সনাক্ত করা হয়। গুগল থেকে লগইন ও ডিভাইস সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে IP ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে অভিযুক্ত শাব্বিরের অবস্থান নিশ্চিত করা হয়। এয়ারটেল ও জিও-এর মাধ্যমে তাঁর মোবাইল নম্বরের সূত্রেও তার খোঁজ পাওয়া যায়। গ্রেপ্তারের পর শাব্বিরকে জেরা করা হচ্ছে এবং পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে আরও অনেকে যুক্ত রয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। কলকাতা সাইবার অপরাধ দমন শাখা পর্যটকদের সচেতন থাকার জন্য সতর্কবার্তা দিয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেড

পি-১৫, নিউ সিআইটি রোড, কলকাতা - ৭০০০৭৩

ওয়েবঃ www.championcommercial.in ইমেইলঃ mumbaisinghaniagroup.com টেলিফোনঃ ৯১ ৩৩ ২২৩৭ ২১৯০

CIN : L51909WB1982PLC034891

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিকের জন্য সমাপ্ত		নয় মাস শেষ হয়েছে		বছর শেষ হয়েছে	
		৩১.১২.২০২৫ (নিরীক্ষিত নয়)	৩০.০৯.২০২৫ (নিরীক্ষিত নয়)	৩১.১২.২০২৪ (নিরীক্ষিত নয়)	৩১.১২.২০২৫ (নিরীক্ষিত নয়)	৩১.১২.২০২ (নিরীক্ষিত নয়)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১।	পরিচালন থেকে মোট আয়	৭৮.৬৩	৭.৪৪	৭০.৬৯	২৫৬.৬৬	১৫১.৯৮	১৮১.১৫
২.	এই সময়ের নিট মুনাফা(কর, ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ বিষয়াদি বাদ দিয়ে)	(৩৫.৩৬)	(১০৬.৬৫)	(৬৩.৭৬)	(৯০.২৬)	(২৬১.৩৩)	(৩৬৫.২১)
৩।	করপূর্ববর্তী সময়ের নিট মুনাফা(ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ বিষয়াদি সমন্বয়ের পর)	(৩৫.৩৬)	(১০৬.৬৫)	(৬৩.৭৬)	(৯০.২৬)	(২৬১.৩৩)	(৩৬৫.২১)
৪।	কর পরবর্তী সময়ের নিট মুনাফা(ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ বিষয়াদি সমন্বয়ের পর)	(৩৭.৭০)	(৮৬.৪৭)	(৭০.৪৮)	(৯৪.৬২)	(২৩৭.৮৮)	৩৪৬.১৯
৫.	নির্দিষ্ট সময়ের মোট ব্যাপক আয়যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের মুনাফা (কর-পরবর্তী) এবং অন্যান্যব্যাপক আয় (কর-পরবর্তী)	(২৯৫.৯৫)	(৮৫৯.১৭)	(৫৪৬.০৬)	৭৭.৩৬	(৮৩.৩৪)	(৭৪৯.০০)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের)(চলমান এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যক্রমের জন্য)	(১৮.৮৫)	(৪২.২৩)	(৩৫.২৪)	(৪৭.৩১)	(১১৮.৯৪)	(১৭৩.১০)

দ্রষ্টব্যঃ
উপরোক্ত ফলাফলগুলো নিরীক্ষা কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২৭শে জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য উপরোক্ত ফলাফলগুলো কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫-এর ৩৩ নং বিধি অনুসারে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে
স্বাক্ষরিত-গৌরব সিংঘানিয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
DIN - 01186568

স্থানঃ মুম্বাই
তারিখঃ ২৭.০১.২০২৬

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৫৮ সংখ্যা, বুধবার ১৪ মাঘ ১৪৩২

ইয়ং বেঙ্গল সদস্য রামগোপাল

রামগোপাল ঘোষ ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপের একজন নেতা, একজন সফল ব্যবসায়ী, বাগ্মী ও একজন সমাজ সংস্কারক। তাঁকে ভারতের ডেমোস্থেনেস বলা হয়। ঘোষ জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বিটনকে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠায় সাহায্যকারী অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রামগোপাল ঘোষের আদিনিবাস অধুনা পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার মগরার নিকটে বাগাটিতে। তার বাবা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের কলকাতার চায়না বাজারে একটি ছোট দোকান ছিল। তার মাতামহ দেওয়ান রামপ্রসাদ সিংহ, কলকাতার কিং হ্যামিলটন অ্যান্ড কোম্পানির অফিসে কাজ করতেন। রামগোপাল ঘোষ মামাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার ছোটবেলা নিয়ে দুটি মত প্রচলিত আছে। প্রথম মতানুসারে, তিনি প্রথমে শেরবোর্নস স্কুলে যোগদান করেন ইংরেজি শিক্ষালাভের জন্য। এ সময়ে হরচন্দ্র ঘোষ, যিনি পরবর্তীতে অগ্রগণ্য ডিরোজিও সদস্য হয়ে ওঠেন, হিন্দু কলেজের শিক্ষার্থী থাকাবস্থায় তার এক আত্মীয়কে বিয়ে করেন। তরুণ রামগোপালের আগ্রহ দেখে হরচন্দ্র তার বাবাকে রামগোপালকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করে দিতে বলেন। তার বাবার সন্তানকে হিন্দু কলেজে পড়ানোর সঙ্গতি ছিল না। তবে, কিং হ্যামিল্টন এণ্ড কোম্পানি জনাব রজার্স তার ভর্তির জন্য অর্থ দিতে রাজি হলে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। অন্যমতে, জনাব রজার্স শুরু থেকেই তাকে হিন্দু কলেজে পড়ার টাকা দেন। রামগোপাল ঘোষকে এভাবে বেশিদিন চলতে হয় নি। তার মেধা ডেভিড হেয়ারের নজরে পড়ে এবং তিনি তাকে বিনামূল্যে অধ্যয়নের সুযোগ করে দেন। এ সময়ে তিনি ডিরোজিওর ক্লাসে যোগ দেন। তিনি রামতনু লাহিড়ীসহ অন্যান্য ডিরোজিও শিষ্যদের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলেন। তার দায়িত্বশীলতা ডিরোজিওর নজর কাড়ে এবং তিনি রামগোপালকে শ্রেণীর নির্ধারিত সময়ের বাইরে দর্শন ও কবিতা পড়ান। ডিরোজিও অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার পর রামগোপাল ঘোষ এর অগ্রণী সদস্য হয়ে ওঠেন। অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠকে তিনি ইংরেজি বলায় স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠেন। এই বৈঠকগুলোতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক স্যার এডওয়ার্ড রায়ান ও বাংলার লেফটেনেণ্ট গভর্নর ডব্লিউডব্লিউ বার্ডের মত ব্যক্তিত্ব যোগ দিতেন। তারা রাজগোপালের প্রতিভার উষ্ণ প্রশংসা করতেন। রামগোপাল ঘোষকে লেখাপড়া অসমাপ্ত রেখেই কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়। ডেভিড হেয়ারের তদবিরে, তিনি জোসেফ নামের এক ইহুদি ব্যবসায়ীর সাথে কাজ করতে শুরু করেন। পরে কেলসান নামে আর এক ইহুদি ব্যক্তি ফার্মে যোগ দিলে ঘোষ মধ্য-ব্যক্তি হিসেবে তাদের সাথে কাজ করেন। পরবর্তীতে তিনি কেলসালের সাথে কেলসাল, ঘোষ অ্যাণ্ড কোং নামে ব্যবসা শুরু করেন এবং ১৮৪৮ সালে একাই আর.জি.ঘোষ অ্যাণ্ড কোম্পানি নামে ব্যবসা শুরু করেন। এভাবে তিনি প্রচুর সম্পদের মালিক হন। অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করলেও রামগোপাল ঘোষ তার বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রাখেন এবং প্রয়োজনের সময় তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। তিনি বন্ধু রামতনু লাহিড়ী ও রসিককৃষ্ণ মল্লিককে সাহায্য করেন। তার দাদার মৃত্যুর সময়ে লোকজন তাকে হিন্দু ধর্ম না পালনের জন্য দোষারোপ করে এবং তাকে একঘরে করে রাখার কথা বলে। এ সময় তার পিতা তাকে জনসমক্ষে হিন্দু ধর্মের প্রতি তার আস্থার কথা ঘোষণা করতে বলেন। উত্তরে তিনি বলেন, আমি আপনার কথা মান্য করার জন্য সর্বদা রাজি ও এজন্য কষ্ট সহ্য করতেও প্রস্তুত, তবে আমি মিথ্যা বলতে পারব না। আরেকবার, তার ব্যবসা বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে এবং দেউলিয়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

কিংবদন্তি সাহিত্যিক চেকভ

ছোটগল্পের সকল পর্দা ছেদ করে রসালো টসটসে উপভোগ্য বিষয় নিখুঁতভাবে উপস্থাপনকারী বিশ্বে যে কয়জন ছোটগল্পকার এসেছেন,তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনজনের নাম বলতে গেলে - গি দ্য মপাসাঁ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আন্তন চেখভ। তিনটি নামই বাঙালির পরিচিত, তিনের লেখাই আজ বহু দশক ধরে একইভাবে সমাদৃত ও বহুল পঠিত। ভ্রু কুঁচকাবেন না। ফরাসি, বাঙালি আর রুশ এই তিন ভদ্রলোক বাদেও বহু দুর্দান্ত লেখক বহু সরস ছোটগল্প লিখে গিয়েছেন। কিন্তু ভাষাবিদ ও পণ্ডিত সৈয়দ মুজতবা আলীর মতে, এদের শ্রেষ্ঠত্ব লেখার মডেলগুলোর কল্যাণে। এই তিন স্রষ্টাই আপনা মডেলের ছোটগল্প লিখেছেন, বাকি তাবত লেখকেরা সে মডেল মেনে উৎকৃষ্ট গল্প লিখেছেন বটে, কিন্তু নিজস্ব মডেল ক'জন সার্থকভাবে বানাতে পেরেছেন, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। আন্তন পাভলোভিচ চেখভের জন্ম ১৮৬০ সালে, দক্ষিণ রাশিয়ায়, আজভ সাগরের তীরে। পিতা রুশ, মাতা ইউক্রেনীয়। দেনাগ্রস্ত পিতা ছিলেন বদমেজাজি, পান থেকে চুন খসলে চেং ধোলাই দিতেন,জীবনে পিতার কম মাইর খেতে হয়নি চেখব কে, কিন্তু চেখভ তার মায়ের মেজাজ পেয়েছিলো এবং এক সময়ে মায়ের চেয়ে অধিক প্রতিভার অধিকারী হন, মা শান্ত সুন্দর স্বভাবের ছিলেন এবং অসম্ভব সুন্দর গল্প বলতেন। পাওনাদারের ভয়ে চেখভদের পরিবারটি একসময় মস্কোতে পালিয়ে যায়। কিশোর চেখভ ছাত্র পড়িয়ে, সস্তা লেখা লিখে কোনোমতে খরচ চালিয়ে নিতেন। অল্প বয়সেই প্রতিভাধর লেখক হিসেবে নাম ছড়িয়ে পড়ে। চেখভ রবী ঠাকুর বা মপাসাঁ'র মতো অনেক লিখেন নি কিন্তু তাঁর লেখাতে অযাচিত কোন বস্তু তিনি তুলে ধরতেন না। ধরুন কোন একটা গল্পে তিনি যদি টেবিলের উপর একটা ফুলদানি আছে এই বর্ণনা দিতেন ঠিক ঐ গল্পের নায়িকা বা নায়কের দুঃখ, কষ্টের দেহের বর্ণনা দিতেন এভাবে, তাঁর (নায়ক/নায়িকা) দেহ যেন এতোই ক্লান্ত যেন ফুলদানিতে ভিজানো বাসী ফুলের মতো একটু টোকা দিলে ঝরে পড়বে। গল্পে যদি তিনি লিখতেন দেয়ালে বন্দুক ঝোলানি ছিল, লেখার এক ফাঁকে তিনি বন্দুক থেকে গুলি বের করে ছাড়তেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

আলোর মধ্যে বসবাস করতে হবে। জীবন আলোকে আরও বেশি করে উজ্জ্বল করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হলে পরিশ্রম করা উচিত বলে ঠাকুর মনে করতেন। তিনি বলতেন যে জাতি পরিশ্রম করে তাদের কোনও পরাজয় নেই। তারা সর্বত্র জয়ী। ঈশ্বর তার পক্ষে রয়েছেন। তিনি ঈশ্বরের আর্শীবাদ লাভ করে থাকেন। কর্ম জীবন। কর্ম ছাড়া জীবন চলতে পারে না। শিক্ষা ছাড়া জীবন একেবারে অচল। সবাইকে শিক্ষিত হতে হবে। শিক্ষাই পারে জীবনের অন্ধকারকে দূর করে আলোতে নিয়ে আসতে। মনের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। এতে ঈশ্বর লাভ সম্ভব হয়।

রামকৃষ্ণ দর্শন

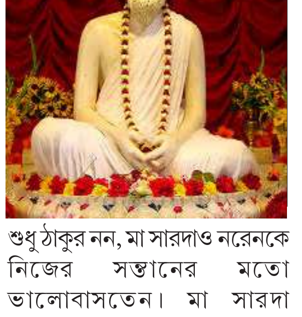

শুধু ঠাকুর নন, মা সারদাও নরেনকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। মা সারদা বলতেন, নরেন আমরা প্রাণ। নরেনের গান না শুনলে রাতে আমার ভালো করে ঘুম হয় না। সপ্তাহে দিন চারবার করে নরেনের ভক্তি গীতি শুনতেন মা সারদা। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তো একেবারে নরেনের গান শুনে বিহ্বল হয়ে যেতেন। কোনও কোনও সময়ে ভক্তিগীতি শুনে তিনি জ্ঞান হারা হয়ে যেতেন। তার সেই জ্ঞান ফিরত বহুক্ষণ বাদে। নরেন হচ্ছে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর। অবতার বিষ্ণুর অংশ বলে নরেনকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মনে করতেন। ঠাকুর যেমন সারা দিন মা মা করতেন, আবার তিনি সারা দিন ধরে নরেন নরেন করতেন। তিনি নরেন ছাড়া জগতে আর কাউকে চিনতেন না। তিনি বলতেন, ওরে তোরা জানিস না নরেন কত শক্তি ধরে। তার শক্তির কাছে সকলেই পরাস্ত হবে। আমাকে সারা বিশ্বের সঙ্গে ওই পারবে পরিচিতি করিয়ে দিতে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না।

মহাকবি মাইকেল বাংলা কাব্য সাহিত্যে চতুর্দর্শপদী কবিতা রচনা করে নতুন গতি দিলেন

বিজয়া দেব

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি। জন্মকালঃ ২৫ শে জানুয়ারি, ১৮২৪, সাগরদাঁড়ি গ্রাম, জেলা যশোর। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর ওপর লেখা একটি আলোচনা।

'নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি, অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ, বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের

তরা।কাটাইনু কতকাল সুখ পরিহরি, এই ব্রতে,যথা তপোবনে তপোধন, অশন,শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি, তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন। বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে কহিলা - হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি, সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী। নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে ভিখারি তুমি হে আজি, কহ ধনপতি? কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে?'

What say you to this my friend In my humble opinion– if cultivated by men of genius– our Sonnet in time would rival the Italian.

এই পত্রটি লিখেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে খুব সম্ভবত ১৮৬০ ইংরাজিতে।

১৮৬২ সালে ক্যান্ডিয়া জাহাজে করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ফ্রান্সে যাত্রা করেন। এই সময়কালে তিনি ইতালিয়ান ভাষাচর্চা শুরু করেন এবং মূলভাষায় ইতালিয়ান কবি তাসোর টৈথন্স্দ্র) কাব্য পাঠ করেন। পাঠ করেন ইতালিয় কবি পেত্রার্কার সনেট। আমরা জানি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলাসাহিত্যের বাঁক বদল করেন। তাঁর প্রতিটি কাব্য নাটক প্রহসন মহাকাব্যে পাশ্চাত্যের প্রভাব রয়েছে এবং বলতেই হয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে পূর্বজের প্রভাব সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের স্রোতধারায় রয়েছে। পূর্বজকে সামনে রেখে নতুন কিছুর প্রণয়ন সাহিত্যের ধর্ম। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের স্রোতধারার শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায় তখন মাইকেল মধুসূদন দত্তের সামনে রয়েছেন। ভারতচন্দ্র রায় মঙ্গলকাব্যে করেছেন আধুনিকতার সঞ্চার অজস্র নতুন শব্দ সৃষ্টি করে। বলা ভালো, এক ধরনের রাজকীয় ঐশ্বর্য এনেছেন মঙ্গলকাব্যে। এদিকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভেতরে জন্ম নিয়েছে মাতৃভাষার প্রতি আসক্তি। তিনি বুঝতে পেরেছেন বাংলা ভাষার মতো গরীয়সী ভাষায় সাহিত্যের দিকবদল করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। তখন তিনি রয়েছেন ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে। সেখান তিনি চারটি পেত্রার্কীয় ধাঁচে কবিতা লিখে পাঠালেন তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাককে - ou again date your letter from "Bagirhat". Is this " Bagirhatóó on the bank of my own native riverÚ I have been reading Petrarca éôé the Italian poet– and scribbling some" sonnets" after his manner. There is one addressed to this very river ",,þî"þÇþ"Ð I send you this and another éôéthe later has been very much liked by several European friends of mine to whom I have been translated it. I dare say– you will like it too. Pray– get these sonnets copied and sent to Jatindralal and Rajnarain and let me know what they think of them. I dare say– you would the sonnet " do will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume one of these days. I add a third— I flatter myself that since the day of his death ¦þyîû"þ‰þw îûyëû never such an elegant compliment paid to him.Theres variety for you–my friend. I should wish you to show these things to Rajendra also–for he is a good judge. Write to me what you all think of this new style of Poetry. Believe me– my dear fellow– our Bengali is a very beautiful language– it only wants men of genius to polish it up."

যে চারটি সনেট মাইকেল মধুসূদন দত্ত বন্ধুবর্গকে পাঠিয়ে ছিলেন সেই চারটি সনেট ছিল অন্নপূর্ণার ঝাঁপিদ, জয়দেবদ, সায়ংকাল", কপোতাক্ষ নদ। পত্রটিতে যে বন্ধুবর্গের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁরা হলেন যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, রাজনারায়ণ রায় এবং গৌরদাস বসাক। এই চারটি সনেটের প্রতিটিই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভালো লেগেছিল। তবে তাঁর বিশেষভাবে ভালো লেগেছিল জয়দেব ও সায়ংকাল"। তিনি চারটি সনেটই রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত রহস্য সন্দর্ভেদ প্রকাশের জন্যে তিনি পাঠিয়ে দেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত ''রহস্য সন্দর্ভ" পত্রিকায় এর থেকে দু'টি কবিতা প্রকাশিত হয়, কপোতাক্ষ নদ ও সায়ংকাল"। ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছিলেন -নিম্নস্থ চতুর্দশপদী কবিতাদ্বয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্তৃক প্রণীত।উক্ত মহোদয়ের 'শর্মিষ্ঠা", 'তিলোত্তমা' মেঘনাদাদি কাব্য বঙ্গভাষার উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মেঘনাদ বাঙালী মহাকাব্য বলিবার উপযুক্ত। তাঁহা কর্তৃক বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াও এতদ্দেশীয়দের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন।'

ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে বসেই খুব কম সময়ের মধ্যে মধুসূদন একশোরও বেশি সনেট রচনা করেন। তিনি কবিতাবলীর নাম দেন চতুর্দশপদী কবিতাবলী এবং পাণ্ডুলিপি তৈরি করে তাঁর প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দেন। তাঁর প্রকাশক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বসু। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন কলকাতার স্ট্যানহোপ প্রেসের স্বত্বাধিকারী। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা আগস্ট চতুর্দশপদী কবিতাবলী" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

গোটা মধ্যযুগ ধরে বাংলা সাহিত্যের পথচলার যে রীতি ছিল তাঁর একঘেয়েমি তাঁকে ক্লান্ত করেছিল। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল কাব্যে যে নতুনত্ব সঞ্চার হয়েছিল মধুসূদন তাঁকে সঠিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং হয়তো বা ভারতচন্দ্রের সেই নতুনত্ব সঞ্চারের প্রয়াস থেকেই বাংলা সাহিত্যের দিকবদল করার কথা ভেবেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। উপরের চিঠিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কবি লিখছেন -'I flatter myself that since the day of his death never such an elegent compliment paid to him." (আমি আত্মপ্রশংসাই করছি, কারণ ভারতচন্দ্র রায় মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত এমন প্রশংসাবাদ পাননি।) প্রসঙ্গত, মধুসূদন লিখছেন তিনি কপোতাক্ষ নদ" (পত্রতে কবতক্ষ নদ) সনেটটি অনুবাদ করে ইউরোপের কয়েকজন সাহিত্য বন্ধুকে পড়িয়েছিলেন এবং তাঁরা উচ্চপ্রশংসা করেছিলেন। সুতরাং বাংলাসাহিত্যের বাঁকবদলের ভাবনার সূত্র শুধু যে পাশ্চাত্য প্রভাবাপন্ন ছিল, তা হয়তো নয়। ভারতচন্দ্র প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে নতুনত্ব এনেছেন অজস্র আরবি ফার্সি শব্দপ্রয়োগে, নতুন সব প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করে মঙ্গলকাব্যে রাজকীয় সৌন্দর্য এনে, আর মধুসূদন প্রচলিত ধারা থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে এসে পাশ্চাত্য ধারার সাথে দেশীয় ধারার সংমিশ্রণে এক ব্যতিক্রমী সাহিত্যধারার জন্ম দিলেন।

যে চারটি সনেট তিনি গৌরদাস বসাককে পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি হলো অন্নপূর্ণার ঝাঁপি ''। এবং সেই সনেটটিতে আমরা অন্নদা মঙ্গলের ভবানন্দ মজুমদারকে দেখতে পাই, দেখতে পাই সম্পদের ঝাঁপি হাতে দেবী অন্নপূর্ণাকে।

পেত্রার্কীয় সনেট রীতি আমরা জানি। চৌদ্দ অক্ষর ও চৌদ্দ পংক্তি বিশিষ্ট কবিতা। এই রীতির সনেটকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম আট পংক্তি বিশিষ্ট অংশটিকে অষ্টক আর পরের ছয় পংক্তিবিশিষ্ট অংশটিকে বলা হয় ষটক। প্রথম আট পংক্তিতে আসে কবির উপস্থাপনা আর পরের ছয় পংক্তিতে আসে কবির উপলব্ধি, সেটি ব্যক্তিগত অনুভব। অন্নপূর্ণার ঝাঁপিদ সনেটটি এখানে দিচ্ছি - অন্নপূর্ণার ঝাঁপি - 'মোহিনী রূপসী বেশে ঝাঁপি কাঁখে করি পশিছেন ভবানন্দ, দেখ তব ঘরে অন্নদা! বহিছে শূন্যে সঙ্গীত লহরী, অদৃশ্যে অপ্সরাচয় নাচিছে অম্বরে। দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি, রাজাসন, রাজছত্র, দিবেন সত্বরে রাজলক্ষ্মী; ধন- স্রোতে তব ভাগ্যতরী ভাসিবে অনেকদিন, জননীর বরে। কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে; চঞ্চলা ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল; তবু কি সংশয় তব, জিজ্ঞাসি তোমারে? তব বংশ- যশ - ঝাঁপি অন্নদামঙ্গল- যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে, রাতে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মন্ডলে।।

প্রাচীরের আড়ালে মুঘল আমলে হারেম রহস্য

মধুশ্রী সিনহা

প্রাচীরের আড়ালে মুঘল হারেম যেখানে শাসন চলত নিয়মে, নিরাপত্তায় ও নিঃশব্দ ক্ষমতায়! মুঘল হারেম বলতে আমরা অনেক সময় শুধু বিলাসিতা বা রহস্যময় জীবন কল্পনা করি। কিন্তু বাস্তবে হারেম ছিল একটি কঠোর নিয়মে পরিচালিত, সুসংগঠিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এখানে প্রতিটি কাজ, প্রতিটি মানুষের চলাফেরা;সবই চলত নির্দিষ্ট বিধি মেনে। হারেমের ভিতরে একাধিক দপ্তর ছিল। আলোক প্রজ্জ্বলনের দপ্তর আলো জ্বালানোর দায়িত্ব নিত, ফরাসখানা দেখত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আবদারখানা ছিল পানীয় জলের জন্য, রন্ধনশালায় রান্না হত, আর আলাদা ভান্ডারে রাখা থাকত শাল, পোশাক ও গালিচা। এমনকি অস্ত্র রাখার ব্যবস্থাও ছিল। নিরাপত্তার ব্যবস্থাটি ছিল বহুস্তরযুক্ত। প্রাসাদের প্রাচীরের বাইরে রাজপুত ও 'আহাদি' সৈন্যরা পাহারা দিতেন। তাঁরা একজন মনসবদারের অধীনে নিয়ম মেনে দায়িত্ব পালন করতেন। ভিতরের দিকে থাকতেন খোজারা। যদিও তাঁদের প্রাসাদের সব জায়গায় ঢোকার অনুমতি ছিল না, তবু হারেমের মহিলা কর্মচারী ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব তাঁদের উপরেই ছিল। বেগম বা সম্ভ্রান্ত মহিলাদের কর্মচারীরা সরাসরি পুরুষ আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করতেন না;এটি অসম্মানজনক বলে মনে করা হত। হারেমের নিরাপত্তা সপ্তাহভিত্তিক পালায় চলত। সাত দিনের জন্য সাতটি রক্ষী বাহিনী ছিল, প্রতিটি দল একদিন করে পাহারা দিত। এই বাহিনীর প্রধানকে বলা হত 'মীর-মহল'। দায়িত্ব বণ্টন ও রক্ষীদের নাম নথিভুক্ত করতেন 'মীর-আর্জ'। বাদশাহের আদেশ ও ফরমান এই দুই আধিকারিকের হাত দিয়েই হারেমের সর্বত্র পৌঁছত। ১৫৫৬ থেকে ১৭০৭ সাল পর্যন্ত এই কঠোর নিয়ম মেনে চলা হত। হারেমে কারা ঢুকছে, কারা বেরোচ্ছে;সবকিছুরই লিখিত হিসাব রাখা হত। অনেক কর্মচারী আবার গুপ্তচরের কাজও করতেন। তাঁরা কথাবার্তা ও নানা সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গোপনে বাদশাহকে জানাতেন। মুঘল বাদশাহ যখন দীর্ঘ সফরে বেরোতেন;শিকার, যুদ্ধ বা রাজকার্যের জন্য;তখন গোটা হারেমই তাঁর সঙ্গে যেত। আকবর ও জাহাঙ্গিরের বিভিন্ন ভ্রমণে তার স্পষ্ট উদাহরণ দেখা যায়। মহিলারা পালকি, পর্দা ঘেরা 'বহল', 'রথ' বা 'চৌখণ্ডি'-তে যাতায়াত করতেন। সব যানই এমনভাবে ঢাকা থাকত যাতে বাইরের কেউ তাঁদের দেখতে না পারে। সম্রাট আকবর তো এমন এক বিশাল যান তৈরি করেছিলেন, যার ভিতরে ঘুমানো, স্নান ও শৌচাগারের ব্যবস্থাও ছিল। ভ্রমণের সময় রাজকীয় তাঁবু খাটানো হত। বাদশাহের তাঁবুর কাছেই থাকত সম্ভ্রান্ত মহিলাদের শিবির। চারপাশে মোটা গালিচা বা কাঠের পর্দা দিয়ে পুরো এলাকা ঘিরে রাখা হত। এই ভ্রমণেই হারেমের মহিলারা প্রাসাদের গণ্ডির বাইরে কিছুটা স্বাধীনতা অনুভব করতেন। হারেমে মহিলাদের ব্যক্তিগত জীবন ছিল কঠোর নিয়ন্ত্রণে। অন্যদিকে বাদশাহদের একাধিক স্ত্রী ও উপপত্নী থাকলেও সকলের সঙ্গে নিয়মিত সময় কাটানো সম্ভব হত না। দীর্ঘ বিরতির পরেই সেই সাক্ষাৎ ঘটত। মোগল হারেমের অন্দরমহল সম্রাটদের বিলাস, শৃঙ্খলা ও অদৃশ্য রহস্য! মোগল সাম্রাজ্যের হারেম কেবল রাজপরিবারের নারীদের আবাসস্থল ছিল না;এটি ছিল এক সুসংগঠিত, কঠোর নিয়ন্ত্রিত ও রহস্যে ঘেরা এক স্বতন্ত্র জগৎ। বাদশাহের কন্যা, স্ত্রী, মাতা ও শ্রদ্ধেয়া আত্মীয়দের আরাম, নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য এখানে গড়ে উঠেছিল এক বিস্তৃত প্রশাসনিক ও স্থাপত্য কাঠামো। হারেমের প্রতিটি আবাস সাজানো ছিল ফুল ও ফলের বাগিচা, সুগন্ধি, ছায়াঘেরা পথ, শীতল ফোয়ারা ও সরোবর দিয়ে। গ্রীষ্মের তীব্র গরমেও স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত ছিল জলাধার ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা। এই পরিমণ্ডলে বসবাসকারীরা যেন আনন্দ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারেন;সে দিকেই ছিল সর্বাধিক গুরুত্ব। হারেমে রক্ষিতাদের জন্য ছিল পৃথক কক্ষ। অনেককে বাজার থেকে ক্রয় করা হত, আবার অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক রীতিনীতি মেনে জাঁকজমক সহকারে পিতৃগৃহ থেকে আনা হতো। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাদশাহের পক্ষ থেকে বিপুল উপহার ও ভরণপোষণের নিশ্চয়তা দেওয়া হত। হারেমের বিভিন্ন আবাস পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল পরিকল্পিত রাস্তার মাধ্যমে, যাতে চলাচল নিয়ন্ত্রিত ও নিরাপদ থাকে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাই ছিল হারেমের সবচেয়ে কঠোর দিক। প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য ছিল একটিমাত্র প্রধান দরজা, যেখানে দিন-রাত সশস্ত্র ও বিশ্বস্ত প্রহরীরা পাহারা দিতেন। ভিতরের অংশে দায়িত্বে থাকতেন খোজা ও মহিলা রক্ষীরা এবং বাইরের প্রহরায় থাকত রাজপুত সৈন্যরা। ২৪ ঘণ্টা পালাক্রমে নির্দিষ্ট রক্ষীদল এই দায়িত্ব পালন করত। মোগল হারেমের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক ছিল এর ভূগর্ভস্থ পথ ও কক্ষ। প্রতিটি আবাসের সঙ্গে যুক্ত ছিল গোপন সুড়ঙ্গ ও সিঁড়ি। আজও আগরা কিল্লার আকবরি মহল ও জাহাঙ্গিরি মহলের নীচে বহু তল বিশিষ্ট ভূগর্ভস্থ কক্ষের অস্তিত্ব দেখা যায়। দীর্ঘ এক সুড়ঙ্গপথ যমুনা নদীর দিকে চলে গিয়েছে।

নোট বন্দির মূল্যায়ন করার এখন খুবই প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদক

নোটবন্দি ও লকডাউনের পুনরাবৃত্তি কি এসআইআরে? প্রশাসনিক উদ্যোগের আড়ালে সাধারণ মানুষের নতুন ভোগান্তি।

নোটবন্দি আর লকডাউন;এই দুটি শব্দ আজও সাধারণ মানুষের স্মৃতিতে এক অস্বস্তিকর শিহরণ জাগায়। হঠাৎ ঘোষণা, অপ্রস্তুত প্রশাসন, অস্পষ্ট নির্দেশিকা আর তার বোঝা বইতে বাধ্য হওয়া সাধারণ মানুষ;এই অভিজ্ঞতা এখনও বহু পরিবারের দৈনন্দিন কথাবার্তায় ফিরে আসে। তখন বলা হয়েছিল, এই কষ্ট সাময়িক, বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজনীয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সিদ্ধান্তগুলির ফলাফল নিয়ে বিতর্ক চলেছে, চলছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় শিক্ষা ছিল একটাই; যে কোনও বড় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত মানুষের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলে, আর সেই প্রভাব যদি পরিকল্পনাহীন হয়, তবে ভোগান্তি অনিবার্য। আজ যখন এসআইআর বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের অভিজ্ঞতা সামনে আসছে, তখন অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগছে; আমরা কি আবার সেই পুরনো ভুলের দিকেই এগোচ্ছি?

এসআইআর-এর উদ্দেশ্য কাগজে-কলমে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা, ভুয়ো নাম বাদ দেওয়া, প্রকৃত নাগরিকের ভোটাধিকার সুরক্ষিত করা;এই সবই একটি সুস্থ গণতন্ত্রের মৌলিক শর্ত। কিন্তু প্রশ্ন হল, উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, তার বাস্তবায়ন যদি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অযথা আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা ও দুর্ভোগ তৈরি করে, তবে সেই উদ্যোগ কতটা গ্রহণযোগ্য থাকে? নোটবন্দি ও লকডাউনের সময়েও একই প্রশ্ন উঠেছিল। লক্ষ্য ছিল কালো টাকা দমন বা জনস্বাস্থ্য রক্ষা, কিন্তু বাস্তব রূপায়ণে সাধারণ মানুষের কষ্ট ছিল চোখে পড়ার মতো।

এসআইআর প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত যে অভিজ্ঞতাগুলি সামনে আসছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই সেই পুরনো স্মৃতিকে উসকে দিচ্ছে। হঠাৎ নথিপত্রের দাবি, সময়সীমার চাপ, ডিজিটাল পদ্ধতির জটিলতা;সব মিলিয়ে বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষের কাছে এই প্রক্রিয়া হয়ে উঠছে এক নতুন দুশ্চিন্তার কারণ।

যাঁদের জীবনে নোটবন্দির সময় ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে দিন কেটেছে, যাঁরা লকডাউনে কাজ হারিয়ে গ্রামে ফিরতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের কাছে এই নতুন প্রশাসনিক প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে।

ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে পরিচয় ও নথিপত্রের প্রশ্ন অত্যন্ত সংবেদনশীল। শহরের মধ্যবিত্তের কাছে আধার, প্যান, ডিজিটাল কপি হয়তো হাতের কাছেই থাকে। কিন্তু গ্রাম বা শহরতলির শ্রমজীবী মানুষ, পরিযায়ী শ্রমিক, বয়স্ক নাগরিক কিংবা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে এই নথিগুলি জোগাড় করা সহজ নয়। নোটবন্দির সময় যেমন নগদের অভাবে তাঁদের জীবন থমকে গিয়েছিল, লকডাউনের সময় যেমন চলাচলের অভাবে তাঁরা অসহায় হয়ে পড়েছিলেন, তেমনই এসআইআরের সময়ও নথির অভাব তাঁদের ভোটাধিকার নিয়েই প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করছে।

গণতন্ত্রে ভোটাধিকার কেবল একটি সাংবিধানিক অধিকার নয়, এটি নাগরিকত্বের অনুভূতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন কোনও নাগরিক মনে করেন, তাঁর ভোটার তালিকায় থাকা নিয়েই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তখন তা শুধু প্রশাসনিক সমস্যা থাকে না, মানসিক আঘাতেও পরিণত হয়। নোটবন্দির সময় মানুষ যেমন নিজের টাকাই নিজের নয়;এই অনুভূতিতে ভুগেছিলেন, লক ডাউনে যেমন নিজের শহরেই নিজেকে পরবাসী মনে হয়েছিল, এসআই আরের ক্ষেত্রেও তেমনই এক বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি জন্ম নিচ্ছে।

এখানে প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনিক সংবেদনশীলতার। এত বড় একটি প্রক্রিয়া চালু করার আগে কি যথেষ্ট প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল? মাঠপর্যায়ের কর্মীরা কি পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? সাধারণ মানুষকে কি যথেষ্ট সময় ও পরিষ্কার তথ্য দেওয়া হয়েছে? নোটবন্দির সময় রাতারাতি সিদ্ধান্তের ফলে যেমন ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছিল, লকডাউনের সময় হঠাৎ ঘোষণায় যেমন পরিবহণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল, এসআইআরেও তেমনই সমন্বয়ের অভাব চোখে পড়ছে বলে অভিযোগ উঠছে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ডিজিটাল নির্ভরতা। আধুনিক প্রশাসনে প্রযুক্তির ব্যবহার অনস্বীকার্য, কিন্তু প্রযুক্তি যখন একমাত্র পথ হয়ে ওঠে, তখনই সমস্যা শুরু হয়। নোটবন্দির সময় ডিজিটাল লেনদেনের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে বহু মানুষ তার সুযোগ পাননি। লকডাউনে অনলাইন শিক্ষা বা পরিষেবার কথা বলা হলেও, ডিজিটাল বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এসআইআরের ক্ষেত্রেও অনলাইন ফর্ম, ডিজিটাল আপলোড, প্রযুক্তিনির্ভর যাচাই; এই সব প্রক্রিয়া বহু মানুষের কাছে এখনও দুর্বোধ্য।

এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে;আমরা কি বারবার একই ভুল করছি? প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত কি কেবল নীতিনির্ধারণের কক্ষে বসেই নেওয়া হচ্ছে, মাঠের বাস্তবতা না বুঝেই? নোটবন্দি ও লকডাউনের পর বহু বিশ্লেষণে বলা হয়েছিল, ভবিষ্যতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মানুষের জীবনযাত্রার ওপর তার প্রভাব গভীরভাবে বিবেচনা করা দরকার। কিন্তু এসআইআর নিয়ে ওঠা অভিযোগগুলি শুনলে মনে হয়, সেই শিক্ষা পুরোপুরি আত্মস্থ হয়নি।

তবে এটাও বলা দরকার, ভোটার তালিকা শুদ্ধ করা একটি প্রয়োজনীয় কাজ। ভুয়ো ভোটার, দ্বৈত নাম, ভুল তথ্য;এই সব গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু এই শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়ায় যদি প্রকৃত ভোটাররাই বাদ পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় থাকেন, তবে উদ্দেশ্যই প্রশ্নের মুখে পড়ে। নোটবন্দির সময় যেমন কালো টাকা ধরার চেয়ে সাদা টাকার কষ্ট বেশি চোখে পড়েছিল, এসআইআরের ক্ষেত্রেও তেমনই প্রকৃত নাগরিকদের ভোগান্তির ছবি সামনে আসছে।

সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পাতায় এই প্রশ্নগুলি তোলা জরুরি, কারণ এগুলি নিছক প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নয়, গণতন্ত্রের ভিত্তির সঙ্গে যুক্ত। ভোটাধিকার নিয়ে যদি মানুষের মনে ভয় বা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, দীর্ঘমেয়াদে গণতান্ত্রিকে দুর্বল করে।

কালাপাহাড়ের ধ্বংস করা মন্দিরে রয়েছেন মহাদেবাদিদেব মহেশ্বর

শঙ্করলাল কর্মকার

কালাপাহাড়ের ধ্বংস করা মন্দির দেখেছেন কখনো? এখানে দেখে নিন একটি উদাহরণ। এই হল ওড়িশার ভদ্রক জেলার ভদ্রেশ্বর গ্রামের ১২০০ বছরের প্রাচীন বীরভদ্রেশ্বর শিবমন্দির। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে গঙ্গা রাজবংশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি কালাপাহাড় প্রায় ৭০ শতাংশ ধ্বংস করে, এখন শুধু নীচের দিকের বাকি ৩০ শতাংশ অক্ষত অবস্থায় দেখা যায় (ওপরের অংশ পরবর্তীতে নির্মাণ করা)। এই অংশটুকুতে এত সুন্দর কারুকার্য খোদিত রয়েছে যা কল্পনাতীত। ভগবান বীরভদ্রেশ্বর এখানে অর্ধনারীশ্বর রূপে অধিষ্ঠিত। মন্দিরের পাশে একটি চতুষ্কোণ পুকুর রয়েছে। পুকুরের পাশে একটি বেদীতে একজন অদ্ভুতদর্শন দেবতার মূর্তি রয়েছে, যাকে আমি চিনতে পারিনি। যখন সেখানে হাজির হই, মন্দিরে কোনও উৎসব চলছিল। বহু মানুষ মন্দিরের চারিদিকে সারি দিয়ে বসে প্রসাদ খাচ্ছিলেন। আমি আমার মতো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম আর ছবি তুলছিলাম। মন্দিরের শিবলিঙ্গের গায়ে একটি অদ্ভুত মুখমন্ডল খোদাই করা রয়েছে, এই বিষয়টি আমি জানতাম। সেই শিবলিঙ্গ ভাল করে দেখবার তো খুব ইচ্ছা, কিন্তু গর্ভগৃহে কেউ না থাকায় ঢুকব কি ঢুকব না ভেবে ইতস্ততঃ করছিলাম। এমন সময় সেখানে আবির্ভূত হলেন ছবিতে যিনি সবুজ রংয়ের ধুতি পরে আছেন, তিনি। হাসিমুখে তিনি বললেন, আসুন ভগবানের দর্শন করে যান। ফুল-বেলপাতায় চাপা পড়ায় শিবলিঙ্গের গায়ে খোদিত মূর্তিটি প্রায় অদৃশ্য। ওনাকে বললাম, ভগবানের সেই মুখটি দেখতে চাই। তিনি ফুল-বেলপাতা সরিয়ে মুখটি দেখালেন। আশ্চর্য হলাম দেখে। এরপর তিনি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরো মন্দির দেখালেন, সব মূর্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সবচেয়ে অবাক হয়েছি সাবিত্রী-সত্যবানের মূর্তি দেখে। এরকম মূর্তি আগে কোথাও দেখিনি। মৃত সত্যবান শায়িত অবস্থায় রয়েছে আর তাঁর শিয়রে বসে রয়েছে সাবিত্রী। এখনকার আধুনিক মূর্তি নয়, বহু প্রাচীন পাথরে খোদাই করা। মন্দির দেখা শেষ হলে পূজারী মশাই প্রসাদ খেয়ে যাবার জন্য জোরাজুরি করতে লাগলেন। আমি কিছুতেই খাব না, তিনিও কিছুতেই ছাড়বেন না। অবশেষে একপ্লেট ভাত, সঙ্গে সুস্বাদু ডালমা (আমাদের খিচুড়ি-লাবড়ার মত) আর আমের আচার দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সম্পূর্ণ করলাম। সবাইকে মাটিতে বসিয়ে খাওয়ালেও আমার জন্য দৌড়ঝাঁপ করে তিনি দুটি চেয়ারের বন্দোবস্ত করে একটিতে প্লেট রেখে, অন্যটিতে বসে খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিলেন।

১২০০ বছরের প্রাচীন শিবমন্দিরের চাতালে ভগবানের স্পেশাল গেস্টের মত রাজকীয় কায়দায় বসে এই প্রসাদ খাওয়ার দৃশ্যটি আমি আজীবন মনে রাখব। খিদে আমার যথেষ্টই পেয়েছিল, কিন্তু ভগবান যে এভাবে তাঁর প্রসাদের ব্যবস্থা করে দেবেন, এটা আশাতীত ছিল। ইদানিং দেখছি মন্দিরে গেলে এই ধরনের ইনসিডেন্ট্ খুব বেশি হচ্ছে। মন্দিরের পূজারী, পুরোহিত বা পান্ডা যাই বলুন না কেন, তাঁদের সঙ্গে না চাইতেই সখ্যতা গড়ে উঠছে। ভগবান যে কোন পথে নিয়ে যাচ্ছেন, কে জানে!

ভারতের প্রতিটি দেব মন্দির বলতে গেলে বহুকালের প্রাচীন। কীভাবে তাদের তৈরি করা হয়েছিল তা কিন্তু আজও রহস্য রয়ে গিয়েছে। ভারতের প্রাচীন দেব মন্দিরকে ধ্বংস করেছে বহু নবাব এবং সুলতানেরা। তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা বেশি করে হিন্দু মন্দিরগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

জামালদায় তৃণমূল বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ .. পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে বিজেপির প্রতিনিধি দল

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৭ জানুয়ারি ঃ কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত জামালদহে নাবালিকা ধর্ষণকাণ্ডে রণক্ষেত্রের চেহারা নয় গত শনিবার। এরপর সচেতন নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে রবিবার ১২ ঘন্টার ধর্মঘট পালন করা হয় জামালদহে। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত গ্রেফতারের পাশাপাশি বিক্ষোভকারী ৯ জনকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ যারা বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছেন। অপরদিকে মূল অভিযুক্ত তিন দিনই পুলিশ হেফাজত হয়। এমতাবস্থায় মেখলিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী নির্যাতিতার এলাকায় গিয়ে তার পরিবারের সাথে দেখা করতে গেলে চরম বিক্ষোভের মুখে পরে স্থানীয় মানুষের। পরিস্থিতি রীতিমতো অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। যদিও বিক্ষোভের মুখে তৃণমূল বিধায়ক বলেন - আমরাও দোষীর উপযুক্ত শাস্তি চাই এমনকি ফাঁসিও চাই। পাশাপাশি স্থানীয় মানুষ জানতে চায় কেন নিরীহ মানুষদের গ্রেপ্তার করল পুলিশ এই প্রসঙ্গে পরেশ অধিকারী বলেন - আমরা উকিলের সাথে কথা বলেছি, যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে বের করে আনা হবে। উল্লেখ্য এই ঘটনায় যখন স্থানীয় মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল সেই সময় পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায় বলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং এই ঘটনায় নয়জনকে গ্রেফতার করা হয় তারপর থেকেই যেন চাপা উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়। মঙ্গলবার জামালদহে নির্যাতিতার বাড়িতে যান বিজেপির প্রতিনিধিদল। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিত বর্মন সহ জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলার মহিলা মোর্চার নেতৃত্বরা। এই প্রসঙ্গে অভিজিত বর্মন বলেন, - অত্যন্ত ন্যক্কার জনক ঘটনা। নিন্দার ভাষা নেই। আসলে প্রশাসনের শাসন বলে এখানে কিছু নেই এখানে শাসকের শাসন চলে। সারা রাজ্যজুড়ে প্রতিনিয়ত প্রতিদিন এই সরকারের আমলে এই ধরনের ঘটনা বেড়েই চলেছে। এই ঘটনা কেউ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু স্থানীয় মানুষের বিক্ষোভের কারণে তা সম্ভব হয়নি। স্বভাবতই জামালদহের এই ঘটনা নিয়ে চরম চাপানউতর আজও অব্যাহত। যে ৯ জন বিক্ষোভকারী কে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল তার মধ্যে একজন বিএলএ ২ ছিল। সূত্রের খবর অনুযায়ী আজ আদালতে তাকে জামিন দিতে পারে। আজ অভিযুক্তকে পুনরায় আদালতে তোলা হবে এবং তারপর আদালত কি সিদ্ধান্ত নেয় সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে এলাকার স্থানীয় মানুষ।

মেখলিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক পরেশ চন্দ্র অধিকারী কে ঘিরে বিক্ষোভ স্থানীয়দের।

বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে শুনানিতে এসে ক্ষোভ দেবাংশু ভট্টাচার্যের

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৭ জানুয়ারি ঃ দেড় কোটির টার্গেট শুভেন্দু বাবুরা দিয়ে রেখেছেন। সেই টার্গেট পূরণ করতে হবে তাই ডাকছে', বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে শুনানিতে এসে ক্ষোভ দেবাংশু ভট্টাচার্যের। এসআইআর এর হিয়ারিং-এ ডাক পেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে হাওড়ার বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের শুনানি কেন্দ্রে সপরিবারে আসেন তৃণমূলের সোস্যাল মিডিয়া সেলের ইনচার্জ দেবাংশু ভট্টাচার্য। সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। দেবাংশু বলেন, 'শুভেন্দু বাবুদের দেড় কোটির টার্গেট পূরণ করতেই ডাক এসেছে'। এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে শুনানিতে আসেন তিনি। কিন্তু কেন তাঁকে ডাকা হল সেই বিষয়ে কোনও স্পষ্ট নির্দেশিকা না থাকায় তিনি আশ্চর্য বোধ করছেন বলে তিনি জানান। জানা গেছে, দেবাংশু সহ তাঁর পরিবারের মোট ৪ জনকে শুনানির নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কি কারণে ডাকা হয়েছে তা অবশ্য জানা যায়নি। দেবাংশু বলেন, 'জানা ছিল শুনানিতে ডাক আসবে। কিন্তু কবে আসবে বুঝতে পারছিলাম না। ফাইনালি এসেছে ভালোবাসার চিঠি। হ্যাপি নিউ ইয়ার করতে ডেকেছে। আমারও এসেছে। আমার পরিবারের কারও কাগজপত্রে ভুল কিছু নেই। কি কারণে ডাক পেয়েছে জানিনা। দেড় কোটির টার্গেট শুভেন্দু বাবুরা দিয়ে রেখেছেন। সেই টার্গেট পূরণ করতে হবে তাই ডাকছে। আমি, আমার দিদি, আমার খুড়তুতো ভাই এবং তাদের হিয়ারিং-এ ডাক পেয়েছি। দিদি হাত ভেঙে বেড রেস্টে ওর কাগজপত্র নিয়ে মা এসেছেন। এখনও পর্যন্ত মোট চারজনে ডাক পেয়েছি। আমার বাবা, মা এবং কাকা, কাকিমার ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম ছিল। সেই কারণে ৫৮ লাখের তালিকায় আমাদের নাম আসেনি। আমার বাবা, মা, দিদি এবং আমার নাম, বয়সে কোনও কার্ডে কোনও গরমিল নেই। প্রতিটি কার্ডে একইরকম রয়েছে। তা সত্ত্বেও কেন ডেকে পাঠানো হয়েছে সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। আমাদের কাছে লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির জন্য যে নোটিশ এসেছে তার লজিক্যাল কোনও কারণ নেই।' শুনানি কেন্দ্রের বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় দেবাংশু আরও বলেন, 'মানুষকে অযথা হয়রানি করা হচ্ছে'। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি এক কোটি বাংলার মানুষের নাম বাদ দিতে চাইছে। তাতে লাভ হবে না। বাকি সাত কোটি মানুষ জবাব দেবে। উল্লেখ্য বালির গ্রামাঞ্চলেই দেবাংশু ভট্টাচার্যের পরিবারের বাস। তাঁর যৌথ পরিবারে তুতো দাদা, ভাই ছাড়াও তার দিদি সহ আরও কয়েকজন তুতো ভাই-বোনও শুনানিতে এদিন ডাক পান। দেবাংশু জানান, তাঁদের বর্তমান প্রজন্মের কয়েকজনের নামের বানানের এ আই দ্বারা করা তর্জমায় সমস্যা দেখানো হয়েছে। সে কারণেই তাঁদের ডাকা হয়েছিল বলে আপাতত জানানো হয়েছে। তিনি ও তাঁর পরিবারের অন্যরা তাঁদের যাবতীয় নথি জমা দিয়েছেন শুনানি কেন্দ্রে।

এসআইআর আতঙ্কে প্রবাসে আত্মঘাতী যুবক

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৭ জানুয়ারি ঃ এসআইআর আতঙ্কে মুর্শিদাবাদে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। এবার দেশের বাইরে থাকাকালীন অবস্থায় এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী হলেন মুর্শিদাবাদের এক যুবক। মৃত ওই যুবকের নাম ইব্রাহিম শেখ (৩৫)। তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার অন্তর্গত হিজল নতুনপাড়া এলাকায়। তাঁর স্ত্রী এবং দুই পুত্র সন্তান রয়েছে। বিগত এক বছর ধরে ইব্রাহিম সৌদি আরবে কর্মরত ছিলেন। মৃতের স্ত্রী রেকশোনা বিবির অভিযোগ, এসআইআর শুনানির আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন তাঁর স্বামী। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ইব্রাহিম শেখের বাবার নাম এবং ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় তার বাবার নামের মধ্যে 'মিস ম্যাচ' থাকায় তাকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। শুনানির নোটিশ আসার পর থেকেই আতঙ্কে ভুগছিলেন ইব্রাহিম। পরিবারের তরফে তাঁকে বারবার বোঝানো হলেও তাঁর আতঙ্ক কাটেনি। শুনানির জন্য প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে মঙ্গলবার তাঁর স্ত্রী রেকশোনা লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তখনই ফোনে খবর আসে তাঁর স্বামী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। স্বামীর এই আকস্মিক মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে রেকশোনা সহ গোটা পরিবার। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্যের মৃত্যুতে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন দুই পুত্র সন্তান সহ রেকশোনা বিবি। তিনি বলেন, আমার স্বামী ইব্রাহিম শেখ সৌদি আরবে কর্মরত ছিলেন। এসআইআর শুনানির নোটিশ আসার পর থেকেই তিনি আতঙ্কে ভুগছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল সন্তান সহ তাঁকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। রেকশোনা আরও বলেন,আমি এবং আমাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাঁকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। যেহেতু তিনি দেশে ছিলেন না, তাই তাঁর সমস্ত রকম কাগজপত্র নিয়ে আমি শুনানিতে আসি। কিন্তু আজ শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে ফোনে খবর পেলাম আমার স্বামী বিদেশে থাকাকালীন গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। এখন দুই ছেলেকে নিয়ে আমি কোথায় যাব, কীভাবে সংসার চালাবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। সূত্রের খবর মৃত ওই যুবককের বাবার নাম কোনও নথিতে রয়েছে শেখ রশিদ এবং কোথাও রয়েছে রশিদ শেখ। তথ্যের এই অমিলের জন্য ইব্রাহিমকে শুনানির নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। ঘটনার খবর পেয়েই শুনানি কেন্দ্রে ছুটে আসেন কান্দির তৃণমূল বিধায়ক অপূর্ব সরকার এবং কান্দি থানার আইসি মৃণাল সিনহা। তাঁরা মৃত ইব্রাহিম শেখের দেহ বাড়িতে আনার জন্য পরিবারের পাশে সবরকমভাবে। অপূর্ব সরকার বলেন, নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকায় নাম তোলবার সময় কাজটি 'আউট সোর্সিং' করায় বিভিন্ন ভুল ভ্রান্তি এবং 'টাইপিং মিসটেক' করেছে। এর ফলে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র জন্য অনেকের শুনানিতে ডাক পড়ছে। আজ এসআইআর শুনানির নোটিশের জন্যই ইব্রাহিম শেখ আত্মহত্যা করেছে। ইব্রাহিম শেখের মৃত্যুর দায়ভার বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে। মৃতের দুই নাবালক সন্তান এবং স্ত্রীকে কে দেখবে। এসআইআর পর্বে এখনও পর্যন্ত যারা মারা গিয়েছেন তাঁদের পরিবারের একটি প্রতিনিধি দল আজই দিল্লি যাচ্ছেন।

রোগী মৃত্যু, উত্তেজনা নার্সিংহোমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ২৭ জানুয়ারি ঃ রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার উত্তেজনা ছড়াল উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার রামগঞ্জের একটি নার্সিংহোমে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম পিঙ্কি খাতুন। বাড়ি ইসলামপুর থানার বেলঝারি এলাকায়। সোমবার রাতে ওই নার্সিংহোমে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় পিঙ্কি। মঙ্গলবার হঠাৎই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মৃত্যু হয়। এরপর চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে রোগীর পরিজনেরা নার্সিংহোমে ঢুকে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পুলিশ পুরো বিষয়টি দেখছে।

এসআইআর শুনানিতে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষদেরও বেড়েছে 'ভোগান্তি'

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৭ জানুয়ারি ঃ এসআইআর শুনানিতে দিন আনা দিন খাওয়া সেইসব প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষদেরও বেড়েছে 'ভোগান্তি', বাঁকড়া দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কয়েক হাজার মানুষকে শুনানিতে ডাক। ওই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মোট বুথের সংখ্যা ৩০। এখানে প্রায় ২৮ হাজার ভোটার। এদের মধ্যে প্রায় কয়েক হাজার ভোটারের শুনানিতে ডাক পড়েছে বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার হাওড়ার বাঁকড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শুনানি কেন্দ্রে দেখা যায় বিশাল লাইন। এলাকার বেশিরভাগ মানুষ পেশায় দর্জি। তাঁরা একদিন ওস্তাগারের কাছে না গেলে ক্ষতি প্রায় ৪০০ টাকা। অনেকে লাইনে দাঁড়ানোর জন্য হাওড়ার মঙ্গলাহাটে ব্যবসার কাজে এদিন আসতে পারেননি। ফলে তারা চরম আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন। হাওড়ার বাঁকড়া এলাকার বাসিন্দা মাহফুজ আহমেদ (২৮)। পেশায় দর্জি। দৈনিক আয় ৪০০ টাকা। দিন কয়েক আগে বিএলও শুনানির নোটিশ পাঠানোর জন্য তিনি এদিন সব কাজ ফেলে ছুটে এসেছেন বাঁকড়া দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে। তাঁর অভিযোগ, এর আগে এ্যানুমারেশান ফর্ম জমা দেওয়ার সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়েছিলেন। খসড়া তালিকাতে তাঁর নাম ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁকে ফের শুনানিতে ডাকা হয়েছে। এখানে সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে বলে কাজে ক্ষতি হচ্ছে। প্রায় একই ধরনের সমস্যায় পড়েছেন বাঁকড়া মুন্সীডাঙ্গা নতুনপাড়ার বাসিন্দা হাফিজুর রহমান সর্দার (২৯)। তিনিও সকাল থেকে লাইনে দাঁড়ানোর ফলে কাজে যেতে পারেননি। তাই দৈনিক মজুরি থেকে বঞ্চিত। তাঁর ছাড়াও মা ও ঠাকুমার নামে নোটিশ এসেছে। তাই সপরিবারে হাজির বাঁকড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের শুনানি কেন্দ্রে। তাঁর দাবি, সব প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে।

মুদির দোকান থেকে উদ্ধার আতসবাজির মশলা, গ্রেফতার মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৭ জানুয়ারি ঃ হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে মুদির দোকান থেকে উদ্ধার আতসবাজির মশলা, গ্রেফতার দোকান মালিক। সোমবার রাতে জগবল্লভপুর থানা পাঁতিহাল হাটতলার একটি মুদির দোকান থেকে উদ্ধার হয় ওই বাজি তৈরির ওই মশলা। সোমবার রাতে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই দোকানে হানা দেয়। উদ্ধার করা হয় সোডিয়াম নাইট্রেট, চারকোল এবং অ্যালুমিনিয়াম পাউডার। জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে দোকান মালিক মনোজিত প্রামাণিককে। মঙ্গলবার ধৃতকে হাওড়া আদালতে তোলা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মুদির দোকানে বাজি তৈরির সরঞ্জাম (গান পাউডার - ৮ কেজি, পটাশিয়াম নাইট্রেট (শোরা) - ১ বস্তা, কাঠকয়লা - আধা বস্তা এবং অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল - ১ বস্তা) বিক্রি করার অভিযোগে দোকান মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

হাওড়া ডিভিসনে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগ

নংঃ সিওএম/ডিইভি/এসটিবিএ/০৪ এসটিএনএস/এইচডব্লুএইচ/২০২৬, তারিখঃ ২৭.০১.২০২৬

কম্পিউটারাইজড্ আনরিজার্ভড্ টিকেটিং সিস্টেমের (ইউটিএস) মাধ্যমে অসংরক্ষিত টিকিট প্রদান করতে ০১ (এক) বছর সময়সীমার জন্য পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনের নিম্নলিখিত ০৪টি স্টেশনে কমিশন ভিত্তিক স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত বয়ানে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। প্রতি স্টেশনের জন্য টেন্ডার পৃথক টেন্ডার হিসাবে গণ্য হবে। **স্টেশনের নামঃ** খন্যান, বাঁশবেড়িয়া, বাহিরখন্ড ও বেলানগর। **যোগ্যতাঃ (ক)** যে প্রস্তাবিত স্টেশনের জন্য স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্টের (এসটিবিএ) চুক্তি প্রদান করা হবে সেই স্টেশনটি যে জেলায় অবস্থিত, আবেদনকারীকে সেই জেলার স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে। **(খ)** আবেদনকারীর বয়স ১৮ বছরের কম হওয়া চলবে না এবং ন্যূনতম দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণকারী আবেদনকারীদের মধ্যে, মাসিক বিক্রির টার্নওভারে ন্যূনতম কমিশন (৪% কমিশন স্ল্যাবে) চয়নকারী প্রার্থীরা স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) হিসাবে নিযুক্ত হবেন। আবেদনকারীকে কমিশনের হার বিশেষতঃ ০% থেকে ৪%-এর মধ্যে কোট করতে হবে (কোনও নেতিবাচক বিড বিবেচনা করা হবে না)। যদি একাধিক আবেদনকারী একই হার কোট করেন, সেক্ষেত্রে জনসাধারণের উপস্থিতিতে স্বচ্ছতার সাথে লটারি করা হবে। একটি স্টেশনের জন্য কেবলমাত্র একজন আবেদনকারীকেই স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্টের (এসটিবিএ) চুক্তি প্রদান করা হবে। **প্রদেয় কমিশনঃ** টাকার অঙ্কে মাসিক বিক্রির টার্নওভারের স্ল্যাব; প্রদেয় কমিশনের হার নিম্নরূপঃ **স্ল্যাব ১ঃ** ১ টাকা থেকে ২০০০০ টাকা, ২৫% (ন্যূনতম ২৫০০ টাকা), **স্ল্যাব ২ঃ** ২০০০১ টাকা থেকে ১০০০০০ টাকা, ১৫%, **স্ল্যাব ৩ঃ** ১০০০০০ টাকার বেশী, (এনএসজি-৬, এনএসজি-৫ এবং এসজি-৩ ক্যাটেগরির স্টেশনের ক্ষেত্রে ৪%) অথবা কোট করা হার যেটি কম হবে। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (অফেরৎযোগ্য)ঃ** (১) বাঁশবেড়িয়া ও বেলানগর-১১২০ টাকা (২) খন্যান ও বাহিরখন্ড-২২৪০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ভারতীয় যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা এফএ অ্যান্ড সিএও, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতার অনুকূলে প্রদেয় ব্যাঙ্কার'স চেক/ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে এসজি-৩ ক্যাটেগরির স্টেশনের জন্য ৫০০০ টাকার বায়নামূল্য টেন্ডার ফর্মের সাথে জমা করতে হবে। **টেন্ডার নথিপত্র পাওয়া যাবেঃ** টেন্ডার নথিপত্রের নির্ধারিত মূল্য (অফেরৎযোগ্য) জমা করার পরিপ্রেক্ষিতে ২৮.০১.২০২৬ থেকে ১৮.০২.২০২৬ তারিখের মধ্যে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত, যেখানে ১৮.০২.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত বুকিং সুপারভাইজার (জি), হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক জারি করা অরিজিনাল মানি রিসিট দাখিল করে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া--এর কার্যালয় ডিআরএম বিল্ডিং (দ্বিতীয় তল), রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ থেকে ২৮.০১.২০২৬ থেকে ১৮.০২.২০২৬ তারিখের মধ্যে যে কোনও কাজের দিনে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত টেন্ডার নথিপত্র পাওয়া যাবে। অফিসিয়াল ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in** থেকেও টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে। অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা হলে সেক্ষেত্রে টেন্ডার নথিপত্রের সাথে টেন্ডার নথির মূল্য বাবদ এফএ অ্যান্ড সিএও, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতার অনুকূলে একটি ডিমান্ড ড্রাফ্ট (অফেরৎযোগ্য) সংলগ্ন থাকতে হবে। **টেন্ডার নথিপত্র জমাঃ** ২৮.০১.২০২৬ থেকে ১৮.০২.২০২৬ তারিখের মধ্যে কাজের দিনে (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত)। **টেন্ডার খোলাঃ** ১৯.০২.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.৩০ মিনিটে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-এর অফিসে। ছুটি অথবা যে কোনও অপরিহার্য কারণে অফিস বন্ধ থাকলে, পরবর্তী কাজের দিনে একই সময়ে এবং স্থানে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ অফিসিয়াল ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in** এবং সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-এর অফিসের নোটিশ বোর্ডে দেখা যাবে।

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ডেস্টিনি লজিস্টিক অ্যান্ড ইনফ্রা লিমিটেড

সিআইএন নংঃ এল৬৩০৯০ডব্লুবি২০১১পিএলসি১৬৫৫২০
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৩৭৫, দক্ষিণদাড়ি রোড, কলকাতা, পরগণা উত্তর, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৪৮ ভারত
ফোনঃ +০৩৩-৪০০৮৭৪৬৩ ইমেলঃ info@destinyinfra.in, ওয়েবসাইটঃ www.destinyinfra.in

ডাকযোগে ভোটের বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং ধারা ১১০ অনুসারে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধি, ২০১৫ এর ৪৪ নং প্রবিধানের সাথে পঠিত, এবং এর অধীনে জারি করা আইন, বিধি, প্রবিধান, বিজ্ঞপ্তি এবং বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান (যার মধ্যে আপাতত বলব এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনঃপ্রণয়ন অন্তর্ভুক্ত), কোম্পানিটি

* মঙ্গলবার, ২৭শে জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে, কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) ক্যামিও কর্পোরেট সার্ভিসেস লিমিটেডের মাধ্যমে, সেইসব সদস্যদের কাছে ই-ভোটিংয়ের জন্য পোস্টাল ব্যালটের নোটিশ ই-মেল-এর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যারা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট বা কোম্পানির কাছে তাদের ই-মেল আইডি নিবন্ধন করেছেন সদস্যদের অনুমোদন চাওয়ার জন্য।

কোম্পানির সংঘবিধির উদ্দেশ্য ধারায় পরিবর্তনের জন্য কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদন চাওয়ার উদ্দেশ্যে, যা ১৬ই জানুয়ারী ২০২৬ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আছে।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ মেসার্স বিজিএস মিশ্র অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, কোম্পানি সেক্রেটারিজ এলএলপি-এর শ্রী গৌরী শঙ্কর মিশ্রকে (সদস্যপদ নং এফ ৬৯০৬ এবং সিপি নং ১৩৫৮১) ডাকযোগে ব্যালট এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার (এতদ্বারা যাকে স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে উল্লেখ করা হবে) হিসেবে নিয়োগ করেছে।

সদস্যদের জন্য শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বিকল্প রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি সদস্যদের ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদানের জন্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের ব্যবস্থা করার জন্য সিডিএসএল-কে সংস্থা হিসেবে নিযুক্ত করেছে। ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তির টীকাসমূহে উল্লেখ করা আছে। সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদান বৃহস্পতিবার, ২৯শে জানুয়ারি ২০২৬ সকাল ৯:০০ ঘটিকা (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং শুক্রবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিকাল ৫:০০ ঘটিকায় (আইএসটি) শেষ হবে।

এই তারিখের পরে প্রাপ্ত কোনো প্রতিক্রিয়া গণনা করা হবে না এবং তা অপ্রাপ্ত বলে গণ্য করা হবে।

সদস্যদের ভোটাধিকার শুক্রবার, ২৩শে জানুয়ারী ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী গণনা করা হবে, যা হলো কাট-অফ তারিখ। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, তিনি ডাকযোগে ব্যালটের নোটিশটি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করবেন। ডাকযোগে ব্যালট নোটিশের কপিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.destinyinfra.in এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://www.cdslindia.com-এ উপলব্ধ আছে।

ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ("FAC") এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি সাহায্য বিভাগের অধীনে দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২.৫৫ ৩৩-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার দুই কার্যদিবসের মধ্যে অর্থাৎ, ২৬শে মার্চ ২০২৬ সালের মঙ্গলবার বা তার আগে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে ই-ভোটিংয়ের ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং তা এনএসই লিমিটেড (''এনএসই'')-কে জানানো হবে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে। পোস্টাল ব্যালটের ফলাফলও কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.destinyinfra.in-এ প্রদর্শন করা হবে।

ডেস্টিনি লজিস্টিকস অ্যান্ড ইনফ্রা লিমিটেডের
পরিচালনা পর্ষদের জন্য এবং পক্ষে
স্বা/-
রিঙ্কি সাউ
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮.০১.২০২৬

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার ভবনে বিক্ষোভ অস্থায়ী কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৭ জানুয়ারি ঃ বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কোচবিহার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন

সংস্থার পরিবহন ভবনে এম ডির ঘরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ বসলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার অস্থায়ী কর্মীরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এর আগেও এই অস্থায়ী কর্মীরা তাদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ঠিক একইভাবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার এমডির ঘরের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে বসেছিল। কিন্তু পরিস্থিতির বদল না হওয়ায় পুনরায় মঙ্গলবার সকাল থেকেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার পরিবহন ভবনে এমডির চেম্বারের সামনে অবস্থান - বিক্ষোভ শামিল অস্থায়ী কর্মীরা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আন্দোলনকারী তাপস দে বলেন - তাদের দীর্ঘদিনের দাবি তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হোক। এই বিষয় নিয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান এবং এমডির সঙ্গেও তাদের একাধিকবার কথা হয়েছে তবে এখনো পর্যন্ত তারা কোনো সুরাহা পায়নি তাই বাধ্য হয়ে তাদের আন্দোলনে বসতে হচ্ছে। তিনি আরো বলেন - এর আগে তারা আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন তখন তাদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। মঙ্গলবার তাদের আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনেও এখনো পর্যন্ত কোনো কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে কথা বলেনি বলেও জানিয়েছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন - এর আগেও অস্থায়ী কর্মী অর্থাৎ ড্রাইভার কন্টাকটার এবং মেকানিক পাশাপাশি এজেন্সির মাধ্যমে নিযুক্ত ড্রাইভার এবং কন্টাকটার তারা আন্দোলনে বসেছিলেন। পরবর্তীতে সরকার ড্রাইভারদের ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধি করলেও বাকিদের বেতন বৃদ্ধি হয়নি। যদিও আমরা এই বিষয়ে সরকারকে জানানোর পর সেইমতো ফিন্যান্সে পাঠানো হয়েছে তবে এখনো কোনো নির্দেশ আসেনি আসলে পরে সেই নির্দেশ অনুযায়ী তাদের বেতন বৃদ্ধি হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে চুক্তিবদ্ধ চালকদের বেতন বৃদ্ধি হলেও কন্ডাক্টর এবং মেকানিকদের বেতন বৃদ্ধি হয়নি।

NIT No. WB/HZP/BJ/CGP 15thUT/NIT-18/25-26

E-Tender are hereby invited from resourceful, experienced, bonafied, reputed contractors for execution of total 2(Two) Nos. different works. Last date of submission of Bid proposal (online): **30/01/2026 at 6:00 PM**. Bid opening date & time for Technical Proposal (Online): **02/02/2026 at 01.00 PM.** For details visit the office of the undersigned.

Sd/-Prodhan
Chamrail Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER

Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia

NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-31/APAS/BDO/2025-26

E-tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **upto 03.00 P. M of 03/02/2026 under APAS 2025-26.**

For details intending participants may contact to The undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/-
Block Development officer
Joypur Development Block

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY

PARA::PURULIA

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-58/2025-26(2 nd Call)** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District- Purulia, 24 (Twenty-four) nos. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/ sell starting from **26.01.2026 up to 02.02.2026 12.00 P.M**. Bid submission starting from **26.01.2026 up to 02.02.2026 at 12.00 PM**. And Opening on **04.02.2026 at 12:05 P.M**. For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil) / Borough-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : KMC/EE(C)/IV/039/E13/25-26/BUSTEE
Name of work :**Restoration of asphaltum road at 10/11 Mitra Lane to 12, Marcus Sq. Due Tolaying of S.W pipe in WD No.-039**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,83,698.15**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **45 Days**. Last date and time of submission of bid : **07.02.2026 - 11 a.m.** The tender will be opened on : **09.02.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **27.01.2026 (5 p.m.)** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Civil), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/XIV/121/033/25-26/MLA (1st Call)
Name of work : **Improvement of footpath by providing & laying pavere block etc. along northern side of R. R. M. Roy Road near Pr. No. 120 & 115/1, etc. in Ward No. 121**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,99,634.22**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **21 Days**. Last date and time of submission of bid : **03.02.2026 (up to 5 p.m.).** Tender will be opened on : **05.02.2026 (5 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **27.01.2026 (from 5 p.m.)** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil) / Br-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/XIV/132/014/25-26/APAS (1st Call)
Name of work : **Desilting, removal of chokage including replacement, rising of manhole and catchpit of U/G sewer line at D.H. Road Bye Lane near Barobagan etc. under Booth No.-47 in Ward No.-132**. Work Value : **Rs. 2,93,687.68**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date of submission of bid : **05.02.2026 (up to 5 p.m.).** Tender will be opened on : **07.02.2026 (5 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **28.01.2026 (from 5 p.m.)** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil) / Br-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
1. NIT No. : KMC/XIII/115/92/25-26/US (1st Call)
Name of work : **Maint. of sanitary latrines at Bye Lanes of M. G. Road, Raja Rammohan Roy Road, Judge Bagan Colony etc. for the different slum/bustee area in W/N-115**. Work Value: **Rs. 2,96,356.39**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion **:30 Days**.
2. NIT No. : KMC/XIII/115/91/25-26/US (1st Call)
Name of work : **Maint. of C. C. pavement at different places near Pre. No.-15A, P.T. Rd., 37/N, 18, K. G. Lane, 129/7, B.B. Rd., 355, 3/74B, C.V. Rd. etc. (Slum / Bustee Area) in W/N-115**. Work Value: **Rs. 2,97,553.88**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion **:30 Days**. Last date of submission of bid : **07.02.2026 (up to 11 a.m.)** (for sl. no. 1 & 2). Tender will be opened on : **09.02.2026 (11 a.m.)** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **28.01.2026 (from 5 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2). The website : **https:// etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil) / Br-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/XIV/128/169/25-26/US (1st Call)
Name of work : **Improvement of drainage system by laying of S.W. sewer line near 384, 273, 276 Ho Chi Minh Sarani (Uttaran Area), etc. in Ward No.-128**. Work Value: **Rs. 4,24,295.86**. Earnest Money : **Rs. 8,500.00**. Period of Completion **:30 Days**. Last date of submission of bid : **07.02.2026 (up to 11 a.m.).** Tender will be opened on : **09.02.2026 (11 a.m.).** The bid forms and other details are available on and from **28.01.2026 (from 5 p.m.)** from the website : **https://etender. wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil)/Br-III, KMC invites online percentage rate tenders under two Bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EE-III/35/52/25-26/UTTARAN
Name of work : **Renovation of concrete Uttaran Passage at 133 R.R.L Mitra Lane and different places in Ward No. 35**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 3,41,901.00**. Earnest Money : **Rs. 7,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE-III/35/51/25-26/UTTARAN
Name of work : **Renovation of concrete Uttaran Passage at 76 Kavi Sukanta Sarani and different places in Ward No. 35**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 3,21,049.00**. Earnest Money : **Rs. 6,500.00**. Period of Completion : **30 Days**. Date and time of submission of bid **03.02.2026** at **5 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Date and time of opening of bid **05.02.2026** after **5 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details will be available on and from **27.01.2026** at **5 p.m.** (for Sl. No. 1 and 2). The webside **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).
3. NIT No. : KMC/EE-III/31/9/25-26/US (1st Call)
Name of work : **Supplying, fitting & fixing PIT covers at 93, 94 N.M. Road, 14 Kankurgachi 2nd Lane and different Uttaran area in Ward No. 31**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,52,287.00**. Earnest Money : **Rs. 3,500.00**. Period of Completion : **60 Days**.
4. NIT No. : KMC/EE-III/31/10/25-26/US (1st Call)
Name of work : **Removal of chokage from sewer at 20/H/1 S.K. Daw Lane, 94, N.M. Road and different uttaran area in Ward No. 31**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,91,930.00**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.
5. NIT No. : KMC/EE-III/31/12/25-26/US (1st Call)
Name of work : **Repairing of sanitary latrine at 30C, S.K. Daw Lane and different uttaran areas in Ward No. 31**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,44,353.00**. Earnest Money : **Rs. 9,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.
6. NIT No. : KMC/EE-III/33/44/25-26 (1st Call)
Name of work : **Restoration of IPS and concrete passage and footpath at 100, 99 S.S. Road, 4 R.M.M.G. Lane, 2 Janmenjoy Road, 1,7 Surah 2nd Lane and different location in Ward No. 33 disturbed due to CESC and Natural Wear and Tear.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,87,643.00**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **75 Days**.
7. NIT No. : KMC/EE-III/33/45/25-26/US
Name of work : **Maintenance of sewer line at 75, 76, 91, 95 Beliaghata Main Road, 30 R.M.D.G. Lane and different uttaran areas in Ward No. 33**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,43,060.00**. Earnest Money : **Rs. 9,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
8. NIT No. : KMC/EE-III/33/46/25-26/US (1st Call)
Name of work : **Repairing of passage at 75, 76 B.M. Road, 30 Suren Sarkar Road and different uttaran area in Ward No. 33**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,43,579.00**. Earnest Money : **Rs. 9,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
9. NIT No. : KMC/EE-III/33/47/25-26/US (1st Call)
Name of work : **Repairing of sanitary latrine at 37, 96, 98 S.S. Road, 4 R.M.M.G. Lane and different uttaran area in Ward No. 33**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,42,447.00**. Earnest Money : **Rs. 9,000.00**. Period of Completion : **45 Days**.
10. NIT No. : KMC/EE-III/UTTARAN/34/8/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repairing of uttaran sewer at 19/20 B.M. Road, 20/11 C.P. Road, 105/10 R.R.L. Mitra Road and different places in Ward No. 34**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,44,035.00**. Earnest Money : **Rs. 9,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
11. NIT No. : KMC/EE-III/UTTARAN/34/9/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repairing of uttaran passage at 1/10, 1/12, 27/12, 27/10 Kalimudiin Sarkar Lane and its surrounding areas in Ward No. 34**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,44,355.00**. Earnest Money : **Rs. 9,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
12. NIT No. : KMC/EE-III/UTTARAN/34/10/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repairing of uttaran sanitary latrine at 147/A/13, 147/A/H/14 R.R.L. Mitra Road, 1/H/12, 1/H/15 Rashmoni Bazar Road and different places in Ward No. 34**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,44,128.00**. Earnest Money : **Rs. 9,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
13. NIT No. : KMC/EE-III/UTTARAN/34/11/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of sewer at 131/H/13, 131/H/24, 147/B/H/14, 147/B/H/12 R.R.L. Mitra Road and surrounding area in Ward No. 34**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,43,914.00**. Earnest Money : **Rs. 9,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
14. NIT No. : KMC/EE-III/34/18/25-26 (1st Call)
Name of work : **Restoration of Asphaltum Road surface at 1/H/6, 9 Kalimuddin Sarkar Lane and its surrounding areas in Ward No. 34 excavated by CESC**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 3,57,063.00**. Earnest Money : **Rs. 7,300.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of submission of bid **03.02.2026** up to **12 noon** (for Sl. No. 3 to 14). Date and time of opening of bid **05.02.2026** after **12 noon** (for Sl. No. 3 to 14). The bid forms and other details are available on and from **27.01.2026** at **5 p.m.** (for Sl. No. 3 to 14). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 3 to 14).

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/IX/077/176/2025-2026/APAS published in this Newspaper on **12/01/2026 (Key No. 1934/25-26)** of **Engineering Civil, Br-IX Department**. Last date and time of submission of bid **29/01/2026 - 12 noon.** in place of 21/01/2026 - 2 p.m. Tender will be opened on **31/01/2026 - 12 noon** in place of 24/01/2026 - 2 p.m.

NIT No. KMC/EE-III/34/APAS/52/25-26 (1st Call) published in this Newspaper on **22/12/2025 (Key No. 1771/25-26)** of **Engineering (Civil), Br-III Department**. Last date and time of submission of bids **31/01/2026 up to 12 noon.** instead of 27/12/2025 up to 9 a.m. Date of opening of bids **02/02/2026 after 12 noon.** instead of 29/12/2025 after 9 a.m. All other criteria remain unchanged.

2070/25-26

প্রধানমন্ত্রীর সভার পাল্টা সভা মুখ্যমন্ত্রীর, ২৬ এর ভোটের আগে সিঙ্গুর নিয়ে রাজনৈতিক লড়াই তুঙ্গে

প্রীতম সাধুখাঁ, হুগলী, ২৭ জানুয়ারি ঃ সিঙ্গুরে হতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা। মোদির সভার ১০ দিন পর হতে চলেছে এই সভা। মঙ্গলবার সেই সভার স্থল পরিদর্শনে আসেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। এদিন বেচারাম মান্না বলেন, সিঙ্গুরের পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে মোদী মিথ্যা, কুৎসা, অপপ্রচার করে গেছেন। বাংলাকে অপমান করে গেছেন। বাংলাকে বিগত কয়েক বছর ধরে বঞ্চনা করে চলছেন। বাংলার এই বঞ্চনার জবাব কাল মুখ্যমন্ত্রী এই সভা থেকে দেবেন। মোদী সিঙ্গুর, হুগলি, বাংলাকে কিছু দিতে পারেননি। আগামীকাল মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গুরে উন্নয়নের ডালি নিয়ে আসছেন।মোদির সভা যেখানে হয়েছিল সেখান থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে হচ্ছে মমতার সভা। এ বিষয়ে বেচারাম মান্না বলেন, মোদির সভায় ৪০ হাজার লোক হয়েছিল। এখানে দু লক্ষের বেশি লোক আসবে তাই এই জায়গায় সভা করা হচ্ছে।নরেন্দ্র মোদির ৪০ হাজার লুকায়িন, মুখ্যমন্ত্রী সভার দু লক্ষ লোকের টার্গেট, সিঙ্গুরে বললেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। বিধানসভা ভোটের আগে হটস্পট সিঙ্গুর। গত ১৮ই জানুয়ারি সিঙ্গুরে টাটার মাঠে একাধিক সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস ও জনসভা করে গেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার জনসভার দশ দিন পর সিঙ্গুরের বাকইপাড়া পলতাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইন্দ্রখালি এলাকায় ২৮ শে জানুয়ারি অর্থাৎ বুধবার সিঙ্গুরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রী সরকারি বাড়ুবলার বাড়ি প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের সহায়তা প্রদান করবেন। পাশাপাশি রাজনৈতিক জনসভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই মঞ্চ তৈরীর কাজ শেষ। গোটা এলাকা মুড়ে ফেলা হয়েছে তৃণমূলের দলীয় পতাকায়। আজ মাঠ পরিদর্শনে যান তৃনমূল নেতৃত্ব।উল্লেখ্য ,সিঙ্গুর ঘিরে এক সময় তোলপাড় হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। সিঙ্গুরে ন্যানো কারখানার জন্য কাজ শুরু করেছিল টাটারা। জোর করে কৃষকদের থেকে জমি দখলের অভিযোগে আন্দোলনে নামে তৃণমূল। এরপর ২০১১ রাজ্য রাজনীতিতে পালাবদল হয়। ক্ষমতায় আসে তৃণমূল।২০০৮ সালে সিঙ্গুর ছেড়ে গুজরাটের সানন্দে পাড়ি দেয় টাটা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালে কৃষকদের জমি ফেরত দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সেই জমিতে চাষ করতে পারেন না বলে অভিযোগ কৃষকদের একাংশের।এখন ওই জমিতে অনেকেই শিল্প চাইছেন।প্রধানমন্ত্রীর সভাকে ঘিরে শিল্প শিল্প হাওয়া তুলেছিল বিজেপি।প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গুর বা শিল্প নিয়ে একটিও কথা না বলায় সেই শিল্পের ভাবনায় জল পড়েছিল।এবার মুখ্যমন্ত্রীর থেকেও উন্নয়ন কর্মসংস্থান নিয়ে কথা শুনতে চান সিঙ্গুরবাসী।আর এ নিয়েই পাল্টা কটাক্ষ করেছে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক দীপাঞ্জন গুহ। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গুরে পাল্টা সভা করতে আসছেন। যে শিল্পকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রী রাজনীতিতে উত্থান হলো, সেখানে শিল্প কোথায়? আর তার শিল্প মানেই চপ শিল্প। বিবাদ মিটিয়ে ,সিঙ্গুরে সত্যিকারের শিল্প নিয়ে আসুন। তিনি যেসব শিল্পার কথা বলেন সেখানে কোন কর্মসংস্থানের কথা তিনি বলেন না। চাষীদের না ঠকিয়ে এবং এখানকার মানুষদের না ঠকিয়ে তিনি সত্যিকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেন তাহলে সিঙ্গুর এবং হুগলী বাসীর লাভ হবে।

মন ভালো রাখতে নাচ শিখুন

অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি ঃ মহুয়াদেবব্রত রায় চৌধুরী, তাল, লয়, ছন্দের মেল বন্ধনে আবদ্ধ যাঁর জীবন, তাঁর জীবিকা নির্বাহের পথ তো নৃত্যের ঝঙ্কারেই বেজে উঠবেই। বাড়িতেই ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশ। নৃত্য শিল্পী মহুয়া ছোট থেকেই নৃত্য শৈলীতে পটু। মাত্র আড়াই বছরেই মঞ্চে বাজিমাত, তারপর নৃত্যগুরু দীপা চৌধুরীর কাছে কথক নৃত্যের তালিম নিয়ে, নিয়ম অনুযায়ী লেগে থেকে একগুঁয়ে জেদ নিয়ে শেষ পর্যন্ত আজ এক সফল নৃত্য গুরু অধিকারী হয়েছেন ও নৃত্য পরিবেশন করে চলেছেন দক্ষতার সাথে। দক্ষিণ কলকাতায় স্টেপ সিক্স ড্যান্স হাব এর নামকরণে মহুয়া কামদার চক্রবর্তী এক নৃত্য প্রতিষ্ঠান করে সুনামের সঙ্গে দর্শকদের সামনে পরিবেশন করেছেন 'ঝড়','ঋতুরঙ্গ', 'ঘুঙুর' এবং ' কন্যাদান ' এর মত একের পর এক নৃত্যানুষ্ঠান। প্রায় ৭৮৪ টি নাচের শো করেছেন রাজ্যে ও রাজ্যের বাইরের বিভিন্ন মঞ্চে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজারের উপর নৃত্য শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনায়।নতুন বছর রবি অর্থাৎ সূর্যের বছর, সেই ভাবনাকেই কাজে লাগিয়ে মহুয়া তৈরী করেছেন 'রুদ্রাভিষেক' শীর্ষক একটি নৃত্যনাট্য, যেখানে তাপ,তেজ, উগ্র পৃথিবীর পাশাপাশি প্রতিবাদী অথচ শান্তিকামী নারী ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়েছে।ইতি মধ্যেই মহুয়া বঙ্গ আইকন ,বঙ্গ নারী সম্মান,বঙ্গ প্রমীলা সম্মান, সহ প্রায় ৫০টি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। কোরিওগ্রাফি র জন্য আগামী বেশ কয়েকটি ছবির জন্য বাংলা ও মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ডাক পড়েছে মহুয়ার।

সোনারপুরে এক তরুণীকে ধর্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, সোনারপুর, ২ জানুয়ারি ঃ এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে এবার গ্রেফতার এক সরকারি আধিকারিক সোনারপুরে। পারিবারিক বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে নাবালিকাকে মাঝে মধ্যেই তুলে নিয়ে যেতেন তিনি। অভিযোগ, সেই সময়ই ধর্ষণ করা হয় তাঁকে। ফোনে তুলে রাখা হয় ওই সময়ের পৈশাচিক মুহূর্তের ছবি ও ভিডিয়ো। তবে এই ঘটনা বেশ কয়েক বছর আগেকারের। নাবালিকা এখন প্রাপ্ত বয়স্ক। সদাই বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু তাততেও বাধা হয়ে দাঁড়ান ঐ অভিযুক্ত। বিয়ে ভাঙতে ব্যবহার করেন সেই পুরনো ছবি ও ভিডিয়োকে। এরপরই সোনারপুর থানায় দ্বারস্থ হন নির্যাতিতা ও তার পরিবার। দায়ের হয় ধর্ষণ ও হুমকির মামলা।অভিযুক্ত ভূমি সংস্কার দফতরের এক আধিকারিক অমিয় দের নামে।

CHANGE OF NAME

I, Iyadul Islam (Old Name) S/O-Nasratulla Sk resident of Vill-Karkatpara PO-Pulinda , PS-Beldanga , Murshidabad, West Bengal 742134 do hereby declared that I have changed my father's name from Iyadul Islam to Md Yeadul Islam and henceforth my name shall be known as Md Yeadul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/01/2026. My name Md Yeadul Islam & Iyadul Islam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mahabat Sekh (Old Name) S/O–Amir Sk resident of Vill- Hatpara , Po-Hazarpur Nabagram, Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Mahabat Sekh to Sahabat Sk and henceforth I shall be known as Sahabat Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/01/2026. My name Sahabat Sk & Mahabat Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SUJIT MANDAL (old name) S/O - MANDAL GOPINATH residing at VILL- RADHANAGAR SRI CHAITANYA LANE PO - GHURNI PS - KOTWALI DIST - NADIA PIN-741103. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SUJIT MANDAL (old name) to SUJIT MONDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as SUJIT MONDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 27/01/2026. SUJIT MONDAL (new name) & SUJIT MANDAL (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mahammed Asman Sekh (Old Name) S/O– Sahabat Sk resident of Vill- Hatpara , Po- Hazarpur Nabagram, Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Mahammed Asman Sekh to Asman Sk and henceforth I shall be known as Asman Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/01/2026. My name Asman Sk & Mahammed Asman Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MANDAL GOPINATH (old name) S/O - BUSSHUPADA MONDAL residing at VILL- RADHANAGAR SRI CHAITANYA LANE PO - GHURNI PS - KOTWALI DIST - NADIA PIN -741103. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MANDAL GOPINATH (old name) to GOPINATH MONDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as GOPINATH MONDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 27/01/2026. GOPINATH MONDAL (new name) & MANDAL GOPINATH (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, NARGIS KHATUN D/o Sk Mothrup Boxi Residing at Vill. & P.O. Dasghara, P.S. Dhaniakhali, Dist. Hooghly, Pin-712402 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name NARGIS KHATUN instead of NARGISH BEGOM, My father's actual name Sk Mothrup Boxi instead of Sk Matrup Baxi and my mother's actual name Dilwara Bibi Sekh instead of Dilara, as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sadar Hooghly Dated 27-01-2026. NARGISH BEGOM and NARGIS KHATUN, Sk Matrup Baxi and Sk Mothrup Boxi & Dilara and Dilwara Bibi Sekh all are same person.

CHANGE OF NAME

I, CHANDER SHAIKH (old name) S/O - ROSTA SEKH residing at VILL- KANTHALBERIA MADHYAPARA PO - BETHUADAHARI PS - NAKASHIPARA DIST - NADIA PIN -741126. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from CHANDER SHAIKH (old name) to CHANDER ALI SEKH (new name) and henceforth, I shall be Known as CHANDER ALI SEKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 27/01/2026. CHANDER ALI SEKH (new name) & CHANDER SHAIKH (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rasid Sk (Old Name) S/O– Niyamat sekh resident of Vill-Mokampara , Po-Sundipur , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Rasid Sk to Abdur Rasid Sekh and henceforth I shall be known as Abdur Rasid Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/01/2026. My name Abdur Rasid Sekh & Rasid Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD IMTEYAZ ANSARI (old name) S/O - ABDUL RAHAMAN residing at VILL- AMRITPUR PO - CHAKDAHA PS - SURI DIST - BIRBHUM PIN -731102. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MD IMTEYAZ ANSARI (old name) to MD IMTIYAZ ANSARI (new name) and henceforth, I shall be known as MD IMTIYAZ ANSARI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 27/01/2026. MD IMTIYAZ ANSARI (new name) & MD IMTEYAZ ANSARI (old name) both name are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Ismail Sekh (Old Name) S/O–Abdul Kuddus residing at Vill-Madhupur ,PO-Dafahat , PS-Suti , Murshidabad, West Bengal 742224 do hereby declared that I have changed my name from Ismail Sekh to Ismail Sk and henceforth I shall be known as Ismail Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/01/2026. My name Ismail Sk & Ismail Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ABDUL RAHAMAN (old name) S/O - MANIRUDDIN ANSARI residing at VILL - AMRITPUR PO - CHAKDAHA PS - SURI DIST - BIRBHUM PIN -731102. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ABDUL RAHAMAN (old name) to ABDUR RAHAMAN ANSARI (new name) and henceforth, I shall be known as ABDUR RAHAMAN ANSARI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 27/01/2026. ABDUR RAHAMAN ANSARI(new name) & ABDUL RAHAMAN (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jahanara Jamadar (Old Name) D/o Akbar Mollick W/o Jakir Jamadar Residing at Vill+P.o - Sherpur, P.s - Usthi, District - South 24 Parganas, Pin - 743513, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Tanuja Jamadar (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 27-01-2026. Jahanara Jamadar (Old Name) and Tanuja Jamadar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohasin (Old Name) S/o Junab Residing at Vill - Kheria, P.o - Katlamari, P.s - Ratua, District - Malda, Pin - 732102, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Mahasin (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 21-01-2026. Mohasin (Old Name) and Mahasin (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Lal Mohammad (Old Name) S/o Mahasin Residing at Vill - Kheria, P.o - Katlamari, P.s - Ratua, District - Malda, Pin - 732102, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Lal Mahammad (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 21-01-2026. Lal Mohammad (Old Name) and Lal Mahammad (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Paromita Chakraborty Bhattacharjee (পুরাতন নাম) স্বামী Soumit Chakraborty ঠিকানা 138 Rabindranagar, P.oP.s - Chakdaha, District - Nadia, Pin - 741222, West Bengal, India, Ld. A.C.J.M. II (1st Class) at Kalyani, Nadia Dated 09-01-2026 এর Affidavit no 63 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Paromita Bhattacharjee (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Paromita Bhattacharjee (নতুন নাম) ও Paromita Chakraborty Bhattacharjee (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Sk Ahamed Ali Sarkar, Sekh Ahammed Ali Sarkar (Old Name) S/o Sk Nabi Bux Sarkar Residing at Shyampur, Parshyampur, District - Hooghly, Pin - 712401, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Sk Ahammad Ali Sarkar (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 27-01-2026. SK Ahamed Ali Sarkar, Sekh Ahammed Ali Sarkar (Old Name) and Sk Ahammad Ali Sarkar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Albert Imtiaj Kabir (Old Name) S/O–Edward Kabir residing at Mahalandi, Kandi , Murshidabad, West Bengal 742136 do hereby declared that I have changed my name from Albert Imtiaj Kabir to Albert Imtiaz Kabir and henceforth I shall be known as Albert Imtiaz Kabir (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/01/2026. My name Albert Imtiaz Kabir & Albert Imtiaj Kabir both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SAIDA BIBI (old name) W/O - ABDUR RAHAMAN ANSARI residing at VILL - AMRITPUR PO - CHAKDAHA PS - SURI DIST - BIRBHUM PIN -731102, WEST BENGAL DO HEREBY DECLARE THAT I, HAVE CHANGED MY NAME AS SAJDA BIBI (old name) to SAJEDA BIBI (new name) and henceforth, I shall be known as SAJEDA BIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 27/01/2026. SAJEDA BIBI (new name) & SAJDA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, POLI RANI SAHA (old name) W/O - SUDIPTA KARMAKAR residing at VILL - KUTUBPUR LALBAGH PO - MURSHIDABAD PS& DIST - MURSHIDABAD PIN - 742149, WEST BENGAL DO HEREBY DECLARE THAT I, HAVE CHANGED MY NAME AS POLI RANI SAHA (old name) to POLI RANI SAHA (KARMAKAR) (new name) and henceforth, I shall be known as POLI RANI SAHA (KARMAKAR) (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 27/01/2026. POLI RANI SAHA (KARMAKAR) (new name) & POLI RANI SAHA (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, EESMATARA BIBI (old name) W/O - AOWAL SHAIKH residing at VILL- PULPARA PO & PS - SAGARPARA DIST - MURSHIDABAD PIN- 742306, WEST BENGAL DO HEREBY DECLARE THAT I, HAVE CHANGED MY NAME AS EESMATARA BIBI (old name) to ESMATARA BIBI (new name) and henceforth, I shall be known as ESMATARA BIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 27/01/2026. ESMATARA BIBI (new name) & EESMATARA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, RANI KHATUN (old name) W/O - AMIT AHAMED residing at VILL- MOMINPARA AMRITY PO - AMRITY PS - ENGLISHBAZAR DIST - MALDA PIN -732208, WEST BENGAL Do hereby declare that I, have changed my name as RANI KHATUN (old name) to RANI KHATUN BIBI (new name) and henceforth, I shall be known as RANI KHATUN BIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 27/01/2026. RANI KHATUN BIBI (new name) & RANI KHATUN (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, AKHOY BHAKAT (old name) S/O - LATE GANGA PRASAD BHAKAT residing at 15, MACHUA BAZAR LANE LOWER KADAI PO - KHAGRA PS - BERHAMPORE DIST- MURSHIDABAD PIN -742103, WEST BENGAL Do hereby declare that I, have changed my name as AKHOY BHAKAT (old name) to AKSHAY BHAKAT (new name) and henceforth, I shall be known as AKSHAY BHAKAT (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 27/01/2026. AKSHAY BHAKAT (new name) & AKHOY BHAKAT (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Milan Sikdar (Old Name) S/O– Dhirendra Sikder resident of Vill & Po- Fatepur , Ps-Haringhata , Dist-Ranaghat , West Bengal, Pin-741249 do hereby declared that I have changed my name from Milan Sikdar to Milan Sikder and henceforth I shall be known as Milan Sikder (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/01/2026. My name Milan Sikder &Milan Sikdar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I HADISA BEGAM,W/o-Syed Samasuddin Ali, Residing at Vill-&-P.O-Bargram,P.S-Shyampur, Dist- Howrah,Pin-711312 do hereby Solemnly affirm and declare as follows:-That my actual name is "HADISA BEGAM", which is correctly written in my Aadhaar card being no-9348 2142 4220 and also in my Voter identity card being no-YWJ2148310.That erroneously my name has been Written as "MIR HADINA" in the voter List of the year 2002,in 172 Shyampur Constituency, being Part No-39,Sl no-475, That "HADISA BEGAM"and "MIR HADINA" is the same and one identical person. Before the Notary public at Uluberia, Howrah, GOVT.OF W.B,Date-27/01/2026

CHANGE OF NAME

I, ABDUL HALIM KHAN (old name) S/O residing at DAKSHIN JHITKIPOTA PO - JHITKIPOTA PS - KOTWALI DIST - NADIA PIN -741102, WEST BENGAL Do hereby declare that I, have changed my name as ABDUL HALIM KHAN (old name) to HALIM KHAN (new name) and henceforth, I shall be known as HALIM KHAN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 27/01/2026. HALIM KHAN (new name) & ABDUL HALIM KHAN (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Samasul Alam Halasana (old name) Son of Sahadat Halsana, residing at Vill-Chapra Christian Para, Po-Bangaljhi, Ps-Chapra, Nadia Pin-741123, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Samsul Alam Halasana(new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 27/01/2026. Samsul Alam Halasana (old name) and Md Peayru (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Safeda (old name) Wife of Jakir Sekh, residing at Shreenathpur, Po-Anulia Ranaghat-I, Nadia Pin-741255, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ufan Bibi Sekh (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 27/01/2026. Safeda (old name) and Ufan Bibi Sekh (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anuj Agarwalla (old name) Son of Umesh Chandra Agarwala, residing at 1A, Cornfield Road, Po-Ballygunge, Ps-Gariahat, Kolkata-700019, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Anuj Agarwal (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 27/01/2026. Anuj Agarwalla (old name) and Anuj Agarwal (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammed Kausar (old name) son of Md Hanif, residing at 4TH FR 36D/6C Topsia Road LP-14/4,Ps.Tiljala Kolkata pin-700039, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md kausar (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit , dated 22/01/2026. Md Kausar (New Name) and Mohammed Kausar (old name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammed Hanif(old name) son of Md Rafik, residing at Raghunath Patti, Vaishali pin-844113, Bihar, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Hanif (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit , dated 21/02/2026. Md Hanif (New Name) and Mohammed Hanif (old name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I RAHUL RAHAMAN,S/O- Moshiar, Residing at Vill- Panshila,P.O- Deuly,P.S-Shyampur, Dist- Howrah,Pin-711301,W.B, do hereby Solemnly affirm and declare as follows,That MOSHIAR F/O. RAHUL RAHAMAN and SEKH MASHIYAR RAHMAN S/O-RAHIM SEKH and SEKH MASHIYAR S/O-RAHIM BOX and SEKH MASHIYAR RAHMAN S/O.RAHIM and MASHIYAR RAHMAN SEKH S/O.RAHIM SEKH all are same and one identical person.Vide affidavit In the court of Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Uluberia,Date-20/01/2026

CHANGE OF NAME

I SABANA PARVIN, Daughter of Sk Najrul Ali, Residing at Vill-Paniara Mallick Para,P.O-Paniara,P.S-Panchla, Dist-Howrah,711302, do hereby Solemnly affirm and state as follows: That my father's actual name spelling is SK NAJRUL ALI and my actual date of birth is 05/08/2001, That the name's 'SK NAJRUL ALI ', SK NOJRUL ', NAJRUL ALI SEKH & 'NAZRUL ALI SEKH is the same and one identical person.Vide affidavit In the court of Ld. Executive Magistrate (1st Class) at Howrah, Date-19/01/2026

নাম পরিবর্তন

আমি BABULAL SEKH, So- Jamat Ali Sekh, Residing at Natun Gram Mistripara Lane,P.O--P.S-Santipur, Dist-Nadia,W.B.Pin-741404, আমার প্রকৃত নাম BABULAL SEKH, ও আমার স্ত্রীর প্রকৃত নাম MAMATAJ BIBI এবং আমার চার(৪)পুত্রের নাম যথাক্রমে 1) MADAN SEKH, 2) SADHAN SEKH, এবং 3) INSAN SEKH, * SULTAN SEKH,গত ০৪ / ০৮ / ২৫ তাং প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট রানাঘাট, নদীয়া এর এফিডেভিটে আমি BABULAL SEKH ও BABLU SEKH একই ব্যক্তি হলাম এবং আমার পুত্র INSHAN SEKH * INSAN SEKH একই ব্যক্তি হলো ও আমার স্ত্রী MAMATAJ BIBI ও SANJU BIBI একই ব্যক্তি হলো।

CHANGE OF NAME

I, PRADIP KUMAR SARKAR & PRODIP SARKAR (old name) S/O - LATE SASANKA SARKAR residing at VILL - MADHABNAGAR (NEW PALLY) PO - MOKDUMPUR PS - ENGLISHBAZAR DIST - MALDA PIN - 732103. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from PRADIP KUMAR SARKAR & PRODIP SARKAR (old name) to PRADIP SARKAR (new name) and henceforth, I shall be Known as PRADIP SARKAR (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 22/01/2026. PRADIP SARKAR (new name) & PRADIP KUMAR SARKAR & PRODIP SARKAR (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Naushad Ali (old name), son of Mohammad Asmat Ali, residing at Ward no. 02, Nanpur Utari, Nanpur, Sitamarhi, Bihar – 843333, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammad Naushad (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 27/01/2026. Naushad Ali (old name) and Mohammad Naushad (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Wahed Seikh (Old Name) S/O– Seikh Haroon Rashid resident of Vill-Gakunda , Po-Gajdharpara , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Wahed Seikh to Wahed Bokhsh and henceforth I shall be known as Wahed Bokhsh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/01/2026. My name Wahed Bokhsh & Wahed Seikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Saruk Ali (Old Name) S/O–Jalaluddin Sk residing at Mahaldarpara , Rajput Teghari , PS-Raghunathganj , Murshidabad, West Bengal 742213 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Saruk Ali to Md Saruk Ali and henceforth I shall be known as Md Saruk Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/01/2026. My name Md Saruk Ali & Mohammad Saruk Ali both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mina Khatun (Old Name) W/O– Humayun Kabir resident of Shantipara Panchgram , Nabagram , Murshidabad, West Bengal 742184 do hereby declared that I have changed my name from Mina Khatun to Mina Bibi and henceforth I shall be known as Mina Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/01/2026. My name Mina Bibi & Mina Khatun both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sanjay Jain (Old Name) S/O– Padam Chand Jain residing at Main Road , Dhuliyan , PS-Samserganj , Murshidabad, West Bengal 742202 do hereby declared that I have changed my name from Sanjay Jain to Sanjay Kumar Jain and henceforth I shall be known as Sanjay Kumar Jain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/01/2026. My name Sanjay Kumar Jain & Sanjay Jain both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rowsanas Roz (Old Name) W/O– Selim Sarkar resident of Vill & Po-Islampur , Ps-Islampur , Dist-Mur shidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Rowsanas Roz to Rowshan Afroz and henceforth I shall be known as Rowshan Afroz (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/01/2026. My name Rowshan Afroz & Rowsanas Roz both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jillar Rahman (Old Name) S/O–Jubbar Sk residing at Vill-Ambarpur , PO-Madhurkul , PS-Domkal , Murshidabad, West Bengal 742406 do hereby declared that I have changed my name from Jillar Rahman to Jillar Rahaman and henceforth I shall be known as Jillar Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/01/2026. My name Jillar Rahaman & Jillar Rahman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Golam Mustafa, my father's (Old Name) Md Ruhul Amin resident of Vill & PO-Debpur , PS-Beldanga , Murshidabad, West Bengal 742134 do hereby declared that I have changed my father's name from Md Ruhul Amin to Ruhul Amin Sk and henceforth my father's shall be known as Ruhul Amin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/01/2026. My father's name Ruhul Amin Sk & Md Ruhul Amin both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mamejuddin Khan (Old Name) S/O– Majibar Khan resident of Vill & Po -Kashipur, Ps-Rejinagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Mamejuddin Khan to Mamejaddin Khan and henceforth I shall be known as Mamejaddin Khan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/01/2026. My name Mamejaddin Khan & Mamejuddin Khan both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Golam Mohammad Sk (Old Name) S/O–Manu Sekh residing at Salar Kazipara , Salar , Salar , Murshidabad, West Bengal 742401 do hereby declared that I have changed my name from Golam Mohammad Sk to Golam Mohammad and henceforth I shall be known as Golam Mohammad (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/01/2026. My name Golam Mohammad & Golam Mohammad Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MOSAR SULTANA RIJIYA W/o- BABAR ALI SK is recorded in my 65 kandi Vidhansava Nirbachak list of 2002 Part no 89, Sl No- 810, Residing at Vill - Nutangram, Post - Nutangram, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, West Bengal. Shall henceforth be known as (New Name) RAJIYA BIBI W/o- SK BABAR ALI That my name RAJIYA BIBI and MOSAR SULTANA RIJIYA and that My Husband name SK BABAR ALI and BABAR ALI SK is the same and one identical person. Vide an affidavit sworn before the notary public at Kandi Murshidabad.

CHANGE OF NAME

I, Golam Gouse Sha (Old Name) S/O– Keyafuddin Sha residing at Vill- Bhagabati Bazar , Kaira Road , PO & PS-Illambazar , Birbhum , West Bengal 731414 do hereby declared that I have changed my name from Golam Gouse Sha to Golam Gouse Shah and henceforth I shall be known as Golam Gouse Shah (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/01/2026. My name Golam Gouse Shah & Golam Gouse Sha both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Chunu Thapa , D/O–Sanmaiya Thapa , date of birth-17/05/2006 resident of Vill-Mahishkhola , Po-Tikiapara , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my religion from Hindu to Muslim and henceforth I shall be known as Chunu Thapa (as a Muslim name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/01/2026.

CHANGE OF NAME

I, Salam Mandal (Old Name) S/O– Mochhab Mondal residing at Chandpur, PS-Dhantala , Nadia , West Bengal 741202 do hereby declared that I have changed my name from Salam Mandal to Abdul Salam Mandal and henceforth I shall be known as Abdul Salam Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/01/2026. My name Abdul Salam Mandal & Salam Mandal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Resma Bibi (Old Name) W/O– Safikul Islam resident of Vill- Mokampara , Po- Sundipur , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Resma Bibi to Reshma Bibi and henceforth I shall be known as Reshma Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/01/2026. My name Reshma Bibi & Resma Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tapas Pramanik S/o Krishna Pramanik Residing at Vill. Salap, Battala, P.O. Salap, P.S. Domjur, Dist. Howrah, West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Tapas Pramanik instead of Tapas Pramanick, My wife's actual name Soma Pramanik instead of Soma Pramanick and my daughter's actual name Sayantika Pramanik instead of Sayantika Pramanick as declared before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Howrah Dated 30-05-2025. Tapas Pramanick and Tapas Pramanik, Soma Pramanick and Soma Pramanik & Sayantika Pramanick and Sayantika Pramanik all are same person.

CHANGE OF NAME

I, Ramesh Bhowmick (Old Name) S/o Late Harendra Nath Bhowmick Residing at Vill. Bagula Stationpara, P.O. Bagula, P.S. Hanskhali, Dist. Nadia, Pin-741502 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ramendra Nath Bhowmick (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Ranaghat, Nadia Dated 17-01-2026. Ramesh Bhowmick and Ramendra Nath Bhowmick both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sekh Lalan (Old Name) S/o Sekh Gafur Residing at Naldaha(Dakhsinpara) Dashghara-2 Dhaniakhali, P.S-Dhaniakhali, Dist-Hooghly, Pin-712402 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sekh Azizul Islam (New Name) as declared before the Notary Public at Hooghly Dated 27-01-2026. Sekh Lalan and Sekh Azizul Islam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD ERSAD SEKH (Old Name) S/o Late Abdul Rasid Residing at Vill. Jotsundar, P.O. Khodarampur, P.S. Raghunathganj, Dist. Murshidabad, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as MD ERSAD SK (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate/SDEM/1st Class at Jangipur/Berhampore, Murshidabad Dated 15-01-2026. MD ERSAD SEKH and MD ERSAD SK both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD ERSAD SEKH (Old Name) S/o Late Abdul Rasid Residing at Vill. Jotsundar, P.O. Khodarampur, P.S. Raghunathganj, Dist. Murshidabad, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as MD ERSAD SK (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate/SDEM/1st Class at Jangipur/Berhampore, Murshidabad Dated 15-01-2026. MD ERSAD SEKH and MD ERSAD SK both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Chanchal Kumar Datta SO- Late Ananta Kumar Datta, ঊষা অ্যাপার্টমেন্ট, ডাক্তারপাড়া, রামপুরহাট, ৭৩১২২৪ বীরভূমের বাসিন্দা। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সমস্ত ডকুমেন্টে আমার এবং বাবার নাম Chanchal Kumar Dutta, SO Ananta Kumar Dutta নথিভুক্ত রয়েছে। ২৪.১২.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট নোটারি পাবলিক কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Chanchal Kumar Datta, SO Ananta Kumar Datta and Chanchal Kumar Dutta, SO Ananta Kumar Dutta এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। আমার বাবা Late Ananta Kumar Datta and Late Ananta Kumar Dutta এক এবং অভিন্ন।

CHANGE OF NAME

I, Wahed S/O- Korban Ali Mondal resident of Green Park, Ward-07, P.O.- Memari, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, shall henceforth be known as 'ABDUL WAHED MONDAL' as declared before the Notary Public at Purba Bardhaman, vide affidavit No-425 Dated-22/01/2026. That Wahed and Abdul Wahed Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Naushad Ali (old name), son of Mohammad Asmat Ali, residing at Ward no. 02, Nanpur Utari, Nanpur, Sitamarhi, Bihar – 843333, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammad Naushad (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 27/01/2026. Md Naushad Ali (old name) and Mohammad Naushad (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Protap Kumar Sur S/o Kalipada Sur, residing at Vill & P.O. Ganadipayan, P.S. Gobardanga, Dist North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name from Protap Kumar Sur to Pratap Sur and henceforth I shall be known as Pratap Sur in all purpose vide affidavit No 7930 sworn before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat on 22/12/2025. Pratap Sur and Protap Kumar Sur both are same & one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sree Saha allies Priya Saha W/o Sayan Sikder, residing at Vill Joygachi, P.O. &P.S. Habra Dist North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as Sree Sikder in all purpose as declared before the Notary Public Court at Barasat vide affidavit No. 4002 dt. 27/1/2026. Sree Sikder, Sree Saha and Priya Saha both are same & one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Habibul Sk (old name) S/o- Ali Akbar Sk residing at Kashipur, Kashipur, Rejinagar, Dist-Murshidabad, Pin-742191 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from HABIBUL SK to HABIBUL SEKH and henceforth I shall be known as HABIBUL SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/01/2026. HABIBUL SK (old name) and HABIBUL SEKH (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Rafik Ali Sk (old name) S/o- Badal Sekh residing at Lohagachha, Kamarhati, Nakashipara, Dist-Nadia, Pin-741154 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD RAFIK ALI SK to RAFIK ALI SK and henceforth I shall be known as RAFIK ALI SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/01/2026. MD RAFIK ALI SK (old name) and RAFIK ALI SK (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Badal Ali Sk (old name) S/o- Doyabas Sekh residing at Lohagachha, Kamarhati, Nakashipara, Dist-Nadia, Pin-741154 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD BADAL ALI SK to BADAL SEKH and henceforth I shall be known as BADAL SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/01/2026. MD BADAL ALI SK (old name) and BADAL SEKH (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nur Islam (old name) S/o- Jaker Hossain residing at Dhandanga, Mougram, Salar, Dist-Murshidabad, Pin-730130 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NUR ISLAM to NOOR ISLAM and henceforth I shall be known as NOOR ISLAM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/01/2026. NUR ISLAM (old name) and NOOR ISLAM (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Majdul Khan (old name) S/o- Garib Khan residing at Dompukur, Chhokarapara, Dompukur, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MAJDUL KHAN to MOZDUL ALI KHAN and henceforth I shall be known as MOZDUL ALI KHAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/01/2026. MAJDUL KHAN (old name) and MOZDUL ALI KHAN (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Manowara Begum (old name) W/o- Md Abdul Wazed residing at Kulgachhi, Kulgachhi , Dist-Murshidabad, Pin-742313 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MANOWARA BEGUM to MANOWARA KHATUN and henceforth I shall be known as MANOWARA KHATUN (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/01/2026. MANOWARA BEGUM (old name) and MANOWARA KHATUN (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Wajed (old name) S/o- Md Arshad Ali residing at Kulgacchi, Kulgacchi, Dist-Murshidabad, Pin-742313 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ABDUL WAJED to MD ABDUL WAZED and henceforth I shall be known as MD ABDUL WAZED (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/01/2026. ABDUL WAJED (old name) and MD ABDUL WAZED (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, নুরেফা খাতুন, স্বামী-মিন্টু সেখ গ্রাম-কান্দরা, পোস্ট- মালিহাটি থানা- সালার, জেলা- মুর্শিদাবাদ, ৭৪২৪০১, আমার পিতার সঠিক নাম সামসু সেখ পিতা-ওবানি সেখ, যেটা আমার পিতার আধার কার্ড (4853-8873-0567) ও ভোটার কার্ড নম্বর (HRL1536614) উল্লেখিত আছে। এবং আমার পিতার ভুল নাম সামসৎ সেখ পিতা- উকলী সেখ, যেটা আমার পিতার ২০০২ বছরের ভোটার লিস্ট তালিকায় উল্লেখিত আছে। আমার পিতার নাম সামসু সেখ পিতা-ওবানি সেখ, এবং সামসৎ সেখ পিতা-উকলী সেখ দুজনেই একই ব্যক্তি।

নিখোঁজ থাকার পর বৃদ্ধার দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৭ জানুয়ারি ঃ একদিন নিখোঁজ থাকার পর এক বৃদ্ধার রহস্যজনক দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য, মৃত

বৃদ্ধার ছেলের দাবি গলায়, হাতে, কানের পড়ে থাকা সোনার লোভেই খুন করা হয়েছে তার মাকে। জানা গেছে মৃত ওই বৃদ্ধার নাম লক্ষ্মী ঘোষ। তার বাড়ি নশরতপুর পঞ্চায়েতের জালুইডাঙ্গা এলাকায়। এদিন সকালে বাড়ি থেকে একটু দূরে একটি জায়গায় তার কানে হাতে আঘাতের ছিন্ন সহ বৃদ্ধার দেহ পড়ে থাকতে দেখে প্রতিবেশীরা, তারাই খবর দেয় তার বাড়ির লোকেদের। গৃহবধূর গলার হার, কানের ও হাতের সোনার সমস্ত অলংকার মিসিং। শরীর ও রয়েছে আঘাতের চিহ্ন, সোনার লোভেই খুন করা হয়েছে দাবি মৃতের পরিবারের। এদিন রাজ্যের মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক ঘটনাস্থলে এসে মৃতের পরিবারের সাথে কথা বলেছেন। তিনিও সঠিক তদন্তের আশ্বাস দেন। ঘটনায় এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। মৃতদেহ বর্ধমান মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয় দেহের ময়নাতদন্তের জন্য।

এসআইআর শুনানিতে ডাক, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি ঃ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) এর শুনানির ডাক পেয়ে ক্ষোভে পথ অবরোধ করলেন স্থানীয়দের একাংশ। মঙ্গলবার শিলিগু।রি তিনবাতি মোড়ে পথ অবরোধে সামিল হন ফুলবাড়ি এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পথ অবরোধ তুলে দেয়। তৃণমূলের পতাকা হাতে নিয়ে এখানে চলে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ। স্থানীয়দের অভিযোগ, এসআইআর সংক্রান্ত নানা জটিলতা ও প্রশাসনিক অসহযোগিতার কারণে সাধারণ মানুষকে অযথা হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। সেই ক্ষোভ থেকেই তাঁরা অবরোধের পথ বেছে নেন জানিয়েছেন তাঁরা। হঠাৎ এই বিক্ষোভ শুরু হওয়ায় রাস্তায় আটকে পড়ে যানবাহন, ফলে পথচলতি মানুষ বিপাকে পড়েন।

পিপিপি মডেলে শপিং মল, কাজ শুরু রাজ্যের

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার পিপিপি মডেলে জেলায় জেলায় প্রস্তাবিত শপিং মল গড়ে তুলতে কাজ শুরু করেছে। নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই দশটি প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে চূড়ান্ত হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি প্রকল্প এখন দরপত্রের পর্যায়ে রয়েছে, আর বাকি সাতটির ক্ষেত্রে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়ে গিয়েছে। যেসব জায়গায় ইতিমধ্যেই সমস্ত ছাড়পত্র মিলেছে, তার মধ্যে রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ, মালদহ, বহরমপুর, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, হাওড়ার উলুবেড়িয়া, দিঘা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিষ্ণুপুর। বাকি তেরোটি জেলায় জমি চিহ্নিত করার কাজ শেষ হয়েছে। তবে চারটি জেলায় প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত জমি পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর চূড়ান্ত কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছে নবান্ন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রতিটি জেলা সদর এলাকায় রাজ্য সরকার এক একর জমি বিনামূল্যে দিচ্ছে। সেই জমিতে বেসরকারি সংস্থা শপিং মল তৈরি করবে। এই বিপণি কমপ্লেক্সগুলিতে সিনেমা হল, রেস্তোরাঁ, আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং এবং কমিউনিটি হলের মতো আধুনিক নাগরিক সুবিধা থাকবে। তবে প্রতিটি মলের অন্তত দু'টি তলা সম্পূর্ণভাবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পণ্য বিপণনের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে বলে শর্ত দেওয়া হয়েছে।

বর্ধমানের অন্যতম প্রাচীন মেলা শুরু, লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগমে এলাকায় উৎসবের আমেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২৭ জানুয়ারি ঃ পুরনো রীতি ও পরম্পরা মেনে পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম ১ ব্লকের পালিটা পঞ্চায়েতের দধিয়া গ্রামে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী গোপাল দাস বাবাজির মেলা। রবিবার থেকে মেলার সূচনা হতেই মেলা প্রাঙ্গণে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের আগমন শুরু হয়েছে। প্রতি বছর মাকুড়ি সপ্তমীর পরদিন থেকে অনুষ্ঠিত এই মেলাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্যতম বৃহৎ ও প্রাচীন মেলা হিসেবে পরিচিত। শুধু পূর্ব বর্ধমান নয়, বীরভূম, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলা থেকেও অসংখ্য বৈষ্ণব ভক্ত এখানে উপস্থিত হন, বসে একাধিক আখড়া। মেলাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে এলাকা জুড়ে উৎসবের আমেজ তৈরি হয়েছে। মেলার নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী ও সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি পঞ্চায়েতের তরফে পানীয় জল ও আলোর সুব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে ভক্ত ও সাধারণ মানুষের কোনও অসুবিধা না হয়। মেলায় এসে এক দর্শনার্থী বলেন, এই প্রথম এই মেলায় এলাম। শুনেছিলাম জেলার অন্যতম বড় মেলা। দেখে বুঝতে পারলাম এটা সতিই অনেক বড় মেলা। প্রচুর ভিড় হয়েছে এবং বিভিন্ন জিনিস পাওয়া যাচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৈষ্ণব সাধক গোপাল দাস বাবাজি এই মেলার পত্তন করেন। কথিত আছে, ১১৭৬ বঙ্গাব্দের ভয়াবহ মন্বন্তরের সময় তিনি বীরভূমের কেঁদুলি পর্যন্ত মাধুকরী করতে গিয়ে ফিরে এসে দধিয়া বৈরাগ্যতলায় অন্ন মহোৎসবের আয়োজন করেন। প্রায় এক মাস ধরে অনাহারী ও অর্ধাহারী মানুষদের জন্য এই অন্নদান চালু ছিল। সেই স্মৃতিকে স্মরণ করতেই আজও মাকুড়ি সপ্তমীতে ভক্তরা এখানে রান্না করে প্রসাদ গ্রহণ করেন। ইতিহাস বলছে, ১১৪৩ বঙ্গাব্দে আউলিয়া সম্প্রদায়ের সন্তরাম আউলিয়ার কাছে দীক্ষা নিয়ে গোপাল দাস বাবাজি দধিয়া গ্রামে আসেন এবং রঘুনাথ জিউ প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্ধমানের মহারাজা তিলকচাঁদ মহতাব তাঁর সাধনপীঠের জন্য ৬৯ বিঘা জমিও দান করেছিলেন। গোপাল দাস আশ্রম কমিটির সেক্রেটারি শ্যামাশিস দাস বলেন, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ থেকেও বহু মানুষ আসেন এই মেলায়। এখানে অন্ন প্রসাদের ব্যবস্থা রয়েছে, প্রচুর আখড়া রয়েছে। প্রতিদিন প্রায় লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় হয়। কথিত আছে, একসময় এই মেলায় গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এমনকি ঘোড়া ও হাতিরও বেচাকেনা হত। আজও কাঠের আসবাব, লোহার সামগ্রী, মাটির বাসন সহ গৃহস্থালির নানা জিনিস পাওয়া যায়। পরম্পরা ও বিশ্বাসের টানে দধিয়া বৈরাগ্যতলার এই মেলা আজও তার জনপ্রিয়তা অটুট রেখেছে। শনিবার পর্যন্ত এই মেলা চলবে বলেই জানা গেছে।

শান্তিপুরে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবতীর উপর যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, গ্রেপ্তার বৃদ্ধ প্রতিবেশী

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৭ জানুয়ারি ঃ আবারও নদীয়ার শান্তিপুরে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এক

মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতী যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শান্তিপুর থানার নৃসিংহপুর ইন্দিরা আবাসন কলোনি এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ছড়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ২৬ জানুয়ারি, রবিবার গভীর রাতে ওই যুবতী বাড়ির ছাদে বাথরুমে গিয়েছিলেন। এরপর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও তিনি ঘরে ফেরেননি। পরিবারের সদস্যরা আশপাশে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেও খোঁজ মেলেনি। প্রায় আধঘণ্টা পর এক প্রতিবেশী মহিলা জানান, তাঁর মেয়ে জানলার বাইরে একটি শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখে পাশের একটি ঝোপে নির্যাতিতা ও তিনি একটি অস্বাভাবিক অবস্থায় পড়ে আছেন। দ্রুত তাঁকে বস্ত্র পরিয়ে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরিবারের দাবি, ঘটনার সময় এলাকায় গোপাল পাণ্ডে নামে এক বৃদ্ধকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। পরে যুবতীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি অভিযোগ করেন, অভিযুক্ত তাঁর বস্ত্র খুলে অসৎ উদ্দেশ্যে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সোমবার সকালে শান্তিপুর থানায় যুবতীকে নিয়ে গেলে, সেখানে উপস্থিত গোপাল পাণ্ডেকে দেখেই তিনি চিৎকার করে আগের রাতের ঘটনার কথা বলতে থাকেন এবং আঙুল তুলে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করেন বলে পরিবারের দাবি। যদিও থানায় এসে প্রথমে অভিযোগ ও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের মারাধরের অভিযোগ দায়ের করে অভিযুক্ত গোপাল পাণ্ডে ও তার পরিবার। পরবর্তীতে যুবতীর পরিবারের পক্ষ থেকে গোপাল পাণ্ডের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় ইতিমধ্যে নির্যাতিতার মেডিকেল পরীক্ষা শান্তিপুর হাসপাতালে সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলেও পুলিশ সূত্রের খবর। আর শান্তিপুরে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আসন্ন ভোটের আবহে বঙ্গে টান টান রাজনৈতিক পটভূমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি ঃ দুয়ারে ভোট। দরজায় কড়া নাড়ছে বিধানসভা নির্বাচন। এসআইআর পর্ব মিটলেই সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। আর তার আগে এখন সব দলেই চলছে দল ভাঙা-গড়ার খেলা। কোথাও ভাঙন শাসক শিবিরে, কোথাও বিরোধী শিবিরে। কোথাও শাসকের শক্তিবৃদ্ধি। কোথাও বিরোধী বিজেপির শক্তিবৃদ্ধি। সবমিলিয়ে আসন্ন ভোটের আবহে বঙ্গে টান টান রাজনৈতিক পটভূমি। চলছে জল মাপার পালা, পায়ের তলার জমি শক্ত করার পালা। কার খুঁটির জোর কত বেশি, ভোটবাক্সের দাঁড়িপাল্লায় তার পরিমাপ... বিপক্ষকে পর্যুদস্ত করতে তুখোড় রণনীতি নির্ধারণ। ভোটের মুখেই বড়সড় শক্তিবৃদ্ধি গেরুয়া শিবিরে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের হাত ধরে পানিহাটির ২০০ জন যোগদান করলেন বিজেপিতে। পানিহাটি স্বদেশী মোড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন ২০০ জন। এদের মধ্যে বেশিরভাগই নতুন প্রজন্মের। কেউ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে এলেন, কেউ সিপিআইএম ছেড়ে। আবার কেউ কখনও এর আগে সক্রিয় রাজনীতি তো দূর, কোনও দল-ই করেননি। বেকারত্ব, দুর্নীতিতে বিরক্ত হয়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। বেশিরভাগ-ই নতুন প্রজন্মের, ইয়ং জেনারেশন। কদিন আগেই ব্যাপক মাত্রায় দলবদলের ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ৩ বিধানসভা এলাকা। এবার ফের জলপাইগুড়িতে আরও একবার রাজনৈতিক সমীকরণের বদল... জলপাইগুড়িতে শক্তি বাড়ল তৃণমূলের। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ বিধানসভায় বিজেপি ও সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান। রাজগঞ্জ বিধানসভার সন্ন্যাসীকাটা অঞ্চলের ২২টি পরিবার থেকে ১২৫ জন বিজেপি ও সিপিআইএম দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। ডাবগ্রাম, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি বিধানসভার কো-অর্ডিনেটর তথা জলপাইগুড়ি জেলা এসসিওবিসি তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাসের হাত ধরে এই যোগদান হয়। বিরোধীরা কটাক্ষ করেছেন, বিধানসভা ভোট যত সামনে এগিয়ে আসছে যতই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে খেলা শুরু হয়েছে জলপাইগুড়িতে। উত্তরে জলপাইগুড়ির পাশাপাশি দক্ষিণে দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও তৃণমূলের শক্তিবৃদ্ধি। মথরাপুর ১ নম্বর ব্লকের বাকলি বাজারে বিজেপি ও সিপিআইএম থেকে তৃণমূলে যোগদান করে ৫০টি পরিবারেরও বেশি। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি বিধানসভার মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বাপুলির বাজারে 'বিজেপির SIR চক্রান্ত'-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই এই যোগদান কর্মসূচি হয়। বিজেপির বিবিধ কর্মকাণ্ডে মানুষের হেনস্থা ও বিজেপির ভুল বুঝতে পেরেই মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছে বলে দাবি শাসক শিবিরের। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার তোপ দাগেন, মথরাপুর এক নম্বর ব্লকের প্রায় ২৯ হাজার মানুষকে হিয়ারিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, মানুষকে সমস্যায় ফেলছে বিজেপি। দাবি করেন, তাই যারা বিজেপি করত, তারাও দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছে। ছাব্বিশের নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া আর কোনও দলই থাকবে না মথুরাপুরে।

পরিত্যক্ত আবাসনে উদ্ধার কঙ্কাল, গ্রেফতার মৃত আয়ার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৭ জানুয়ারি ঃ দুর্গাপুরের ইস্পাত হাসপাতালের এক আয়া কয়েক দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। মঙ্গলবার তাঁর কঙ্কালসার দেহ উদ্ধার হয় ইস্পাত নগরের পরিত্যক্ত এক আবাসন থেকে। ঘটনায় এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। খুনের অভিযোগে মৃতার স্বামী প্রদীপ চক্রবর্তীকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃতার নাম ছবি দাস। বয়স ৫৫ বছর। ইস্পাত কারখানায় আয়ার কাজ করতেন তিনি। ছবির স্বামীর নাম প্রদীপ চক্রবর্তী। আগে ঠিকাশ্রমিকের কাজ করতেন। তবে এখন তেমন কিছু করেন না। দম্পতি দুর্গাপুর থানার সেক্টর-ডি মার্কেটের কাছে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয়ের পাশে একটি পরিত্যক্ত আবাসনে থাকতেন। মঙ্গলবার স্থানীয়রা দুর্গন্ধ পেয়ে আবাসনে ঢুকে দেখেন কঙ্কালসার দেহ পড়ে রয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, দেহে নুন ছড়ানো হয়েছিল যাতে দ্রুত পচন না ধরে এবং দুর্গন্ধ কম থাকে। পুলিশের ধারণা, হয়তো পরে দেহ অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল খুনির। ছবির মৃত্যু কবে হয়েছে, তা এখনও পরিষ্কার নয়। দেহে নুন ছড়ানো হয়েছিল বলেই হয়তো প্রথমে দুর্গন্ধ ছড়ায়নি। প্রতিবেশীরা জানান, দম্পতির মধ্যে বড় কোনো গন্ডগোল ছিল না। তবে কয়েকদিন আগে আর্থিক বিষয়ে তিক্ততা তৈরি হয়েছিল। ছবি দাসের এক সহকর্মী বলেন, 'সে খুবই ভাল মহিলা। কয়েক মাস ধরে স্বামীর সঙ্গে ওর টাকাপয়সা নিয়ে কিছু গোলমাল ছিল। আমার মনে হয়, সেখান থেকেই গন্ডগোল হয়। ছবিকে ওর স্বামী মেরে ফেলেছে।'' পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আয়ার স্বামীর খোঁজ শুরু করে পরবর্তীতে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর প্রদীপকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের এক পদস্থ কর্মকর্তা জানান, প্রৌঢ়ার রহস্যমৃত্যুর তদন্ত শুরু হয়েছে।

চারচাকা গাড়ির ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গেল যাত্রীবোঝাই অটো, আহত ৮

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৭ জানুয়ারি ঃ জাতীয় সড়কে অটো দুর্ঘটনা। প্রাইভেট চারচাকা গাড়ির ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গেল একটি যাত্রীবোঝাই অটো। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অন্তত আটজন যাত্রী। যাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ফুলিয়া বেলেমাঠ এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে শান্তিপুরের দিক থেকে রানাঘাটের দিকে একটি যাত্রীবাহী অটো যাচ্ছিল। সেই সময় পেছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি প্রাইভেট চারচাকা গাড়ি আচমকা অটোটিকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে অটোটি রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। অটোর মধ্যে থাকা যাত্রীরা ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, গাড়িটির একটি টায়ার হঠাৎই ফেটে যাওয়ায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারান এবং সামনে থাকা অটোর পেছনে গিয়ে ধাক্কা মারেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে ফুলিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ'এর বার্তা দিতে ৫৫০ কিমি পথ অতিক্রম অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ২৭ জানুয়ারি ঃ 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ'এর বার্তা তুলে ধরতে সাইকেলে ২৩ ঘণ্টায় ৫৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে তমলুকের অভিষেক তুঙ্গ এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা থেকে ছিল আরও চারজন। এই চারজন হলেন রায়দিঘি থেকে সৌম্যদীপ মণ্ডল, বর্ধমানের মেমারি থেকে মোহাম্মদ নওয়াজ ও শেখ সাদিক এবং ডুয়ার্স থেকে গোকুল রাই। ৫৫০ কিলোমিটারের এই সাইকেল চ্যালেঞ্জের নাম ছিল 'রয়্যাল বেঙ্গল এক্সপ্রেস'। ভারতের আল্ট্রা-সাইক্লিং সংস্কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্থাপন করেছে এই সাইকেল চ্যালেঞ্জ। তমলুকের অভিষেক জানান, বাগডোগরা বিমানবন্দরে ভোর ৪.৩০ মিনিটে যাত্রা শুরু হয়। সময় ছিল ২৪ ঘণ্টা। নির্ধারিত সময়ের আগেই আমরা যাত্রা সম্পন্ন করেছি। কোনো সহায়তা ছাড়াই প্রত্যেক সাইক্লিস্ট নির্বিঘ্নে ৫৫০ কিমি পথ অতিক্রম করেছে।

দু'দিনে উদ্ধার মোট ১১টি তাজা বোমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৭ জানুয়ারি ঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই উত্তপ্ত হচ্ছে মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েকদিনে মুর্শিদাবাদের দুটি ভিন্ন থানা এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছে মোট ১১টি তাজা বোমা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ থানা এলাকা থেকে পুলিশ উদ্ধার করে পাঁচটি তাজা বোমা। দুর্ঘটনা এড়াতে উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি পুলিশ ঘিরে রাখে। তাজা বোমাগুলি নিষ্ক্রয় করতে খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডকে। এরপর বম্ব স্কোয়াডের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে বোমাগুলি নিষ্ক্রয় করে। তবে কে বা কারা এই বোমাগুলি লোকালয়ের মধ্যে রেখে গেল তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এই বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে যথেষ্টই আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানোর জন্যই কোনও দুষ্কৃতী বাহিনী এই বোমাগুলি মজুদ করে রাখছিল। কিন্তু পুলিশি তৎপরতায় বোমা উদ্ধার হওয়ায় তাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন থানা এলাকায় চলছে পুলিশের কড়া নজরদারি। তাই বলাই বাহুল্য, বিধানসভা নির্বাচনের আগে যেকোনও ধরনের অশান্তিমূলক পরিস্থিতি এড়াতে জেলা পুলিশের এই তৎপরতা নজর কেড়েছে জেলাবাসীর।

টেলিকম নেটওয়ার্কের মেরামত, পুনরুদ্ধার, বিস্তার/নবীকরণের দ্বারা নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ

টেণ্ডার নোটিস নং. ১৩ অফ ২০২৫-২৬ তারিখঃ ২২-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **ই-টেণ্ডার নং. এন-২০২৫-২৬-১৩-ডিওয়াই.সিএসটিই-এনডব্লিউ।** **কাজের নামঃ** ডিওয়াই.সিএসটিই/নেটওয়ার্ক, উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে, মূখ্য কার্যালয়ের অধীনে টেলিকম নেটওয়ার্কের মেরামত, পুনরুদ্ধার, বিস্তার/নবীকরণ দ্বারা নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৭৮,৩৩,৭৫১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৫৬,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-০২-২০২৬** তারিখে **১৫.০০** ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ সিগন্যাল এণ্ড টেলিকম অভিযন্তা/নেটওয়ার্ক, মালিগাঁও

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেণ্ডার

টেণ্ডার নোটিস নং ঃ ই-টেণ্ডার/২০২৬/০২। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **ক্রম নং, টেণ্ডার নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **(১) ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-০১-২০২৬,** খড়গপুর ডিভিসনে পাকুড়/তালঝারি/বড়হরওয়া ডিপোতে রেলওয়ে ওয়াগন/হপারসমূহ করে ১,৯০,২৭৪ কিউবিক মিটার ৫০ মিমি গেজের মেশিনে গুঁড়ো করা কঠিন ব্যালাস্ট পাথর সরবরাহ ও খালাস এবং বোঝাই। **টেণ্ডার মূল্য ঃ** ৩৯,০৯,৭২,৭০২.৪২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২১,০৪,৯০০ টাকা। **(২) ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-০২-২০২৬,** এডিইএন/ঝাড়গ্রামের আওতাধীনে ঘাটশিলা এবং রাখা মাইনস স্টেশনের কাছে এলসি নং ১২০, ১২৯ এবং ১৩০-এ বিদ্যমান সাবওয়ের উন্নয়ন ও অধুনিকীকরণ। **টেণ্ডার মূল্য ঃ** ২,২৯,৩০,৫৪১.৯৭ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৬৪,৭০০ টাকা। **(৩) ই-কেজিপি-ইস্ট-০১-২০২৬,** খড়গপুর ডিভিসনে বাকুড়ি/রাজগ্রাম পিনরগড়িয়া ডিপোতে রেলওয়ে ওয়াগন/হপারসমূহ করে ১,৮০,৬৯১ কিউবিক মিটার ৫০ মিমি গেজের মেশিনে গুঁড়ো করা কঠিন ব্যালাস্ট পাথর সরবরাহ ও খালাস এবং বোঝাই। **টেণ্ডার মূল্য ঃ** ৩৬,৪৩,৬৫,৪৯৯.০৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১৯,৭১,৮০০ টাকা। **টেণ্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতি ক্ষেত্রে ০ টাকা। **খোলার তারিখঃ** প্রতি ক্ষেত্রে ১২.০২.২০২৬। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্রম নং ১ ও ৩-এর জন্য ১৮ মাস এবং ক্রম নং ২-এর জন্য ১২ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখঃ** ক্রম নং ১ থেকে ৩-এর জন্য ২৯.০১.২০২৬ তারিখ থেকে ১২.০২.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেণ্ডারদাতাগণ টেণ্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেণ্ডার গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেণ্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-1093)**

Office of the Block Development Officer Suti-I Development Block

Tender Notice

Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: 1. NIT No:- 01/2025-26 of MGNREGA/SUTI-I, Date: 21.01.2026 under MGNREGA, vide Memo No: 169/MGNREGA, Dated: 21.01.2026. Last date of Application : **29.01.2026 up to 3.00 P.M.** Details visit of the Block Development Office, Suti-I Block. All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.

Sd/-
Block Development Officer
Suti-I Dev. Block, Ahiran
Murshidabad

COOL CAPS INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Annapurna Apartment 23, Sarat Bose Road, 1st Floor, Flat No. -1C, Kolkata- 700020, W.B, India
Phone: +91 33 40703238, Email Id: cs@coolcapsindustries.in
CIN: L27101WB2015PLC208523

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

This has reference to the Extra-ordinary General Meeting Notice dated January 10, 2026 which was already emailed to all the shareholders of the Company on January 12, 2026, together with Explanatory Statement to the members of the Company, scheduled to be held on Wednesday, February 04, 2026 At 11:00 A.M. (IST) at registered office of the Company pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Companies Act"), read with applicable rules of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), (including any statutory modification or re-enactment thereof, for the time being in force), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and other applicable laws and regulations. The Company has completed the dispatch of Corrigendum to the EGM Notice to the Shareholders on January 27, 2026.

This Corrigendum to the EGM Notice shall form an integral part of the EGM Notice, which has already been circulated to the Shareholders of the Company on January 12, 2026 and on and from the date hereof, the EGM Notice shall always be read in conjunction with this Corrigendum.

Accordingly, all concerned shareholders, Stock Exchange, Depositories, Registrar and Share Transfer Agent, agencies appointed for e-voting, other Authorities, regulators, and all other concerned persons are requested to take note of the above changes. All other contents of the EGM Notice, save and except as modified or supplemented by this Corrigendum, shall remain unchanged.

Corrigendum to the EGM Notice shall also be available on the website of the Company at **https://coolcapsindustries.in/prospectus/** and stock exchange at **www.nseindia.com**.

For Cool Caps Industries Limited
Sd/-
Arijit Ghosh
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kolkata
Date: 27.01.2026

OFFICE OF THE DAHAPARA GRAM PANCHAYAT
UNDERMURSHIDABAD-JIAGANJDEVBLOCK
PIRTALA,MURSHIDABAD,PIN-74302
e-mail:dahaparagp@gmail.com

NOTICE INVITING TENDER

e-Tender are invited through online Bid System under Following **Tender. Tender (NITe) No:-08 (3 RD CALL)/DGP/APAS/2025-26, Dated:27-01-2026.** The last date for ONLINE submission of tender **06-01-2026 upto 11:00 Hours**.Furthur details **https://tenders.wb.gov.in/nicgep** contact to office hours.

Mira Roy
(Prodhan,Dahapara GP)

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল তারাশঙ্কর ঘোষ, মমতা ঘোষ। বালী মৌজায় সামিল এ ডি এস আর হাওড়াতে সম্পাদিত ৪৪৩২ / ১৯৯৭ নম্বর দলিল মূলে সবেক ১৫৩৬৭ নম্বর দাগে ও সাবেক ৩২৮২ নম্বর খতিয়ানে তিন কাঠা এক বর্গফুট পরিমাণ সম্পত্তি এ ডি এস আর এ সম্পাদিত ৪৬০/ ১৯৯৬ নম্বর আমোক্তানামা দলিল মূলে (আমোক্তনামা গ্রহীতার নাম শঙ্করনাথ মুখার্জী) হিরন্ময়ী ব্যানার্জী, সুধাময়ী ব্যানার্জী, শিপ্রা চ্যাটার্জি, মিত্রা ব্যানার্জী, প্রীতি ব্যানার্জী, শংকরনাথ মুখোপাধ্যায় ইহাদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে, এবং বালী- জগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে বালী জগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

Office of the Pradhan, Haturia-II Gram Panchayat
Under Bagnan-I Development Block, Dist.:- Howrah

Has invited E-tender Notice. List of Tender Notice:- 1) NIT No:-WB/HZP/BAGI/HAT-II/APAS/NIET-010/2025-26 Sl. No:-01, 02, 03, 04 Dated:-22/01/2026, Bid submission Start date:- **24/01/2026 from 10:00 AM** and End of Bid Submission:- **03/02/2026 to at 11:00 AM.** Date and time of Opening Technical & Financial Bid:- **05/02/2026 from 11:00 A.M.** Onwards. The Details tender notice along with Tender Documents and others Forms is available at **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Haturia-II Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী আনন্দ সরকার পিতা- স্বর্গীয় অনিল সরকার, সাং - ১০৬/১ নং চকপাড়া উদয়গর, পোস্ট - ভট্টনগর, লিলুয়া, হাওড়া- ৭১১২০৩। আমার মক্কেল লিলুয়া মৌজায় সামিল এ. ডি.এস.আর এ সম্পাদিত ১১৪৫৯/২৫ নম্বর দলিল মূলে সবেক ও হাল ৬১৯ নং দাগে আর এস ৩৯৫ নং এল আর ২৫৬ নং খতিয়ানে ১ কাঠা ৪ ছটাক বাগান জমি ও সাবেক ও হাল ৬১৯ নং দাগে আর এস ৩৯৫ হাল ৮৬৩ নং খতিয়ানে ১কাঠা ৪ ছটাক বাগান জমি পরিমাণ সম্পত্তি ১৭।১০।২০০২৫ তারিখে ২৩৬/ ৮৯ ও ১৫৯/ ৯৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমমোক্তার নামা গ্রহীতার নাম জহরলাল হাউসিং এস্টেট - এর পক্ষে অংশীদারগণ - চন্দিচরণ ঘোষ, দিলীপ কুমার ঘোষ, বন্যা ঘোষ, বন্দনা ঘোষ পক্ষে আমমোক্তার দীপক কুমার ঘোষ এর নিকট হইতে খরিদ করিয়াছিল এবং বালী জাগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে রেকর্ডের এর জন্য আবেদন করিয়াছে। এই বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে বালী জাগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে এ যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

HALLYAN GRAM PANCHAYAT
BAGNAN BLOCK-II, BASUDEBPUR, BAGNAN, HOWRAH (W.B), PIN-711312

e-Tender No.:- WB/HOW/BAG2/HGP/NIET-13/25-26, Dated:-27/01/2026

For and on behalf of Hallyan Gram Panchayat, The Pradhan, Hallyan Gram Panchayat invites percentage rate tender for 18(Eighteen) works. Bid Submission closing date (online): **04.02.2026 at 17.00 Hrs**. Bid opening date: **07.02.2026 at 11.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.

Sd/- PRADHAN
HALLYAN GRAM PANCHAYAT

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল বিনোদ সিং পিতা- ঈশ্রী সিং সাং ইস্ট আনন্দনগর নিশ্চিদা বালী হাওড়া ৭১১২২৭। আমার মক্কেল বালী মৌজায় সামিল এ ডি এস আর সম্পাদিত ৩১৭২/ ২৫ নং দলিল মূলে হাল ১৯৫৭৩ দাগে সবেক ২৮৩ খতিয়ানে ১ কাঠা ১২ ছটাক পরিমাণ সম্পত্তি এ ডি এস আর সম্পাদিত ৩৪৪ / ২৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমমোক্তার গ্রহীতার নাম প্রদীপ সেন) সাবিত্রী রায়চৌধুরী নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে, এবং বালী - জগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে বালী জাগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-57/2025-26(2 nd Call)** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 19(Nineteen) nos. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in.** Document download/sell starting from **23.01.2026 up to 29.01.2026 16.00 P.M**. Bid submission starting from **23.01.2026 up to 29.01.2026 at 16.00 PM**. And Opening on **31.01.2026 at 16:05 P.M**. For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091

E-Tender Notice

Memo No.: 320/WS/SD **Dated-27/01/2026**

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT3/1e/26 and Tender Id No-2026_MAD_994184_1 to 5** for Laying C.I./D.I. pipeline & Sinking tube well 200x300mm dia at different areas under 15th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **10/02/2026 at 12:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

Office of the
Dhaniakhali (2) Gram Panchayat
Vill. & P.O.: Boso, P.S.- Dhaniakhali, Dist.- Hooghly, Pin.: 712302(W.B.)

e-NIT No.:19/DNK-2 GP/2025-26/15TH FC Date: 21/01/2025

For and on behalf of the Dhaniakhali (2) Gram Panchayat, Prodhan, Dhaniakhali (2) Gram Panchayat invites tenders through E-tendering for the 5(Five) Different works. Bid submission Start Date: **27.01.2026 10.30Hrs**. Bid Submission End Date: **07.02.2026 12.00Hrs**. Bid Opening Date (Technical): **09.02.2026 12.00Hrs**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Dhaniakhali (2) Gram Panchayat

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ / ১২ / ১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ **www.hmcgov.in**

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এইচএমসি-র সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) এইচএমসি-র বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৫ (পাঁচ)টি বৈদ্যুতিক কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করছেন। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদার লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং হালনাগাদ জিএসটি সার্টিফিকেট ও রিটার্ন (চলতি ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি ও অন্যান্য কাগজপত্র সহ প্রস্তাব জমা দিতে হবে।
অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়ার শুরুর তারিখঃ ২০.০১.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০ থেকে।
অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ১০.০২.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে ভিজিট করুনঃ **https://wbtenders.gov.in**।

২৭৩(১) / ২৫-২৬
২৭।১।২০২৬

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক)
হাওড়া পৌরনিগম

ডাইনামিক সার্ভিসেস অ্যান্ড সিকিউরিটি লিমিটেড

CIN:L43222WB2016PLC218387
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৩৭৫, দক্ষিণদারি রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৮, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
টেলিফোনঃ ০৩৩-৪০০৮ ৭৪৬৩ ই-মেইল আইডিঃ cs@dssl.ind.in, ওয়েবসাইটঃ www.dssl.ind.in

পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং ধারা ১১০, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং এর অধীনে জারি করা আইন, বিধি, প্রবিধান, সার্কুলার ও বিজ্ঞপ্তিসমূহের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান (সহ যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনঃপ্রণয়ন যা বর্তমানে বলবৎ আছে এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়েছে) অনুসারে, কোম্পানি

মঙ্গলবার, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে, কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) ক্যামিও কর্পোরেট সার্ভিসেস লিমিটেডের মাধ্যমে, সেইসব সদস্যদের ই-ভোটিংয়ের জন্য পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠিয়েছে, যারা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (সমূহ) বা কোম্পানির কাছে তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন করেছে,

কোম্পানির সংঘবিধির উদ্দেশ্য ধারায় পরিবর্তনের জন্য কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদন চাওয়ার উদ্দেশ্যে, যা ১৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ মেসার্স বিজিএস মিশ্র অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, কোম্পানি সেক্রেটারিজ এলএলপি-এর শ্রী গৌরী শঙ্কর মিশ্রকে (সদস্যপদ নং এফ ৬৯০৬ এবং সিপি নং ১৩৫৮১) পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার (এতদ্বার 'স্ক্রুটিনাইজার' হিসাবে উল্লিখিত) হিসাবে নিয়োগ করেছে।

সদস্যদের শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি সদস্যদের ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দিতে (রিমোট ই-ভোটিং) রিমোট ই- ভোটিং সহজতর করার জন্য সিডিএসএল-কে একটি সংস্থা হিসাবে নিযুক্ত করেছে। ই- ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি পোস্টাল ব্যালট নোটিশের টীকাসমূহে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদান বৃহস্পতিবার, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ সকাল ৯.০০ ঘটিকা (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং শুক্রবার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় (আইএসটি) শেষ হবে।

এই তারিখের পরে প্রাপ্ত কোনো উত্তর গণনা করা হবে না এবং তা এমনভাবে গণ্য করা হবে যেন সেটি প্রাপ্তই হয়নি।

সদস্যদের ভোটাধিকার শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী গণনা করা হবে, যা হলো কাট-অফ তারিখ। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী সদস্য নন, তিনি এই পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য বিবেচনা করবেন। পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তির অনুলিপিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.dssl.ind.in এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://www.cdslindia.com-এ উপলব্ধ।

ই- ভোটিং সিস্টেম থেকে ই- ভোটিং সংক্রান্ত আপনার কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি www.evotingindia.com-এ সাহায্য বিভাগে উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর ফলাফল ই-ভোটিং শেষ হওয়ার দুই কার্যদিবসের মধ্যে, অর্থাৎ ২৬ মার্চ, ২০২৬ তারিখের মঙ্গলবার বা তার আগে, কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে ঘোষণা করা হবে এবং এনএসই লিমিটেড (এনএসই)-কে জানানো হবে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে। পোস্টাল ব্যালটের ফলাফলও কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.dssl.ind.in - এ প্রদর্শন করা হবে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং তাদের পক্ষ থেকে,
ডাইনামিক সার্ভিসেস অ্যান্ড সিকিউরিটি লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষরিত /-
যুগল কিশোর ভগত
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮.০১.২০২৬

শেষ চারে জায়গা পাকা জেরেভের

সংবাদ সংস্থা, মেলবোর্ন, ২৭ জানুয়ারিঃ মেলবোর্নে গরম যতটা ভয়ংকর, আলেকজান্ডার জেরেভের সার্ভ তার থেকেও বেশি ঝাঁঝালো। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে তরুণ মার্কিন প্রতিভা লার্নার টিয়েনকে হারিয়ে শেষ চারে পৌঁছে গেলেন জার্মান তারকা। ৬-৩, ৬-৭ (৫/৭), ৬-১, ৭-৬ (৭/৩)-চার সেটের এই ম্যাচে জেরেভের অস্ত্র একটাই, কিন্তু তা ভয়ংকর ধারালো-সার্ভ! ম্যাচে মোট ২৪টি এস হাঁকান বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন নম্বরে থাকা জেরেভ। ডবল ফল্ট মাত্র একটাই। ম্যাচ শেষে নিজে স্বীকার করেন, 'আমার সার্ভ না থাকলে আজ জেতা কঠিন হত।' রড লেভার অ্যারেনায় ছাদ বন্ধ করে ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছিল, কারণ বাইরে তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি ছুঁইছুঁই। এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও সার্ভে একচুল ছন্দ হারাননি জেরেভ! বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৯ নম্বরে থাকা টিয়েন এই পর্যায়ে পৌঁছনো সবচেয়ে কম র‍্যাঙ্কিংধারী খেলোয়াড়। বয়স মাত্র ২০। গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টার ফাইনাল-কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় ম্যাচ। তবু ভয় পাননি। দ্বিতীয় সেটে টাইব্রেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেট জিতে ম্যাচে সমতা ফেরান তিনি। টিয়েনের কোচিং বক্সে ১৯৮৯ ফরাসি ওপেনজয়ী মাইকেল চ্যাং। তাঁর উপস্থিতিতেই চতুর্থ সেটে আবার লড়াইয়ে ফেরা। ৬-৫-এ সেট পয়েন্টও পেয়েছিলেন। কিন্তু ব। ম্যাচের অভিজ্ঞতা ঠিক এখানেই পার্থক্য গড়ে দেয়। চাপের মুহূর্তে সার্ভে ভরসা রাখেন জেরেভ, টাইব্রেকে টেনে নিয়ে যান ম্যাচ, আর সেখানেই শেষ করে দেন তরুণ প্রতিপক্ষকে। এর আগে প্রথম সেটে ব্রেক করে এগিয়ে গিয়ে সেট পকেটে পুরেছিলেন জেরেভ। তৃতীয় সেটে তো কার্যত একতরফা দাপট-মাত্র ২৮ মিনিটে কাজ শেষ। চাপের মুখে টিয়েনের আনফোর্সড এরর বাড়তে থাকে, আর জেরেভ ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নেন। ২৮ বছর বয়সে এসেও এখনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম অধরা জেরেভের। ২০২০ ইউএস ওপেন, ২০২৪ ফরাসি ওপেন-দু'বার ফাইনালে উঠে থেমে যেতে হয়েছে। গত বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালেও জানিক সিনারের কাছে স্পষ্টভাবে হেরে যান তিনি। তাই এবারের অভিযান তাঁর কাছে আলাদা গুরুত্বের। সেমিফাইনালে সামনে সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর কার্লোস আলকারাজ অথবা ঘরের ছেলে অ্যালেক্স ডি মিনাউর। দু'জনের বিরুদ্ধেই চ্যালেঞ্জ আলাদা। আলকারাজ মানে গতি, আগ্রাসন আর অনিশ্চয়তা। ডি মিনাউর মানে দর্শকের চাপ আর অবিশ্বাস্য ডিফেন্স। তবু বর্তমান ফর্মে জেরেভ আত্মবিশ্বাসী হতেই পারেন। সার্ভ কাজ করছে। মানসিক দৃঢ়তাও চোখে পড়ছে। ম্যাচ শেষে তিনি টিয়েনের প্রশংসা করতেও ভোলেননি- 'বেসলাইন থেকে ও অসাধারণ খেলেছে। ওর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।'

আইসিসি'র মাস্টারস্ট্রোকে নাজেহাল পাকিস্তান বোর্ড!

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ২৭ জানুয়ারিঃ 'ভাইজান' বাংলাদেশের সঙ্গে সৎ মায়ের মতো আচরণ করেছে আইসিসি। সেটার প্রতিবাদে 'আত্মহত্যা'র সিদ্ধান্ত নিতে পারে পাক বোর্ড! এমনটাই খবর শোনা যাচ্ছে ক্রিকেটমহলে কান পাতলে। শোনা যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত টি-২০ বিশ্বকাপ বয়কট করতে পারে পাকিস্তান। যদি সেটা হয়, তাহলে বাংলাদেশই বিশ্বকাপে খেলবে। আইসিসির নতুন সিদ্ধান্তে এমনটাই হতে চলেছে বলে সূত্রের খবর। বিশ্বকাপ নিয়ে ডামাডোল চলছে দীর্ঘদিন ধরে। বহু জলঘোলার পর অবশেষে বাংলাদেশকে ছাড়াই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে টি-২০ বিশ্বকাপ। কিন্তু এখানেও সমস্যা মেটেনি। সূত্রের খবর, 'ভাইজান' বাংলাদেশের প্রতি আইসিসির এহেন আচরণ একেবারে মানতে পারেনি পাকিস্তান। তাদের মতে, বাংলাদেশের প্রতি বৈমাতৃসুলভ আচরণ করা হয়েছে। সেটার প্রতিবাদ করা উচিত। সেকারণেই বিশ্বকাপ বয়কট করবে পাকিস্তান। তাদের এই পদক্ষেপ হবে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে। কিন্তু পাকিস্তান যদি বিশ্বকাপ বয়কট করে, তাহলে মেগা টুর্নামেন্টে কামব্যাক করবে বাংলাদেশই! সূত্রের খবর, বাংলাদেশকে এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপের স্ট্যান্ডবাই হিসাবে রেখেছে আইসিসি। কারণ বাংলাদেশ পুরোপুরিভাবে বিশ্বকাপ বয়কট করেনি। তাদের দাবি ছিল, ভারত থেকে ম্যাচ সরিয়ে শ্রীলঙ্কায় আয়োজন করা হোক। সেখানে খেলতে রাজি বাংলাদেশ। অন্যদিকে, পাকিস্তানের সবক'টি ম্যাচই শ্রীলঙ্কায় রাখা আছে। নকআউটে উঠলেও পাকিস্তান খেলবে শ্রীলঙ্কার মাটিতেই। ফলে পাকিস্তান যদি বিশ্বকাপ বয়কট করে তাহলে ওই জায়গায় অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারে বাংলাদেশ। কারণ তাদের বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা রয়েছে এবং শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ খেলতে তাদের আপত্তি নেই। এহেন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন, তাহলে কি বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে নিজের পায়েই কুড়ুল মারবে পাকিস্তান? আইসিসির মাস্টারস্ট্রোকে পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে এবং বাংলাদেশকে সঙ্গে নিয়ে খেলা হবে টি-২০ বিশ্বকাপ? ওয়াকিবহাল মহল বলছে, সেই সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কারণ বিশ্বকাপ বয়কট করলে জরিমানা-সহ একাধিক শাস্তির কোপে পড়তে পারে পাক বোর্ড। আর্থিকভাবেও ধাক্কা খাবে তারা। সেকথা মাথায় রেখেই হয়তো বয়কটের সিদ্ধান্ত নেবে না পাকিস্তান, এমনটাই মনে করছে ক্রিকেটমহল।

নিউজিল্যান্ড সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন তিলক বর্মা, চিন্তায় ভারত

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৭ জানুয়ারিঃ টি-২০ বিশ্বকাপ শুরু হতে আর মেরেকেটে দিন দশেক। এখনও পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারলেন না টিম ইন্ডিয়ার ভরসাযোগ্য ব্যাটার তিলক বর্মা। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি টি-২০ সিরিজে আর খেলতে পারবেন না তিলক। প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্বকাপের আগে সময়মতো ফিট হতে পারবেন তো তিনি? সোমবারই বিসিসিআইয়ের তরফে জানানো হয়েছে, পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে আরও খানিকটা সময় লাগবে তিলকের। তিনি সম্ভবত বিশ্বকাপ শুরুর দিন চারেক আগে ভারতীয় দলে যোগ দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ক্রিকেটের বাইরে থাকার পর সোজা বিশ্বকাপে নামবেন তিলক। বোর্ডের তরফে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তিলক বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে শারীরিক কসরত শুরু করেছেন। তিনি ধীরে ধীরে পুরোপুরি ফিট হয়ে ওঠার দিকে এগোচ্ছেন। তবে চলতি টি-২০ সিরিজে তিনি খেলতে পারবেন না। শ্রেয়স আইয়ারকেই দলের সঙ্গে রাখা হচ্ছে। চলতি মাসের শুরুতে বিজয় হাজারেতে খেলার সময় তলপেটে চোট পেয়েছেন তিলক। যার ফলে তাঁর শরীরে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ শুরু হয়। জানা গিয়েছে, সকালে খাবার খাওয়ার পরই তলপেটে ব্যাথা অনুভব করেন তিলক। দ্রুত তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানান তিলকের চোট গুরুতর। তাঁর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন। তারপর থেকেই বিসিসিআইয়ের সেন্টার এক্সেলেন্সে রয়েছেন বাঁহাতি ব্যাটার। বিশ্বকাপে তাঁকে খেলানো যাবে কিনা সেটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শের পর। জানা যাচ্ছে, ৩ ফেব্রুয়ারি দলে যোগ দিতে পারেন তিনি। নিতান্তই যদি ফিট হতে না পারেন বিশ্বকাপের আগে? সেক্ষেত্রে পরিবর্ত হিসাবে দুটি নাম ভাসছে। এক শ্রেয়স আইয়ার। যিনি চলতি টি-২০ সিরিজে তিলকের বদলি হিসাবে দলে রয়েছেন। কিন্তু এখনও প্রথম একাদশে সুযোগ পাননি। দুই, রিয়ান পরাগ। অসমের এই অলরাউন্ডারও ভালোরকম দলে ঢোকার লড়াইয়ে রয়েছেন। তবে বিসিসিআই চেষ্টা করছে, শেষপর্যন্ত তিলকের জন্য

ঝাঁপানোর। অন্যদিকে টি-২০ সিরিজে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ ইতিমধ্যেই ৩-০ জিতে নিয়েছে। বাকি রয়েছে আরও দুটি ম্যাচ। সূর্যরা যা খেলছেন, তাতে টি-২০ বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে বাজি ধরতে শুরু করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রবি শাস্ত্রী জানান, বিশ্বকাপে অভিষেকের ব্যাট চললে ভারতকে আটকানো খুব কঠিন হবে। ভারতের আর এক কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকারও তাই বলছেন। তিনি মনে করছেন, এই টিমটা বেশ ফোকাসড। তবে আসল লড়াই শুরু ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে। সানির কথায়, ''এই সিরিজটা শুধুই প্রস্তুতির। আসল লড়াই শুরু হবে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে। ভারত দু' ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ জিতে গিয়েছে। এখন টিমের একটাই ফোকাস হওয়া উচিত। সেটা বিশ্বকাপের খেতাব ধরে রাখা। প্রথম তিন ম্যাচে অনেকেই সেভাবে সুযোগ পায়নি। আসলে ভারত প্রত্যেক ম্যাচেই অনায়াসে রান তাড়া করে জিতেছে। সবাইকে দেখে মনে হচ্ছে ওরা রেঞ্জ হিটিং, টাইমিংয়ের উপর অনেক বেশি জোর দিচ্ছে।'' দেশের চিরশ্রেষ্ঠ ওপেনারের আরও সংযোজন, ''ক্রিকেটারদের ব্যাটের ফ্লো দেখলেই তা বোঝা যাচ্ছে। এই টিম ঠিক কতটা ফোকাসড, সেটা বেশ ভাল বোঝা যাচ্ছে। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ হলেও ওরা একেবারেই হালকাভাবে নিচ্ছে না। বরং দারুণভাবে প্রস্তুতি সারছে। সবচেয়ে বড় কথা এই দলটাকে অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে। রিঙ্কু সিং, হার্দিক পাণ্ডিয়ার মতো ক্রিকেটার লোয়ার অর্ডারে ব্যাট করতে আসছে। তিনটে ম্যাচের মধ্যে দুটোতে আবার ওদের ব্যাটই করতে হয়নি। এটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে এই টিমের গভীরতা কতটা।'' এটা ঘটনা, ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি ভারতীয় বোলিংও যথেষ্ট শক্তিশালী। জসপ্রীত বুমরা তো আছেনই। স্পিন অ্যাটাকে বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেলরা রয়েছেন। দ্বিতীয় ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল বুমরাকে। গুয়াহাটিতে ফিরেই আগুনে বোলিং করেছেন। ম্যাচের সেরা হয়েছেন। বুমরা বলেছেন, ''টিমের প্রয়োজনে আমি যে কোনও জায়গায় বোলিং করতে পারি। ওরা যদি শুরুতে বোলিং করার কথা বলে, তাহলে অবশ্যই ভাল লাগবে। আবার ডেথ ওভারে বোলিং করতে বললে, সেটার জন্যও প্রস্তুত। এশিয়া কাপে আমি সেটা করেছি।''

আইএসএল ডার্বি কবে? সম্ভাব্য দিনক্ষণ এল প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারিঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত ম্যাচ, কলকাতা ডার্বি সম্ভবত অনুষ্ঠিত হবে ৩ মে। যদি বড় কোনো পরিবর্তন না ঘটে। ক্রীড়াসূচি প্রণয়নে ক্লাবগুলোর প্রাথমিক খসড়া অনুযায়ী, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনই হবে ডার্বির মঞ্চ। আইএসএল এই মরশুমে এক অনন্য পদ্ধতি অনুসরণ করছে। ক্লাবগুলোর নিজস্ব প্রতিনিধি সম্মেলনের মাধ্যমে প্রাথমিক ক্রীড়াসূচি তৈরি করছেন। তবে কলকাতার দুই ক্লাবের কর্তারাও আগেই জানিয়েছেন, ডার্বি শুরুতেই খেলার কোনো লক্ষ্য নেই। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে দেশীয় ফুটবল থমকে থাকায় প্রস্তুতির অভাবে ম্যাচের ফলাফলে উন্মাদনা কমে যেতে পারে। তাই ক্লাবগুলো চেয়েছে কয়েকটি ম্যাচ

খেলার পরই ডার্বি অনুষ্ঠিত হোক। ডার্বির দিন ঠিক হওয়ার পেছনে আরেকটি কারণ হলো, এপ্রিলে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা। নির্বাচনের সময় ক্রীড়া মঞ্চে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠিন হওয়ায়, পুলিশ অনুমতির সমস্যা এড়াতে ডার্বি ৩ মে পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হতে পারে। এ বছর ডার্বি ম্যাচটি হোম বা অ্যাওয়ে ম্যাচ হিসেবে গণ্য হবে না, ফলে দুই ক্লাবের সমর্থকরা নিঃসংশয়ে উন্মাদনা উপভোগ করতে পারবেন। ডার্বির পাশাপাশি কলকাতায় দুইটি মিনি ডার্বিও অনুষ্ঠিত হবে। তবে মহামেডান ক্লাব এখনও জানাতে পারেনি তাদের হোম ম্যাচ কোথায় হবে। মহামেডানের কর্তা কামারুদ্দিন জানান, কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে খেলার ইচ্ছে থাকলেও রাজ্য সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষা রয়েছে। অনুমোদন মিলে গেলে, তাদের হোম ম্যাচের দিনক্ষণ দ্রুত ক্রীড়াসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কলকাতার দুই প্রধান ক্লাব ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান এই প্রস্তাবে আপাতত সম্মতি প্রকাশ করেছে। ফলে বিশাল কোনো পরিবর্তন না হলে, এ মরশুমের আইএসএলে কলকাতা ডার্বি ৩ মে অনুষ্ঠিত হবে।

এখনও অবসর নেননি, তার আগেই স্পেনের শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব কেনার পথে সার্জিও র‍্যামোস

সংবাদ সংস্থা, সেভিয়া, ২৭ জানুয়ারিঃ ফুটবল থেকে পুরোপুরি বিদায় জানানোর আগেই নতুন ইনিংসের দোরগোড়ায় সার্জিও র‍্যামোস। মাঠের লড়াই নয়, এবার বোর্ডরুমে। স্পেনের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব সেভিয়া কেনার পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী এই ডিফেন্ডার। মেক্সিকোর ক্লাব মন্টেরেই ছাড়ার পর এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর ঘোষণা করেননি র‍্যামোস। কিন্তু তার শেয়ারহোল্ডারদের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেছেন র‍্যামোস, যা ক্লাব কেনার পথে বড় পদক্ষেপ। স্পেনের সংবাদমাধ্যমের দাবি, র‍্যামোসের কনসোর্টিয়াম প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ইউরোর প্রস্তাবে নীতিগত সম্মতি আদায় করেছে। বর্তমান মালিকপক্ষ, প্রাক্তন সভাপতি হোসে মারিয়া দেল নিডো বেনাভেন্তে এবং তাঁর সহযোগী পরিবারগুলির প্রাথমিক দাবি ছিল প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ইউরো। যদিও শেষ পর্যন্ত ফাইভ ইলেভেন ক্যাপিটালের সিইও। এই সংস্থার সঙ্গে সেভিয়ার বর্তমান স্পোর্টিং ডিরেক্টর আন্তোনিও কর্দোনের পেশাদার সম্পর্ক বেশ নিবিড়। যদি শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন চূড়ান্ত হয়, তাহলে বর্তমান সভাপতি হোসে মারিয়া দেল নিডো কারাস্কোর পদ ছাড়ার সম্ভাবনা প্রবল। সেক্ষেত্রে ক্লাবের প্রশাসনিক কাঠামোতেও বড় পরিবর্তন আসতে পারে। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগলে, সেভিয়ার মালিকানা বদল

মধ্যেই জানা যাচ্ছে, নিজের কেরিয়ার শুরু করা ক্লাব সেভিয়াকে তিনি এবার মালিকানার ছাতার তলায় আনতে চাইছেন। যুব দল থেকে উঠে এসে যেখান থেকে পেশাদার ফুটবলের যাত্রা শুরু, সেই ক্লাবের অংশীদার হতে উদগ্রীব। প্রাথমিকভাবে সেভিয়ার প্রধান দরকষাকষিতে র‍্যামোসের প্রস্তাবই এগিয়ে। আগে যে মার্কিন কনসোর্টিয়াম এই রেসে সামিল ছিল, তারা পিছিয়ে পড়ায় সেভিয়ার প্রাক্তন তারকার জন্য রাস্তা আরও পরিষ্কার হয়েছে। বড়সড় বিনিয়োগে র‍্যামোস একা নন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আর্জেন্তিনার ব্যবসায়ী মার্তিন ইনক, শুধু আর্থিক লেনদেনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। ক্লাবের সমর্থকদের আশা, প্রাক্তন অধিনায়কের হাত ধরে আবার পুরনো গৌরবে ফিরে পাবে সেভিয়া। মাঠে নেতৃত্ব দেওয়া র‍্যামোস এবার ক্লাব পরিচালনার ময়দানেও একই রকম প্রভাব ফেলতে পারেন কিনা-সেটাই এখন দেখার।

ইভা জোভিককে উড়িয়ে শেষ চারে সাবালেঙ্কা

সংবাদ সংস্থা, মেলবোর্ন, ২৭ জানুয়ারিঃ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে আধিপত্য বজায় রাখলেন আরিনা সাবালেঙ্কা। মঙ্গলবার মেলবোর্নে আমেরিকার কিশোরী ইভা জোভিককে ৬-৩, ৬-০ ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছলেন বিশ্বের এক নম্বর বেলারুশ তারকা। রড লেভার অ্যারেনায় খোলা ছাদের সাবালেঙ্কা। গত বছর ফাইনালে ম্যাডিসন কিসের কাছে হার মানলেও এবার ফের ট্রফির অন্যতম দাবিদার। ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনাল জয়ের পর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে টানা ১০ ম্যাচে অপরাজিত সাবালেঙ্কা। সেমিফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ নির্ভর করছে কোকো গফ ও এলিনা শ্বেতলিনার ম্যাচের ফলাফলের উপর।

নীচে ম্যাচের শুরু থেকেই নিয়ন্ত্রণে ছিলেন সাবালেঙ্কা। প্রথম সেটে কয়েকটি দীর্ঘ র‍্যালি হলেও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে শক্তিশালী সার্ভ ও আক্রমণাত্মক গ্রাউন্ডস্ট্রোকে ফারাক গড়ে দেন। দ্বিতীয় সেটে কার্যত লড়াইয়ে ফিরতে ব্যর্থ জোভিক। এই জয়ের সুবাদে সাবালেঙ্কার কেরিয়ারের ১৪তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম সেমিফাইনাল নিশ্চিত হল। একই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে টানা চতুর্থবার শেষ চারে উঠলেন তিনি। ২০২৩ ও ২০২৪-টানা দু'বার মেলবোর্নে খেতাব জিতেছেন ১৮ বছরের ইভা জোভিকের কাছে এই হার মানে টুর্নামেন্টের ইতি, তবে তাঁর পারফরম্যান্স নজর কেড়েছে। এবারের প্রতিযোগিতায় তিনি জ্যাসমিনে পাওলিনিকে হারিয়েছেন এবং ইউলিয়া পুতিনসেভাকে একতরফা ম্যাচে বিদায় করেছেন। হতাশার সমাপ্তি সত্ত্বেও বিশ্বের প্রথম একশোয় সবচেয়ে কম বয়সি খেলোয়াড় হিসেবে নিজের জায়গা আরও দৃঢ় করলেন জোভিক। যদিও এদিন সাবালেঙ্কার শক্তি ও ধারাবাহিকতার সামনে কোনও লড়াই-ই যথেষ্ট ছিল না।

কেইন-এমবাপে-হল্যান্ড

সোনার জুতোর লড়াইয়ে কে এগিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন

২০০৭-০৮ থেকে ২০১৮-১৯। এই ১২ মরসুমে একবারই শুধু ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু জয়ীদের তালিকায় নাম ছিল না লিওনেল মেসি কিংবা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর মধ্যে কারও। ২০০৮-০৯ মরসুমে পুরস্কারটি জিতেছিলেন দিয়েগো ফোরলান, ২০১৩-১৪ মরসুমে রোনাল্ডোর সঙ্গে যৌথভাবে জিতেছেন লুইস সুয়ারেজ। ২০২২-২৩ মরসুম থেকে লড়াইটা হয়ে গেছে ত্রিমুখী-আর্লিং হলান্ড, হ্যারি কেইন ও কিলিয়ান এমবাপের। সর্বশেষ তিন মরসুমে এ তিনজন একবার করে জিতেছেন ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু পুরস্কার। এ মরসুমেও গোল্ডেন শুর লড়াইটা এ তিনজনেরই। যাঁর যাঁর লিগের শীর্ষ গোলদাতাও তাঁরা। শুধু এটাই নয়, তিনজন এগোচ্ছেন গা ঘেঁষাঘেঁষি করে! তিনজনের মধ্যে কে এগিয়ে, কার সুযোগ বেশি, সেটা জানার আগে চলুন জেনে নেওয়া যাক ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু কী। প্রতি মরসুমে ইউরোপের প্রতিটি দেশের শীর্ষ লিগগুলোর মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি গোল করেন, তাঁকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় এই ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু। এমনিতে ইউরোপের সব লিগই আলাদা করে মরসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতাকে গোল্ডেন বুট পুরস্কার দেয়। তবে ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু তাঁকেই দেওয়া হয়, যিনি পুরো ইউরোপে সব লিগ মিলিয়ে গোলের জন্য সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পান। পয়েন্ট হিসাব করা হয় গোলসংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট লিগের মানের ওপর ভিত্তি করে। এই মরসুমে এখন পর্যন্ত বায়ার্ন মিউনিখ স্ট্রাইকার কেইন ২১ গোল নিয়ে বুন্দেসলিগার শীর্ষ গোলদাতা। ইংলিশ এই স্ট্রাইকারের ধারেকাছেই নেই আর কেউ। ১০

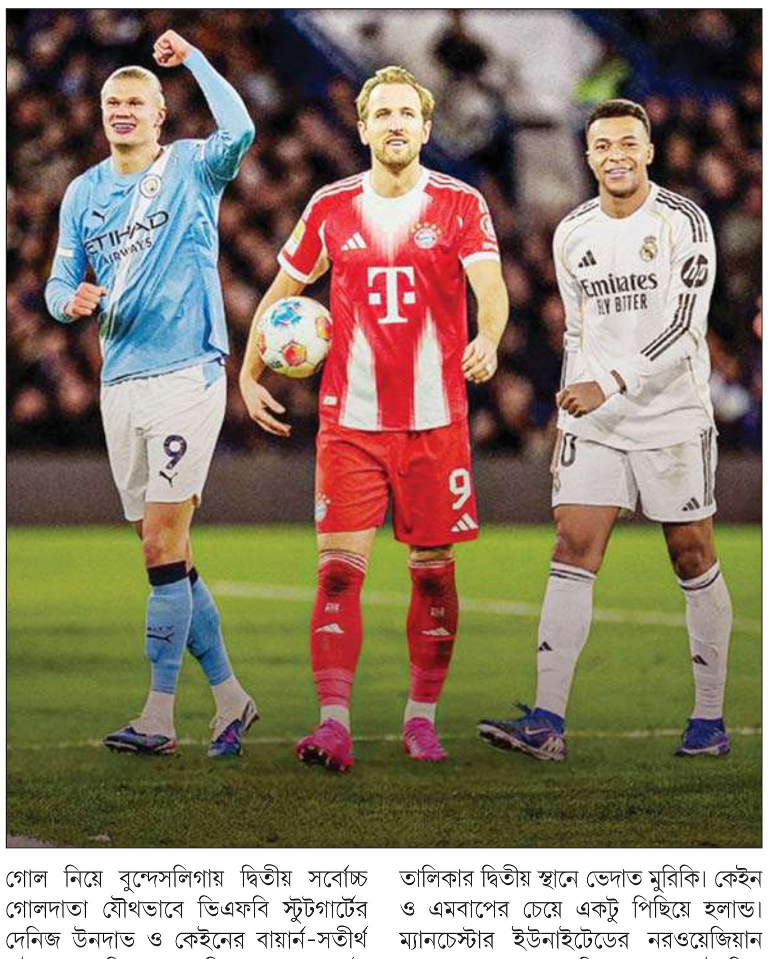

গোল নিয়ে বুন্দেসলিগায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা যৌথভাবে ভিএফবি স্টুটগার্টের দেনিজ উনদাভ ও কেইনের বায়ার্ন-সতীর্থ মাইকেল ওলিসে। লা লিগায় এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোলদাতার শীর্ষে এমবাপে, রিয়াল মাদ্রিদের ফরাসি তারকার গোলসংখ্যাও কেইনের সমান ২১। ১৪ গোল নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে ভেদাত মুরিকি। কেইন ও এমবাপের চেয়ে একটু পিছিয়ে হলান্ড। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের নরওয়েজিয়ান তারকা ২০ গোল নিয়ে আছেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকার শীর্ষে। হলান্ডের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রেন্টফোর্ডের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ইগর থিয়াগো, তাঁর গোল ১৬টি। ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু জয়ের দৌড়ে কেইন, এমবাপে ও হলান্ডের পর চতুর্থ স্থানেও আছেন থিয়াগো। পঞ্চম স্থানে পর্তুগালের ক্লাব বেনফিকার ভানগেলিস পাভলিডিস। গ্রিসের স্ট্রাইকারের গোল ১৯টি। অনেকের মনেই প্রশ্ন আসতে পারে থিয়াগোর চেয়ে বেশি গোল নিয়েও পাভলিডিস কেন তালিকায় তাঁর চেয়ে পিছিয়ে। কারণ, ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগ-ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, স্প্যানিশ লা লিগা, ইতালিয়ান সিরি 'আ', জার্মান বুন্দেসলিগা ও ফ্রেঞ্চ লিগ 'আঁ'-তে প্রতিটি গোলের জন্য বরাদ্দ ২ পয়েন্ট। পাভলিডিসের পর্তুগিজ লিগে প্রতি গোলের জন্য দেওয়া হয় ১.৫ পয়েন্ট করে। প্রতি গোলের জন্য আরও কম পয়েন্ট পাওয়ার লিগও আছে। এই যেমন লাটভিয়ার ভিরসলিগা। এই লিগটির কথা এখানে বলার একটা কারণ আছে। ভিরসলিগার চলতি মরসুমে রিগা এফসির দারকো লেমাজিক এখন পর্যন্ত করেছেন ২৮ গোল। এরপরও ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু জয়ের দৌড়ে তিনি আছেন ষষ্ঠ স্থানে। কারণ, তাঁর ২৮ গোলের জন্য তাঁর পয়েন্ট যে ২৮-ই। আর ২১ গোলের জন্য কেইন ও এমবাপের পয়েন্ট ৪২ করে! লেমাজিক এ মরসুমে আর যে খুব বেশি গোল পাবেন, সেটাও মনে হয় না। ৩৬ ম্যাচের লিগে এরই মধ্যে তিনি খেলে ফেলেছেন ৩১ ম্যাচ। ম্যাচ খেলার বিষয় যখন এসেই গেছে, তালিকার ওপরের দিকে থাকা খেলোয়াড়েরা কে কতটি ম্যাচ খেলেছেন, সেটা দেখা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম, ১৯ ম্যাচ খেলেছেন কেইন। তাঁর লিগে ম্যাচ অবশ্য ৩৪টি। প্রিমিয়ার লিগ ও লা লিগায় ম্যাচ ৩৮টি করে। এমবাপে খেলেছেন ২০ ম্যাচ, হলান্ড ২৩টি।

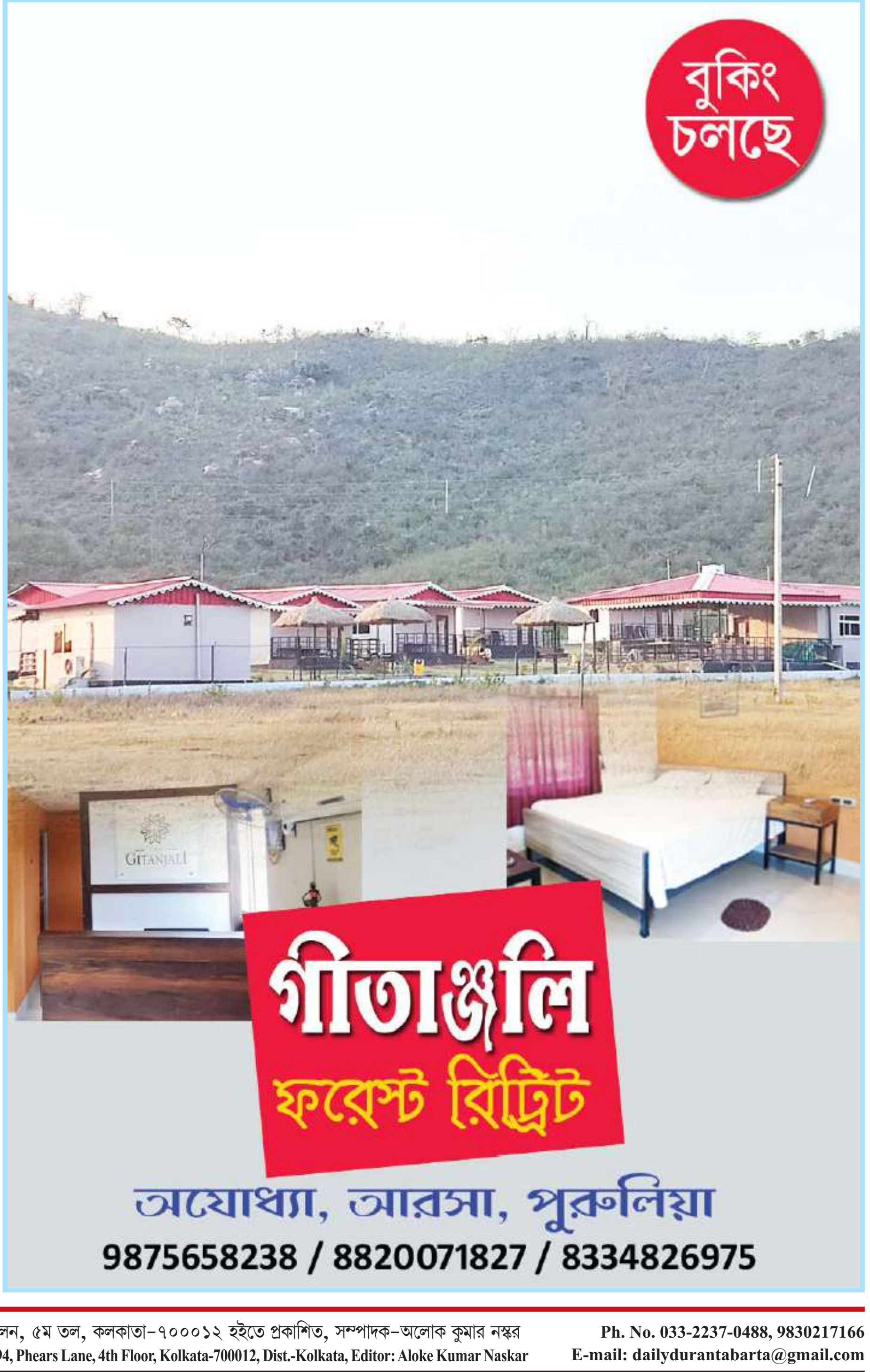

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com